মীনতত্ত্ব।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
প্রণীত।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীটের
শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

পটলডাঙ্গা ৩৪নং বেণিয়াটোলা লেন,
নববিভাকর যন্ত্রে,
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা
মুদ্রিত।
১২৮৯

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	১৮	মৎস্যে	মৎস্য
৪০	৪	ব্র্যাষ	বৃষ্য
৪১	৬	করয়ী	কবয়ী
৪৭	৪	তিনি	তিমি
৫৫	২৪	"তৈলও লবণযুক্ত"	পরিত্যাগ করিতে হইবে
৫৬	১	দগ্ধ মৎস্যের গুণ	তৈলওলবণযুক্ত দগ্ধ মৎস্যের গুণ
৬০	১৩	ব্যতিরেকে	ভিন্ন
৭০	১৩	Charing	Clearing
৮৭	১৭	মালা	মালো
৯৩	২	কোন	কোন স্থান
৯৮	১	বাটা	বাটনা
৯৯	৪	আদা	আবাদা
১০৪	৮	চক্রাকং	চক্রকং
১০৫	৫	মলবন্ধ নাশক	মলবন্ধনাশক
১১৪	১৫	সে	যে
১১৫	১০	করয়ী	কবয়ী
১১৮	১০	হইতে	হইয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২২	২২	পাপ্মায়ং	পম্পায়াং
১২৪	২০	নিমিট	মিনিট
১২৫	১৯	উহারা	উহার
১২৭	১৭, ২৩	ডোরাভো	ডোরাডো
১২৮	৩	ঐ	ঐ
১৪৬	১৩	দক্ষিণ পশ্চিম	৬। মার্জ্জার মৎস্য—দক্ষিণ পশ্চিম
১৪৭	২৪	অঙ্গলি	অঙ্গুলি
১৫২	১৩	দন্ত পঁক্তি	দন্ত পংক্তি
১৫৩	২২	মৎসেরা	মৎস্যেরা

ভূমিকা।

মীন-তত্ত্ব প্রচারিত হইল। ইহা বিস্তর পরিশ্রম করিয়া নানাবিধ গ্রন্থাদি হইতে মৎস্য এবং যাদোবৃন্দের বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রণীত হইয়াছে। জলবাসী জন্তুর বিবরণ সম্যক্ অবগত হওয়া মানবের পক্ষে একান্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে বিখ্যাত প্রাণি তত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিতগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, যত্ন ও একাগ্র চেষ্টায় ইহাদের রহস্য যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই সাধারণের কৌতূহল নিবারণ উদ্দেশে বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিতে চেষ্টা করা গেল।

গ্রন্থপ্রণয়নে এই আমব প্রথম উদ্যম। অতএব এতৎ প্রবন্ধে অনেক দোষ থাকিবাব সম্ভাবনা। পাঠকমণ্ডলী সানুকম্প হৃদয়ে উহা পরিহার পূর্ব্বক গুণভাগ গ্রহণ করিলে চরিতার্থ হইব।

প্রাকৃতিক-ইতি-বৃত্তবিৎ কৌণ্ট-ডি বফুন, মেকেঞ্জি, হোর্ট, গোল্‌ডস্মিথ, ব্রেন প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। মান্যবর রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম অভিধান, চরক, ভৈরব-তন্ত্র, নারায়ণ দাস কৃত দ্রব্যগুণাভিধান হইতেও অনেক বিষয় পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায় বাহাদুরের প্রাকৃত-ভুগোল, শ্রীযুত বাবু সাঁত কড়ি দত্ত মহাশয়ের প্রাণিবৃত্তান্ত ও বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে কোন কোন বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে।

মীনতত্ত্বে পাক প্রণালী এক অধ্যায়ে লেখা গিয়াছে। এক্ষণে পুষ্টিসাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার নিদানভূত অত্যাবশ্যকীয় সূদ-শাস্ত্রের উন্নতি ও আদর না থাকায় এবং ভিন্ন দেশীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ প্রিয়তায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন কৌশল শিক্ষা করিতে আধুনিক বিলাসবতীদিগের তাদৃশ উৎসাহ দৃষ্ট হয় না। প্রত্যুত আর কিছু কাল পরে আমাদের পাকাদির জন্য গৃহে গৃহে দারুণ দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইবে।

মৎস্য-তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টা হইলে ক্রমে এই নিত্য উপাদেয় আহার্য্য প্রাণীর বিবরণ বাহুল্যরূপে প্রচারিত হইবে। তখন মৎস্য ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অনেকে যত্নবান হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

অবশেষে সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা একবার পুস্তকখানি পাঠ করিলে, আমি যার পর নাই অনুগৃহীত হইব এবং আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব। পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বক্তব্য, এই গ্রন্থপ্রণয়নে শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

টাকী।
২৩ অগ্রহায়ণ।
সন ১২৮৯ সাল

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী।

XIVi32

মীনতত্ত্ব।

—০—

প্রথম অধ্যায়।

অনাদি, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, মহান্ পরমেশ্বরের মঙ্গলময় প্রাণিরাজ্যে সকলই বিচিত্র। অনন্ত গগণমণ্ডল হইতে অপার জলধির গভীর তলদেশপর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টি করিলে বোধ হইবে ঈশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল কি অপূর্ব্ব! বিজ্ঞান চক্ষে পবিত্রভাবে প্রকৃতির নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে কে না বিমোহিত হয? জগৎপিতা জগদীশ্বর ভূমণ্ডলে যত প্রকার জীব সৃজন করিযাছেন, তাহাদের জীবনধারণ জন্য আহারেরও প্রকৃষ্ট উপাযবিধান করিয়াছেন। কোন কো'ন জীব বায়ুভুক্. কেহ বা জলভুক্, কেহ বা ভূমি আহার করিযাই প্রাণধারণ করে; শুদ্ধ তেজোভুক্ বা ব্যোমভুক্ কোন প্রাণীর বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। আবার এতদ্ব্যতীত পঞ্চভূতের অভাবে জীবন ধারণ করা সুকঠিন। যদিচ আমরা অনল আহার না করি কিন্তু উহার অভাবে ক্ষণকাল জীবনধারণ করা দুঃসাধ্য। আবার রত্নগর্ভা বসুন্ধরায় উদ্ভিদ সৃজন করিয়া দিয়াছেন, উহা বহুবিধ। শস্য ব্যতীত জীবের জীবন ধারণ করা কোনমতেই সম্ভবে না। বায়ু ব্যতীত কোন জীব কলেবর ধারণ করিতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু ভগবানের এমনি লীলা যে সেই জগৎপ্রাণ বায়ু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে রোগোৎপত্তি হয় ও সময়ে সময়ে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। জল জীবের জীবন। যে জল ব্যতীত অণুমাত্র দেহ ধারণ করা যায় না, যাহার অভাবে জগৎ শূন্যময় বোধ হয়, এমন যে অতি আবশ্যকীয় হিতকর পদার্থ, তাহাও অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ব্যাধির কারণ উৎপন্ন ও জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর নিশ্চিন্ত হযেন নাই। "জীবো জীবস্য খাদ্যং" এই মহীমণ্ডলে জীবকে জীবের খাদ্যরূপে বিধান করিয়াছেন বলিয়া একরূপ স্বীকার করিতে হইবে; কারণ তাহা না হইলে একজাতীয় পশুগণ ভিন্ন প্রকার পশু আহার করিত না। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পশু আবার অব্যবস্থিত পশুকে কদাচ আক্রমণ বা আহার করে না। এমন কি জগতস্থ সমস্ত প্রাণীমাত্রেই ভিন্ন প্রকার প্রাণী আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। এই জন্য সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বর ভূমণ্ডলের সমস্ত জন্তুকেই পরস্পর ভক্ষণ করার স্বত্বদান করিয়া জীব-সংখ্যার আতিশয্য নিবারণ এবং সামঞ্জস্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভূপৃষ্ঠে যত প্রকার জন্তু বাস করে তদনুরূপ জন্তুগণ ভূমধ্যে ও বারিধিতেও বাস করিয়া থাকে। কতকগুলি জীব ভূমিতে বিচরণ করে, এইহেতু তাহাদিগকে ভূচর বলা যায়। ইহার মধ্যে আবার কতকগুলি বনে কাল বিহরণ করতঃ স্থলজ, বিক্ষেপ করতঃ আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করে এই হেতু বিক্কির, কতকগুলিন আহার্য্য বস্তু বিদ্ধ করিয়া ভোজন

করে এজন্য প্রতুদ বলিয়া অভিহিত হয়। কতকগুলি জঙ্গলে আহার্য্য দ্রব্য ভোজন করে এজন্য তাহাদিগকে জাঙ্গল, কতক গুলি পশু জলসমীপে বাস করে এজনা তাহাদিগকে জল-সমীপবাসী বা অনূপ পশু বলা যায়। স্থলজ যথা, ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ইত্যাদি। বিষ্কির যথা, চাতক, চকোর, কুক্কুট ইত্যাদি। প্রতুদ যথা. ঘুঘু, হরিয়াল ঘুঘু ইত্যাদি। জাঙ্গল যথা, তাম্রবর্ণ মৃগ, কৃষ্ণবর্ণ মৃগ ইত্যাদি। জলসমীপবাসী এই হেতু অনূপশব্দবাচ্য যথা, গো, অশ্ব, বিড়াল ইত্যাদি। নিয়ত গর্ত্তে বাস করে এইহেতু ভূশয়, যথা, কর্কট, ভেক ইত্যাদি। কতকগুলিকে নিয়ত বালিতে বাস করণ জন্য বালিচর বলা যায়, যথা বাচামৎস্যভোজী ক্রোব বা কুরর পক্ষী. বাজ পক্ষী ইত্যাদি। ভূপৃষ্ঠে যতপ্রকার জন্তু বাস করে তদনুরূপ জন্তু-গণ বারিধিতেও বাস করে। তবে সকলগুলি অদ্যাপি আমা-দের নয়নপথে পতিত হয় নাই। যতদূর অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহাতে জলজন্তুর মধ্যে নৃমৎস্য, জল-হস্তী, সিন্ধুঘোটক, উদ্বিড়াল, জলসর্প, জলমূষিক, মৎস্য-পক্ষী অর্থাৎ উড্ডীয়মান মৎস্য, ভেক মৎস্য, মার্জ্জার-মৎস্য, শল্লকী মৎস্য ইত্যাদি। নানাবিধ ভূচর জন্তুর আকৃতি জলজন্তুর আকার সদৃশ দৃষ্টিগোচর হয়। নৃমৎস্যের বিবরণ হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে কিন্তু আধুনিক রীত্যনুসারে বৈদে-শিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত তাহার উদাহরণ সাধারণের মনোজ্ঞ হইবে না। এজন্য ইংরাজ দৃষ্ট লোহিত সাগরস্থ নরাকৃতি জলজন্তুর বিবরণ জলজন্তু-বিবরণ মধ্যে সবিস্তররূপে বিবৃত করা হইল। জলজন্তুর গঠনতাৎপর্য্য অনুসারে

অনেক সময় উহা দর্শন করিয়া আমরা তাহাদের স্থলজ জন্তুর সহিত সাদৃশ্য অনুভব করিতে পারি না; বিশেষতঃ সমুদ্রপথে আমাদের গতিবিধি না থাকায় এবিষয়ে তাদৃশ অনুসন্ধিৎসু হই না। নিম্ন শ্রেণীর মৎস্যজীবিগণ সময়ে সময়ে এরূপ জলজন্তু সমুদ্র নিকটে নয়নগোচর করে, কিন্তু অশিক্ষা-নিবন্ধন এই সমস্ত জন্তুর প্রকৃত আকৃতি তাহারা স্মরণ রাখিতে পারে না, আর মনোযোগসহকারেও উহা পর্য্যা-বেক্ষণ ও পরীক্ষা করে না। বরুণ লোকে যদি আমাদের পিতৃ পুরুষের স্থান হয়, তাহা হইলে নৃমৎস্য হইতে পর্য্যায়-ক্রমে নরের উৎপত্তি মীমাংসিত হইতে পারে। বিজ্ঞ প্রাণি-তত্ত্ববিৎ ডারউইন্ সাহেবের মতানুসারে যদি কপিবংশ হইতে মানবের উৎপত্তি এবং উন্নতি সহকারে পুরুষানুক্রমে, লাঙ্গুল স্খলিত হইয়া, মানবাকৃতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে মৎস্য-লাঙ্গুলও বিলুপ্ত না হইতে পারে এমত অনুমিত হয় না। মার্কিণ দেশীয়দের সংস্কার যে মানবের পূর্ব্বপুরুষগণ মৎস্য, পশু ও পক্ষী হইতে উৎপন্ন হয়। জল জন্তুর মধ্যে কতকগুলি নিয়ত জলমধ্যে বাস করণ জন্য বারিশয় শব্দবাচ্য যথা মকর, কুম্ভীর, শুষুক, তিমি, মৎস্য, ঝিনুক, শঙ্খ, কচ্ছপ, শম্বূক ইত্যাদি। কতকগুলি উভচর অর্থাৎ জলে ও স্থলে সম প্রকারে বিচরণ করিতে ক্ষমবান যথা হংস, বক, পানিকৌড়ী, কুম্ভীর, কচ্ছপ ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের প্রাকৃত ভূগোল গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে এক এক যুগে এক এক বিশেষ শ্রেণীস্থ জীবের প্রাধান্য ছিল, তন্মধ্যে দ্বিতীয়যুগে

সর্পাদিগের বিশেষ বাহুল্য দৃষ্ট হয়, এবং ঐ জীব সকলও অতীব বিস্ময়কর ছিল, তাহাদের গঠন দেখিলেই এককালে জড়তা ও গুরুভার সমষ্টি বোধ হয়। ঐ জীব সকলের মধ্যে কেহ কেহ আকাশে উড্ডয়ন করিত, কতকগুলি চতুষ্পদও ভূমিতে বিচরণ করিত। ইহারা চারি শ্রেণীতে প্রায় ৪ জাতীয় জীব ছিল। তন্মধ্যে তিন জাতীয় জীবের বিবরণ অত্যন্ত বিস্ময়জনক।

১। "তেলিও সারস" ইহা দেখিতে যেন্ধ কুম্ভীরের মত। দেহ, পুচ্ছ, মস্তক, ওষ্ঠাধর, দন্ত ও পদ সমস্তই নব্য কুম্ভীরের সদৃশ। ইহা দশ হস্ত হইতে ১৫ হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইত। ইহারা স্বভাবতঃ ভূমিতে বিচরণ করিত, প্রয়োজন মতে জলেও অবতরণের ক্ষমতা রাখিত।

২। "ইকৃথি. ারস" বা মৎস্যাদ সর্প। শিশুকুম্ভীরের অবয়বের সহিত ইহার দেহের কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য আছে, ইহার দেহে পদের বিনিময়ে মৎস্যের ডানার ন্যায় ডানা দৃষ্ট হইত। পুচ্ছের অগ্রভাগ নৌকার হালের মত চেপটা ও প্রশস্ত। চক্ষুদ্বয় অতি বৃহৎ প্রায় একহস্তপরিসর হইত ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটী অস্থিমূলকের অঙ্গুরীয়ক হইত। মাংসপেশী দ্বারা তাহা দাবন করিলে ঐ চক্ষু ইচ্ছাক্রমে বৃহৎ ও ঈশন্ন্যুব্জ অথবা খর্ব্ব ও বর্ত্তুল করিত। তাহাতে ইহারা নিকটে বা দূরে তুল্য ক্ষমতায় দেখিতে পাইত। বাজ, হাড়গিলা গৃধ্র প্রভৃতি খেচর শ্বাপদ পক্ষিদের চক্ষুতে তদ্রূপ উপায় থাকায় উহারা আকাশ মার্গ হইতে অনায়াসে ভূমিস্থ ক্ষুদ্র দ্রব্য লক্ষ্য করিতে পারে। এই চক্ষুর

সাহায্যে তাহারা সমুদ্র গর্ভস্থ মৎস্য অতি দূর হইতে দর্শন করিত। দন্তগুলি সুতীক্ষ্ণ ও বক্র ও হনুগাত্রে এক সীতার মধ্যে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিত তাহাতে উহা সহজে ভগ্ন হইত না, ইহাদের দন্তের মূলভাগে হনুর মধ্যে অপর কয়েক শ্রেণী দন্ত নিহিত থাকিত, এক দন্ত ভাঙ্গিলে তাহার মূল হইতে অবিলম্বে আর এক দন্ত নির্গত হইত। স্কন্ধ অতি খর্ব্ব হইত, পৃষ্ঠদণ্ডে ৫০খানি অস্থি থাকিত, ত্বক্ কুঞ্চিত হইত। ইহারা দীর্ঘে ২৫।৩০ হস্তপ্রমাণ হইত, দেহের ব্যাস ১৬ হস্ত।

৩। "প্লিমিও-সারস" দেখিতে চমৎকার, ইহার অবয়ব বিস্ময়জনক, তাহাতে শুষকের দেহ, রাজ হংসের গ্রীবা, পক্ষীর ওষ্ঠাধর, মৎস্যের পুচ্ছ, ও তিমির ডানা দৃষ্ট হয়। ইহার গ্রীবা দেহের অপেক্ষা ১॥০ গুণ দীর্ঘ এবং সারসের গ্রীবার ন্যায় সূক্ষ্ম, প্রকৃত অবয়ব টিকটিকির মস্তকের সদৃশ। তাহাতে যে দন্ত সংলগ্ন আছে তাহা কুম্ভীরের দন্ত সদৃশ, সংখ্যায় এক শতেরও অধিক, দেহের দৈর্ঘ্য ২০ হস্ত, হস্ত পদের পরিবর্ত্তে তিমির ডানা সদৃশ ডানা। এই জীব উভচর বলিয়া বিখ্যাত, ইহারা জলচর জীব বধ করিয়া খাইত। ইহাদের স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর ছিল এবং ইহারা অপর জলচর জন্তুদিগের সহিত সর্ব্বদা আততায়িতা করিত।

প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ প্রাণিগণকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। সমেরু এবং নির্মেরু।

(১) সমেরু অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে; তাহাদিগকে আবার চারি জাতিতে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ এবং মৎস্য।

জল জন্তুর মধ্যে সমেরু প্রাণী যথা।

১। স্তন্যপায়ী তিমি, শুষক, ডল্‌ফিন। ইহারা প্রসূত হইয়া অবধি মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া দেহের পুষ্টি সম্পাদন করে; বক্ষস্থিত ফুসফুস দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। রক্ত উষ্ণ এবং লোহিত বর্ণ।

২। উড্‌ডীয়মান মৎস্যের বিবরণ শেষ অধ্যায়ে লেখা হইল।

৩। সরীসৃপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, ইহাদের রক্ত শীতল এবং ইহারা অণ্ড প্রসব করে। কুম্ভীরাদি।—কচ্ছপ, ভেক ও সর্প, ইহাদের বিবরণ শেষ অধ্যায়ে লেখা গেল।

(০) নির্মেরু অর্থাৎ যে সকল জীবের মেরুদণ্ড নাই। ইহাদিগকে তিন জাতিতে বিভাগ করা হইয়াছে। কোমলাঙ্গ, গ্রন্থিল এবং অংশুকর।

১। কোমলাঙ্গ। শঙ্খ, ঝিনুক।

২। গ্রন্থিল।—কাঁকড়া।

৩। অংশুকর। তারা মৎস্য, প্রবাল কীট।

এই সমস্ত বিবরণ শেষ অধ্যায়ে লেখা গেল।

জল জন্তুর মধ্যে মৎস্যই আহার্য্য, এজন্য উহার সম্যক বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৎস্য বিবরণ।

পুরাণে বর্ণিত আছে পুরাকালে বেদ-উদ্ধার-সময়ে ভগবান্ নারায়ণ মৎস্যরূপ ধারণ করেন। যথা যদা মৎস্যারূপেণ হরিণাবেদ উদ্ধৃতঃ। অন্যান্য পৃথিবীস্থ জীবের বিবরণ যেরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, মৎস্যসম্বন্ধে সেরূপ জানিবার উপায় নাই। ইহারা নিয়ত বারিমধ্যে বিচরণ করে; মানবের সর্ব্বদা জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাদের গঠন-প্রণালী, রীতি, পদ্ধতি ও স্বভাব অবগত হওয়া অসম্ভব; তবে মনুষ্যের ধৈর্য্য ও চেষ্টায় ইহাদের রহস্য যতদূর ভেদ হইয়াছে এবং বিজ্ঞ ও মান্য ইংলণ্ডীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় যে সমস্ত বিবরণ প্রচার করিয়াছেন, তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করার চেষ্টা করা গেল।

মৎস্যের ভ্রমণ শক্তি অতি চমৎকার, একটী সামান্য মৎস্য এত দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, যে তদ্রূপ অন্য কোন জন্তুর গতি দেখা যায় না। কি কারণে এই ক্ষুদ্র দেহে উহাদের গতি শক্তি এত অধিক হইল, ইহার তথ্য অদ্যাপি জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, উপমিতিমূলক শারীরস্থানবিদ্যা (Comparative Anatomy) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ না করিলে, ইহারা কোন্ যন্ত্রের গুণে এত প্রখর গতিবিশিষ্ট তাহা

সাব্যস্ত করা ভার। মৎস্য বিজ্ঞান অন্যান্য ইতর জন্তুর বিবরণ অপেক্ষা গুরুতর, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে অন্যান্য প্রাণীর জীবন বৃত্তান্ত, চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ে জ্ঞাত হইতে পারিলেও ইহাদের বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না।

কোন প্রাণীর সহিত একত্র বাস ব্যতীত তাহার প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও বারি মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৎস্যদের জীবনী পরীক্ষা করিতে পারি না। যতদিন আমরা সাগর মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে ক্ষমবান্ না হইব, ততকাল পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদ্বাসী জীবের রহস্য ভেদ করিতে পারিব না। মৎস্যগণের ভাসমান অবস্থার বিবরণ, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণের বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর প্রকাশ হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করা গেল। "মৎস্যের স্বভাব ও গুণাগুণ বিষয়ক কোন পুস্তক অদ্যাপি বঙ্গভাষায় স্বতন্ত্র রচিত না হওয়ায় আপাততঃ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রচার করা গেল।"

মানব জাতি আদিমকালে ফল, মূল ও শস্যাদি মাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং উদ্ভিদভোজী (Frugivorous) ছিলেন। ক্রমে হিংসাবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া স্থলের জন্তুগণকে ধৃত ও বধ করিয়া তাহার মাংস আহার করেন এবং মাংসাশী (Carnivorous) হন। পরে মনুষ্য সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, অমনি জল জন্তু ধৃত করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল, এবং উহা ধৃত ও হত করতঃ

আহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মৎস্যাহারী (Piscivorous) হইলেন। এক্ষণে মানব সর্ব্বভুক (Omnivorous) হইয়াছেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্বে যে উপায়ে মৎস্য ধৃত হইত তাহা অসম্পূর্ণ (Crude) সুতরাং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য সংগ্রহ হইত না। ক্রমে অভ্যাস ও শিক্ষার উন্নতিতে মৎস্য ধারণ একটী প্রয়োজনীয়, অর্থকর ও আনন্দদায়ক ব্যবসায় মধ্যে পরিগণিত হইল। মীনধৃতি-কৌশল কি অদ্ভুত অবিষ্কার-শক্তির পরিচয়! সমুদ্রতীরবাসী সভ্য জাতি মাত্রেই এই জন্য স্থানে স্থানে জাতীয় মৎস্য-ধারণ-স্থানগুলি (Fishery) সর্ব্বদাই সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। সামাজিক শিল্পের উন্নতিকারিগণ ও অসীমধীশক্তিসম্পন্ন রাজমন্ত্রিগণ এই হিতকর ও লাভকর ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ও ইহার বিস্তারজন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত ও ব্যস্ত আছেন।

ধৃত মৎস্যগুলির বিবরণ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই উহার বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব অনুসন্ধানে অনন্য মনে চিন্তা করিতেছেন। অহো! এই সমস্ত জাতীয় মৎস্য ধৃতি-স্থানগুলিতে আত্মস্বত্ব রক্ষা জন্য বীর পুরুষগণ কত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন যে মৎস্যের বিবরণ ও উহার ধৃতি কৌশল ইত্যাদি তাহা জ্ঞাত হইতে যে পরিমাণে সময় নষ্ট হইবে তাহা বৃথা ক্ষেপণ করা হইল এরূপ বিবেচনা করা কখনই উচিত নহে। মৎস্য একপ্রকার জল জন্তু, ইহারা সর্ব্বদাই জল মধ্যে বাস করে, ইহাদের বিবরণ

সবিস্তররূপে লেখা গেল, অন্যান্য জল জন্তুর বৃত্তান্তও যতদূর জানা গিয়াছে তাহাও লেখা হইল। যে জলজন্তুগুলি আমরা সচরাচর আহার করি এবং যে গুলি আয়ুর্ব্বেদে আহার্য্য বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহার বিষয় বহুলরূপে বর্ণন করা আবশ্যক। ইহার আকৃতি ও গঠন ভিন্ন ভিন্ন। প্রাণিবিদ্যা-বিৎ পণ্ডিতেরা মৎস্যদিগকে গঠনের তারতম্য অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—

১। উপাস্থিক। দেহের কোমলতাজন্য উপাস্থিক। যথা বেলে, পাঁকাল, চিতল, বোদাল, বাঁশপাতা ইত্যাদি।

২। দৃঢ়াস্থিক। অস্থির দৃঢ়তা জন্য দৃঢ়াস্থিক। যথা,—চাঁদা, রোহিত, মদ্গুর, শৃঙ্গী, ভাকুট ইত্যাদি। তন্মধ্যে যত-গুলির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া গেল তাহাই লিখিত হইল। দেশ ভেদে ইহাদের পৃথক পৃথক নাম থাকায় তালিকা সম্পূর্ণ হইল না। ইহাতে বিস্তর ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গ ভাষায় ইহার কোন রূপ পুস্তকাদি না থাকায় প্রথম চেষ্টা কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মৎস্য-বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মত বিস্তর উন্নত হইয়াছে, দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমরা এই নিত্য আহার্য্য পদার্থের গুণ ও ধৃতি কৌশল ইত্যাদি, অদ্যাপি অনুসন্ধান করি না, এবং এ বিষয়ে একরূপ অনভিজ্ঞ আছি। এডিনবর্গে সে দিবস একটী বৃহতী মৎস্যপ্রদর্শনী হইয়াছিল, কতপ্রকার মৎস্য প্রদর্শিত হইয়াছিল সত্বর প্রচারিত হইবে। আমা-দের দেশে এরূপ উৎসাহজনক, ঔৎসুক্যনিবারক ও আনন্দদায়ক মৎস্যপ্রদর্শনী কি স্থাপনা হইতে পারে

না? অবশ্যই সাধারণের চেষ্টা ও আয়াস হইলে এরূপ শত শত প্রদর্শনী হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সে অধ্যবসায়, একতা বা উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে বিলম্ব আছে।

মৎস্যদিগের জাল কি ছিপ হইতে এড়াইবার ইচ্ছা এত বলবতী যে ছিপ কি জাল নিক্ষেপ করিয়াই মৎস্যধারী দেখিতে পারে যে মৎস্যগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার চতুর্দ্দিগে বিচরণ করিতেছে; ছিপের কাছে ঘুরিতেছে কিন্তু চারায় আসিয়া টোপ আহার করে না। নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও মৎস্যধারী উহা ধরিতে পারিতেছেন না। ইহাতে মৎস্যের চতুরতা দেখিয়া কাহার না মন মোহিত হয়, আর তৎসঙ্গে ইহাদের নৈসর্গিক প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে কাহার না সতত আগ্রহ হয়? অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের ন্যায় রক্ত, মাংস, অস্থি দ্বারা যাহাদের শরীর গঠিত এরূপ প্রাণী এমত স্থানে বাস করে সেখানে আমরা ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারি না, অথচ যে বায়ু দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি, উহারাও সেই বায়ু সেবন করে। এমত অবস্থায় পদার্থবিদ্যা-শাস্ত্র-সঙ্গত সত্যের বিষয়ে কি প্রকারে ঐক্য হইতে পারে? কারণ এক বায়ু সেবী জীব কেহ বা সতত ভূপৃষ্ঠে বাস করে, আর কেহ বা বারি মধ্যে বাস করে, কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যভূতে অধিক কাল প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। এ রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিজ্ঞানের আশানুরূপ উন্নতি না হইলে ইহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে না। কোন কোন বিখ্যাত

প্রসিদ্ধ প্রাণিবেত্তা পণ্ডিতেরা মৎস্য জাতিকে ৪০০ শত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মৎস্যদিগের পক্ষ, অবয়ব, *আচ্ছাদন, আকৃতি, গঠন, মস্তক গঠন, শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র, দন্ত, বর্ণ, পুচ্ছ ইত্যাদি দৃষ্টে ও পরীক্ষা করিয়া এরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন।

মৎস্য বিজ্ঞানে শারীর স্থান বিদ্যা অনুসারে উহাদিগকে বিভক্ত করিতে পারিলে উহাদের প্রকৃত শ্রেণী বিভাগ করা যায়, মানব জাতীয় শারীর স্থান বিদ্যা তাহাদের শরীর পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর শারীর স্থান বিদ্যা শুদ্ধ এক জাতীয় প্রাণীর কলেবর পরীক্ষা দ্বারা সম্ভবে না, তবে সাধারণ প্রাণীর উপমিতি (Comparative Anatomy) শারীর স্থান বিদ্যা প্রভাবে উহা অবগত হইতে পারা যায়। আর তাহা হইলে আমাদের প্রাণী শারীরস্থান বিদ্যা, তাহাদের অন্তর্যন্ত্রাদি ও বহির্যন্ত্রাদির গঠন ও তাৎপর্য্য বিশদ রূপে জ্ঞাত হইয়া পরিণামে উহাদের জীবনের গতি ক্রমশঃ সাধারণ্যে ও সম্পূর্ণ রূপে বিদিত হইতে পারে।

আপাততঃ দুই শ্রেণীতে মৎস্যদিগকে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহার বিবরণ যত দূর অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা বিবৃত হইল।

সাধারণতঃ সমেরু মৎস্যের আকৃতি প্রায় একরূপ, একখানি দীর্ঘাকৃতি মূল অস্থি অর্থাৎ মেরুদণ্ড আছে এবং তৎপার্শ্ব হইতে উভয় দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীর্ঘ পাঁজরার অস্থির ন্যায়, গলদেশের ও পুচ্ছের নিকটে উভয় দিকে উক্ত

অস্থিগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র এবং মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। এই স্থানে পিত্তস্থলী, পাকস্থলী, প্রভৃতি দৃষ্ট হয। মস্তকের উভয পার্শ্বে কানকুযা, বাযুকোষ অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র, উহা মুখ দিয়া নির্গত হয়। নাসিকা মুখের উপবিভাগে, চক্ষুর নিমেষ নাই, উহা উভয পার্শ্বে। এজন্য মৎস্যকে অনিমেষ বলে। মেরুদণ্ডের সহিত পুচ্ছের অস্থি সংলগ্ন এবং উহার কাটা গুলি সরু। আশ্চর্য্য এই মৎস্যের কাঁটা বা ক্ষুদ্র অস্থিগুলি নমনশীল, সহজে ভগ্ন হয় না। প্রায় অনেক মৎস্যের অবযব একরূপ তবে মৎস্য বিশেষে প্রভেদ আছে, উহা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত সবিশেষ পরীক্ষা করা যায না। কোন কোন মৎস্যের দন্ত আছে আর কাহার উহা নাই। মস্তকের উপরে সামান্য চর্ম্মাচ্ছাদন মাত্র এখানে মাংস নাই। কোন কোন মৎস্যের দন্তাধিক্য প্রযুক্ত তাহাদের গলনালী অতি ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয।

মৎস্যের পাঁজরা বিবিধ প্রকার, কোন কোন মৎস্যের উপরি উপর দুই শ্রেণীর পাজরার হাড় দৃষ্ট হয, কোন কোন মৎস্যের একটা করিযা আবরণ আছে, আর কোন কোন মৎস্যের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি

মৎস্যের ঘিলু অতি আশ্চর্য্য পদার্থ, ইহা ঘৃতের ন্যায, পক্ষী বা চতুষ্পাদ জন্তুর মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন প্রকার। প্রাণি-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার মনরো এবং গোরে প্রভৃতি অনেকে ইহার ভিন্নরূপ বর্ণন করেন। সচরাচর আমরা যে সমস্ত মীন ভক্ষণ করি, তাহাদের ঘিলুর প্রভেদ দৃষ্ট হয। রোহিত মৎস্যের ঘিলু যেরূপ স্বাদু, আইড় বা ভাকুট

মৎস্যের তাদৃশ স্বাদু নহে ও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় না।

মৎস্যের চক্ষু অন্যান্য উষ্ণ ও লোহিতবর্ণরক্তবিশিষ্ট জীবের ন্যায় দুইটী আছে. দুই এক মৎস্যের চারিটী করিয়া চক্ষু দেখা যায়। যথা লোচ মৎস্য। আবার ভেচখো মাছের তিনটী চক্ষু। মৎস্যদিগের চক্ষের নিমেষ নাই। চক্ষু মস্তকোপরি থাকায় ইহাদের পক্ষে বিশেষ হিতকর কারণ তাহা না হইলে ইহারা যখন জলপঙ্কোপরি এক পার্শ্বে শয়ন করে তৎকালে, চক্ষু পার্শ্বস্থিত হইলে, এক চক্ষুর ক্রিয়া রুদ্ধ হইত। কিন্তু এইরূপ মস্তকোপরি চক্ষুদ্বয় থাকায় ইহারা অবাধে শয়ন করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিতে পারে, আত্মরক্ষা করিতে পারে, এবং উপরিস্থ জলে আহার্য্য অন্য ক্ষুদ্র মৎস্য সন্তরণ করিলে, অনায়াসে উহাদিগকে দর্শন করিয়া আক্রমণ করিতে পারে।

মৎস্যের শ্রবণশক্তি লইয়া প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মতভেদ ছিল. পরে শারীরস্থান বিদ্যা উক্ত সন্দেহ মীমাংসিত করিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি কেহ কেহ উহাদের শ্রবণ শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান আছেন। হাণ্টার সাহেব কোন সময় এ বিষয় পরীক্ষা করিবার অভিলাষে একটী মৎস্যসঙ্কুল পুষ্করিণীর সন্নিকটে বন্দুক শব্দ করেন, উহা শ্রবণে মৎস্যদল ভয়াকুল হইয়া বারিমধ্যে প্রস্থান করে। কয়েক মিনিট পরে পুনরায় সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে ও মৎস্যদল দৃষ্টিগোচর হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মৎস্যগণকে কোন সময় ভয় প্রদর্শন করিতে গিয়া পিস্তলের শব্দ করা

হয় ও ঐ শব্দে তাহাদের মৃত্যু হয়। কোন উচ্চ শব্দে মৎস্যেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া ইতস্তত বারিমধ্যে ভ্রমণ করে। জর্ম্মণী প্রদেশে মৎস্যগণকে আহার দিবার প্রয়োজন হইলে ঘণ্টা শব্দ করা হয়। চীনদেশে, ঢোলের শব্দ করিয়া মৎস্যদিগকে জালবদ্ধ করা হয়। আমাদের দেশেও কইভোলা মাছ বাজনা বাজাইয়া ধরা হয়। সুতরাং মৎস্যের শ্রবণ শক্তির বিষয় একরূপ স্থির হইয়াছে।

মৎস্যের রসাস্বাদন শক্তি অতি অল্প, তাহারা অনেক সময়ে তীব্র ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা ভাল মন্দ আহার্য্য নির্ব্বাচন করে। ইহাদের জিহ্বা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। অনেক সময় বুভুক্ষাবশতঃ ইহারা খাদ্য ভ্রমে শুষ্ক বড়শী মাত্র গ্রাস করিয়া বিদ্ধ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ভাকূট মৎস্য যাহা সম্মুখে প্রাপ্ত হয় তাহার গুণাগুণ বিচার না করিয়া অত্যন্ত লোভ ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত উহা ভক্ষণ করে। কিন্তু কোন কোন মৎস্য আবার উত্তম আহার্য্য ব্যতীত সামান্য দ্রব্য বা কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করে না। এজন্য প্রাচীনগণের মতানুসারে মৎস্যের চারায় সুগন্ধ তৈলাদি মিশ্রিত করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে উদ্ভিদ তৈলের গন্ধে অন্য উৎকৃষ্ট কীট ভ্রমে মৎস্য বড়শী বিদ্ধ হইবে, কিন্তু উহার আস্বাদন জন্য নহে।

মৎস্যের ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত তীব্র. নাসারন্ধ্র ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্যের ভিন্ন ভিন্ন গঠন ও আকৃতি বিশিষ্ট। কোন কোন মৎস্যের নাসারন্ধ্র একটী, কতকগুলির দুইটী। কোন মৎস্যের গোলাকৃতি, কাহার অণ্ডাকৃতি, কাহার বা দীর্ঘাকৃতি। কোন

কোন মৎস্যের নাসারন্ধ্র মুখ ও চক্ষের মধ্যস্থলে স্থাপিত, কতকগুলিনের চক্ষের নিকটে স্থাপিত, কোন কোন মৎস্যের আবার মুখের নিকটে উহা দৃষ্ট হয়। ডাক্তার ফ্লেমিঙ্গের মতে ইহাদের ঘ্রাণ শক্তি অপেক্ষা দর্শন শক্তি অতীব বলবতী। তাহা না হইলে কোন চাকচিক্যশালী পদার্থ সম্মুখে দৃষ্টি করিলেই ইহারা তাহা আহারাভিলাষে কখনই গ্রাস করিতে উদ্যত হইত না। ইহারা দর্শন দ্বারা খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে, সুতরাং মৎস্যধৃতকারীদিগের এই মৎস্য-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রযাস পাওয়া অতি কর্ত্তব্য। এজন্য মৎস্যদিগের ঘ্রাণ শক্তির তীব্রতা বিষয়ে দ্বিমত আছে, পূর্ব্বকালের মৎস্যধৃতকারিগণ ইহাদিগকে তীব্রগন্ধযুক্ত পদার্থ আহারে অভিলাষী বিবেচনা করিয়া গন্ধ তৈলাদি দ্বারা ইহাদিগকে আকর্ষিত করিয়া ধৃত করিতেন।

মৎস্যদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়ের তাদৃশ অনুভব শক্তি নাই, কোন কোন মৎস্যের উক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাব দৃষ্ট হয়। কোন কোন মৎস্য অবাধে হস্ত দ্বারা ধৃত হয় উহারা মৃদুভাবে গাত্রে হস্ত সঞ্চালন ভালবাসে এবং উহা আরো সঞ্চালিত হয় এজন্য স্বেচ্ছাক্রমে হস্তোপরি আপনারা আগমন করে, এবং ধৃতকারিগণ অনায়াসে তৎকালে উহাদিগকে ধৃত করে। কোন কোন মৎস্যের স্পর্শ শক্তি ক্ষণিক বহুল বিবেচিত হয়। ফল অন্যান্য ইন্দ্রিযাপেক্ষা ইহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের শক্তি অনেকাংশে লঘু তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। দর্শনেন্দ্রিয়ের তীব্রতা বিষয় আমাদের এ অঞ্চলে আলোক দ্বারা মৎস্য ধারণ প্রণালী হইতে বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। এক ব্যক্তি

রাত্রিকালে এক হস্তে একটী প্রজ্বলিত দীপ বা মসাল গ্রহণ করতঃ কক্ষে মৎস্যাধান লইয়া অপর হস্তে লগুড় বা কোন অস্ত্র সাহায্যে স্রোতস্বতীতে স্বল্প সময় মধ্যে বিস্তর মৎস্য বধ করিতে পারে। কারণ এই যে নির্ব্বোধ মৎস্যগণ আলোক দৃষ্টে প্রলোভিত হইয়া কীট পতঙ্গাদি খাদ্যানুসন্ধানে দীপসমীপস্থ হয়, তখন মৎস্যধারক কৌশলক্রমে উহাদিগকে ক্রমান্বয়ে নিধন করতঃ কক্ষস্থ ভাণ্ডার পরিপূরণ করে।

মৎস্যদিগের বাগিন্দ্রিয়ের অভাব সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, কারণ ইহাদের ফুসফুস নাই, তবে সময়ে সময়ে মৎস্যগণ যে মৃদু শব্দ করে, তাহা শুদ্ধ উহাদের শ্বাস প্রশ্বাসযন্ত্র নির্গত বায়ুর শব্দ মাত্র, সময়ে সময়ে ইহারা মুখ দ্বারা জলজাত উদ্ভিজ্জাদির সঞ্চালন করে এ জন্য এক প্রকার ক্ষীণ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।

মৎস্যদিগের পাকস্থলীর বিবরণ অতি আশ্চর্য্য। ইহাদিগের পক্বাশয় নূতন প্রকার, কারণ ইহারা অন্য জীবের ন্যায় কোন বিশেষ খাদ্য আহার করে না। এ জন্য ফলাহারী মৎস্যাহারী, মাংসাহারী কীটাহারী, শস্যাহারী প্রাণীর পাকস্থলী হইতে ইহাদের পাকযন্ত্রের বিশেষ তারতম্য আছে। গঠনেরও ভিন্নতা স্পষ্ট অনুভূত হয়। ইহাদের পাকস্থলী এরূপ ভাবে গঠিত না হইলে ইহারা কখনই ফল, মূল, শস্য, বৃক্ষলতাদি, জলজ উদ্ভিজ্জ পদার্থ, মৎস্য, মাংস, কীট, পতঙ্গ, যাহা প্রাপ্ত হয়, আহার ও জীর্ণ করিতে সক্ষম হইত না। মৎস্যদিগকে সর্ব্বভুক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইহাদের জঠরানল এরূপ প্রদীপ্ত, যে বিনা চর্ব্বণে যে কোন দ্রব্যই হউক না কেন, অবলীলাক্রমে গ্রাস করতঃ জীর্ণ করে। মৎস্যদিগের দন্ত বা মাড়ি খাদ্যচর্ব্বণে কার্য্যকর নহে, উহা কীট পতঙ্গাদি আক্রমণ জন্য আবশ্যক হয়। কুম্ভীরের বহুতর দন্তগুলি কেবল আক্রমণ জন্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু উহারা আহার্য্য পদার্থ গ্রাস করে। মৎস্যদিগের পাকস্থলীর ধারণা ও জীর্ণকারিতা শক্তি অত্যন্ত প্রবল। কোন কোন মৎস্য অত্যন্ত লোভী, তাহারা প্রতি দিন এত অধিক পরিমাণে আহার করে, যে তাহাদের নিজের ওজনের চতুর্থাংশের একাংশ পর্য্যন্ত দ্রব্য অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারে, তাহাতেও তৃপ্তির পর্য্যবসান হয় না। উদর এত অধিক পরিপূরণ করে যে দেখিলে উহা বিদীর্ণ হইল এরূপ অনুমিত হয়, কিন্তু ক্ষণ কাল পরেই উক্ত মৎস্যকে পুনর্বার আহারানুসন্ধিৎসু দেখা যায়, ইহা শুদ্ধ পাক শক্তি বশতই ঘটিয়া থাকে। ইহারা ভোজনে যেরূপ পটু অনাহারী থাকিতেও তদনুরূপ সক্ষম, ইহারা সপ্তাহ বা মাস পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিতে পারে। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে ইহারা স্বাভাবিক আয়ু পর্য্যন্ত শুদ্ধ জলে অনাহারে বাস করিতে পারে। রণ ডিলিসিয়ান সাহেব বলেন যে তাঁহার স্ত্রী এক বার একটী মৎস্যকে গ্লাস মধ্যে কেবল জল দিয়া তিন বৎসর অনাহারে রাখেন; ইহা আরো অধিক কাল জীবিত থাকিত কি না পরীক্ষা করা হয় নাই, কারণ কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় উহা গ্লাস পাত্রের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল।

স্বর্ণ ও রৌপ্য মৎস্যদিগকে তিন চারি বৎসর শুদ্ধ জলে জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে এরূপ বিবেচিত হয়, যে দর্শক ও পরিচারকবর্গে গোপনে উহাদিগকে খাদ্য দিতে পারে, সাধারণতঃ ইহারা বিনা আহারে আবদ্ধ অবস্থায় শুদ্ধ বারি মধ্যে দুই বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তবে ইহাদের আয়ু অধিক ধরিতে গেলে, অবশ্যই ইহারা শুদ্ধ জলে আহার ব্যতীত দীর্ঘজীবন হয় না। ডেনিয়াল সাহেব বলেন যে জলে অন্যান্য ভূতের যোগ থাকায় উহা দ্বারা উদ্ভিদ পদার্থ জীবিত থাকে ও পুষ্টি সাধিত হয়, এমত অবস্থায় শুদ্ধ জলে উহা দ্বারা মৎস্যগণ জীবন ধারণ করিতে পারিবে না, ইহার কোন কারণ নাই।

মৎস্যদিগের যকৃৎ অতি আশ্চর্য্য, ইহা উদর মধ্যে থাকে, ইহা হইতে তৈল উৎপন্ন হয়।

মৎস্যের পিত্তস্থলী অত্যন্ত তিক্ত, ইহা ভিন্ন ভিন্ন মৎস্যে পৃথক আকৃতি বিশিষ্ট।

মৎস্যের হৃদয় ও বায়ুকোষ কানকুয়ায় থাকে ইহা দ্বারা বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এই যন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। মৎস্য বিশেষে ইহার আকৃতি-প্রভেদ দৃষ্ট হয়; কাহার অর্দ্ধগোলাকৃতি, কোন মৎস্যে ত্রিকোণ লক্ষিত হয়, আবার কতকগুলির চতুষ্কোণ হইয়া থাকে।

মৎস্যের সন্তাপ জল হইতে ২॥০ গুণের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। এ জন্য ইহাদিগকে শীতলরক্ত জীবশ্রেণীভুক্ত [ক]রিয়াছে। ইহাদের রক্তের লোহিত বর্ণ মৎস্যভেদে

কম বেশী দৃষ্ট হয়। কোন কোন মৎস্যের রক্তের অভাব দৃষ্ট হয়; যথা লেলিয়া মৎস্য।

মৎস্যের মলমূত্রাশয় থাকার পক্ষে অনেকে সন্দেহ করিতেন, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে ইহাদের উভয়ই আছে।

মৎস্যের বুক পৃষ্ঠ ও কর্ণকূপের নিম্নে কয়েক খানি ডানায় বিস্তর পাখ্না আছে, ইহা দ্বারা তাহারা স্বেচ্ছামতে জল মধ্যে বিচরণ করে। ইহারা যেরূপ বেগ ও দ্রুত গতি বিশিষ্ট তাহা দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পুষ্করিণীর মৎস্যের পাখনা গুলিন ক্ষুদ্র, পাতলা ও হাল্কা। কিন্তু সাগরস্থ মৎস্যের ডানা পুরু, বৃহৎ এবং সবল, ইহারা বিস্তীর্ণ ও অগাধ সাগরে যে রূপে সন্তরণ করে, এবং প্রবল ঝটিকা কালে নিরাপদে ভ্রমণ করে তাহাতে ইহাদের পক্ষের বলবত্তা অনেক অনুভূত হয়।

মৎস্যেরা অত্যন্ত বলবান। সময়ে সময়ে তিমি মৎস্য ভ্রমে কিরীচমৎস্য মস্তকস্থিত সূচলো কিরীচ দ্বারা জাহাজ ফুটাইয়া দেয় ও জলমগ্ন করে। উহা সামান্য বলের কার্য্য নহে। জাহাজের তলায় তামার পাত মারা থাকে, তাহার উপর অতিশয় পুরু কাষ্ঠ থাকে। ইউফ্রিমিয়া নামক এক খানি জাহাজ ব্রেজিল অভিমুখে গমন সময়ে এই মৎস্য কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সচ্ছিদ্র হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ কিরীচ খানি জাহাজে ভাঙ্গিয়া থাকায় মৎস্য শিরোভূষণত্যক্ত হয়। ঐ কিরীচ খানি দীর্ঘে প্রায় ১ ফুট. প্রস্থে ২ বুরুল হইবে। মৎস্যাদিগের লম্ফ প্রদান-শক্তি অতি চমৎকার, অনেক

কোন স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে এরূপ সবলে লাফ দিতে সক্ষম হয় না। কোন কোন মৎস্য শিকার লক্ষ্য করিয়া প্রবল স্রোতস্বতীর বিপরীতদিকে অবলীলাক্রমে বহুকাল অবস্থিতি করিতে পারে, ইহাতেই তাহাদের মাংসপেশীর বল অনেকটা অবগত হইতে পারা যায়।

হাঙ্গরে বহুদিবস পর্য্যন্ত জাহাজের অনুগমন করিয়া থাকে, সময়ে সময়ে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এরূপ সবেগে সহগমন করে, যে কুইভার সাহেব বলেন, বহু কাল পর্য্যন্ত এরূপ অবিশ্রান্ত ধাবনশক্তি দর্শনে এরূপ বোধ করা যায় যে ইহারা মাসাবধির মধ্যে জগৎ বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে। মৎস্যগণের পক্ষের গঠন অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ও কৌশলপূর্ণ। মৎস্যেরা যে ভূতে গতিবিধি করে তাহাদের আকর্ষণী শক্তি ঐ ভূতের অর্থাৎ জলের উক্ত শক্তি হইতে অধিক নহে, এজন্য উহাদিগকে সন্তরণ কালে নিজ ভার বহন করিতে হয় না। সামান্য গতি শক্তি দ্বারাই উহারা অবাধে স্বশরীরের সঞ্চালন, রক্ষণ কিম্বা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। এই সমস্ত কার্য্যজন্য উহাদের পক্ষগুলিন যদিচ পক্ষিগণের কার্য্য সম্পাদক সাধারণ পক্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক অপ্রশস্ত, কিন্তু উহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত; ঐ পক্ষের কৌশল-জনিত ক্রিয়া যথাস্থানে নিবদ্ধ; এবং যে মাংসপেশী সাহায্যে উহার গতি হয়, তাহাও অতীব সুবিধাজনক।

অধিকাংশ মৎস্যের বুক পৃষ্ট পক্ষ, ও পুচ্ছ ব্যতীত, অপর চারি খানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পক্ষ দৃষ্ট হয়, উহার এক কি দুই

খানি পৃষ্ঠোপরি, এক খানি কর্ণকূপের নীচে কিম্বা উদর ও পৃষ্ঠ মধ্যে সংযুক্ত আছে; ইহাতেই এই যন্ত্রের সম সংস্থান বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়।

বৃহৎ মস্তকের মৎস্য যদি কাণকুয়ার পার্শ্বস্থ পক্ষ দুই খানি ছেদিত হয় তাহা হইলে মস্তক অবনত করতঃ তলদেশে গতি করে, যদি শুদ্ধ দক্ষিণদিকের ডানা ছেদন করা যায়, তাহা হইলে মৎস্য সেইদিকে ঝুকিয়া পড়ে আর যদি দক্ষিণ দিগের অপর পক্ষ কর্ত্তন করা হয় তাহা হইলে ইহার উভয় দিগের মধ্যস্থ সমসংস্থান ভারকেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। কানকুয়ার পক্ষে বিশেষতঃ পৃষ্ঠোপরি স্থিত পক্ষে ইহা অধোর্দ্ধ গতি বিশিষ্ট হয়। ইহাদের পশ্চাৎ গমনের বাসনা হইলে সম্মুখস্থ পক্ষ সাহায্যে অক্লেশে তদ্রূপ গতি করে কোন পার্শ্বে গমনের আবশ্যক হইলে পুচ্ছ সাহায্যে তদ্রূপ গতি করে। যে দিকে গমন আবশ্যক তাহার বিপরীত দিকে পুচ্ছ সঞ্চালন করিলেই অপর পার্শ্বে পরিবর্ত্তন করে। যদি পুচ্ছ উভয় দিকে সঞ্চালিত হয় তাহা হইলে উপর্য্যুপরি অর্থাৎ অনিবার্য্যরূপে ধাবিত হয়। পুচ্ছ ছেদন করিয়া দিলে মৎস্যের গতি রহিত হয় এবং জলের গতির উপর তাহাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এজন্য অনুমান হয় অন্যান্য পক্ষ গতিসম্বন্ধে পুচ্ছের আনুষঙ্গিক সহকারী যন্ত্র মাত্র।

মৎস্যের পক্ষের ক্রিয়া পরীক্ষা করিলে আদিম কালের অসভ্য লোকদিগের দাঁড়ের গঠনের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। প্লীনি, লুকান, ষ্ট্রাবো, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক ইতিবেত্তাগণের বিবরণে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে পূর্ব্বে

কোন বৃক্ষপত্রের পাখা করিয়া অসভ্য জাতি জলে সন্তরণ করিত, ক্রমে তক্তা, পরে তক্তাশ্রেণী, শেষে ক্ষুদ্রনৌকা সাহায্যে জলপথে ভ্রমণ করিতে শিক্ষা পায়; এরূপ পোতের বিবরণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদিতেও পাঠ করা যায়। নটিলাস নামক অদ্ভুত জীবের দুই বাহু ঊর্দ্ধ করিয়া সন্তরণ হইতে মানব জাতি পাইল দ্বারা গমনের উপায় শিক্ষা করিয়াছে। নটিলাসের এক বাহু হাইলের কার্য্য করে, অবশিষ্ট বাহুগুলিনে দাঁড়ের কার্য্য করিয়া থাকে! এই জন্তুর আকৃতি হইতে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব পোতের উৎপত্তি হইয়াছে বিবেচিত হয়।

প্লীনি বলেন নটিলাস নামক প্রাণী স্বভাবের একটী অদ্ভুত বিস্ময়জনক লীলা। এই জীব সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমান্বয়ে দলে দলে ঊর্দ্ধে আগমন করতঃ আপনাদের গলনালীদ্বারা খোলের মধ্যস্থিত বারিরাশি বহির্গত করে, কারণ বারিশূন্য হইলে দ্রুত বেগে সন্তরণ করিতে পারিবে। পরে অগ্রভাগের দুই খানি হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া তাহার মধ্যকার এক খানি তরল চামড়া উভয় হস্তমধ্যে এরূপ ভাবে সংলগ্ন করে যে তাহাতে পালের কার্য্য করে এবং অপর হস্ত গুলিনের দ্বারা দাঁড়ের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে। মধ্যস্থিত পুচ্ছ হাইলের কার্য্য সম্পাদন করে এবং যে দিকে ইচ্ছা অবাধে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এবম্প্রকারে ইহারা ভ্রমণ করিতে থাকে, সম্মুখে কোন আপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে গলনালীদ্বারা প্রচুর পরিমাণে জল গ্রহণ করতঃ ডুবিয়া যায়।

লম্ফ প্রদান, মৎস্যেরা বাল্যকাল হইতে খাদ্য কীটাদি

আক্রমণ জন্য অভ্যাস করে, অনেক সময় পুষ্করিণী প্রভৃতি বদ্ধ স্থির জলাশয়ে ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন কোন মৎস্যের লম্ফ বা বিরুদ্ধ গতি এরূপ বিস্ময়জনক যে তাহারা পর্ব্বতনির্ঝরের নিম্নতর স্রোতের বিপরীত দিকে অক্লেশে গমন করে এবং প্রবল স্রোতের বিপরীত দিকে অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহ জন্য গমন করিয়া থাকে। উড্ডীয়মান মৎস্যের উড়াকে অনেকে লম্ফপ্রদান বলেন।

কোন কোন মৎস্যের ভূচরণক্ষমতা দেখা যায়; কই, গজাল, শাল মৎস্য প্রভৃতি অতি দূরে ভূপৃষ্ঠে গমনাগমন করিতে পারে। কোন নূতন পুষ্করিণী খনন করা হইলে এই সকল মৎস্য আপনারা তথায় গিয়া বাস করিয়া থাকে; বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির পর ইহারা কখন একাকী কখন বা দলবদ্ধ হইয়া উক্ত জলাশয় ত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্টে ভ্রমণ উদ্দেশে উপরে আগমন করে। তৎকালে মৎস্যধারীরা উহাদিগকে বধ করে। ভেক মৎস্যের কানকুয়া এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে তাহারাও জল ছাড়িয়া ভূপৃষ্টে ভ্রমণ করিতে পারে। গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল ইহাকে ভেক-মৎস্য বলেন। ইহার মস্তকে স্বাভাবিক একটী শুঁড় সদৃশ অঙ্গ আছে। তাহার উপরিভাগ কঠিন, দেখিতে ছিপাকৃতি; উহার নিম্নযোগস্থলে গাঁট দেওয়া থাকায় উহা চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে পারে; শুণ্ডের অগ্রভাগে এরূপ চক্‌চকে একটী পদার্থ আছে, যদ্দৃষ্টে মৎস্যগণ ভ্রমে পতিত হয় এবং উহাই ছিপের চারার কার্য্য করে। মুসো রিণার্ড সাহেব বলেন যে তিনি এক সময় এইরূপ একটী মৎস্য নিজ বাটীতে আনেন; উহা তিন

দিবস জল ব্যতীত রাখা হয়। এটী বাটীতে কুকুরের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

মৎস্য বিজ্ঞানে এরূপ অনেক কথা লিখিত হইল যাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার কোন কোন অংশ পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত হইল, স্বকপোলকল্পিত কোন উদাহরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইল না। কোন কোন মৎস্যের বৈদ্যুতিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল। কি জন্য ইহাদের বৈদ্যুতিক শক্তি অন্য জীবের অপেক্ষা অধিক তাহার রহস্য অদ্যাপি কেহ ভেদ করিতে পারেন নাই। ভূমধ্য সাগরের টরপেডো নামক মৎস্যের বিবরণ অতীব অদ্ভুত। ইহার শরীর গোলাকার, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, উপরি-ভাগে ঈষৎ বক্র, এবং মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। ইহাদের বর্ণ পাটল। গাত্রে কখন কখন পাঁচটী সমান্তরাল, গোলাকার, পাঁশুটে রঙ্গের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নভাগ, শ্বেতবর্ণ। ইহাদের আকৃতি ও পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণতঃ ইহারা ২ ফুট লম্বা হয়, এবং ওজনে এক মণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই মৎস্য স্পর্শমাত্রই শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হয়, এজন্য ইহা অত্যন্ত বিখ্যাত। অজ্ঞ লোকে ইহাকে যাদুমৎস্য মনে করিয়া থাকে। ইহার সমুদায় দেহ শুদ্ধ চর্ম্ম ও আঁইষ দ্বারা আবৃত। ইহাদের দেহে অন্যান্য পদার্থ দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা এই দুই প্রকার পদার্থের অন্যতরের ভিন্না-কৃতি মাত্র। ইহাদের দেহের নিম্নে একটী সতেজ ঝিল্লিবৎ আবরণ আছে, উহাকে Corium বলে, আর বহিরাবরক

ঝিল্লিকে কিউটিকিল Cuticle বলা যায়। এই দুই চর্ম্মের মধ্যে যে পদার্থ আছে তাহা নানাবিধ বর্ণের, এবং শল্ক ও উপরের চর্ম্মের মধ্যে শোভা পায়, উহাতেই মৎস্যের বর্ণ-ভেদ দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র ও স্বল্প আঁইষ বিশিষ্ট মৎস্যের নিম্নাবরণ পুরু, আর বৃহৎ আঁইষ বিশিষ্ট মৎস্যের পাতলা ও পিচ্ছিল।

অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ইহাদের আঁইষও অন্যান্য মৎস্যেব আঁইষ অপেক্ষা ভিন্নাকৃতি। পর পর রক্ষিত না হইয়া ইহা ক্রমান্বয়ে বা উপর্য্যুপরি থাকে। প্রায় সকল প্রকার মৎস্যেরই আঁইষ আছে, মদ্‌গুব, শৃঙ্গী প্রভৃতি মৎস্যের আঁইষ নাই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহা এত ক্ষুদ্র যে নয়নগোচর হয় না। মৎস্যের আঁইষ সুন্দররূপে ও পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত হওয়ায় উহাদিগের অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করে। আব ইহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়, এমন কি একই শ্রেণীর মৎস্যে গঠনের তারতম্য দৃষ্ট হয়। মৎস্যের মস্তক, মুখ ও গলচর্ম্ম হইতে যে চর্ম্ম বৃদ্ধি হয় তাহাকে ধীবরেরা উহাদের দাড়ী কহে। কোন কোন সামুদ্রিক মৎস্যে উহা এত লম্বা হয় যে সময়ে সময়ে উহাদের দেহের পরিমাণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ দেখা যায়। দেহোপরি একটী ঝিল্লিবৎ পিচ্ছিল পদার্থ থাকায় তাহাদিগের শরীরে জল প্রবেশ করিতে পারে না, এবং পিচ্ছিলতা জন্য ইহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে অবলীলা ক্রমে পলাইতে পারে। যাঁহারা ছিপে মাছ ধরেন এতথ্য তাঁহারা বিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। এই পিচ্ছিল ঝিল্লিবৎ পদার্থ উহাদের আঁইষের মধ্যস্থিত

সামান্য ছিদ্র হইতে নির্গত হয়। মৎস্যের চর্ম্ম হইতে ঘর্ম্মের ন্যায় রস বহির্গত হয়। বাবিতে মৃত্যু হইলে এই ঝিল্লি পচায় উহাদেব দেহ শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। মৎস্যেব সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাবা লুক্কাযিত অবস্থায় জীবন যাপন কবে বলিযা এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীব মৎস্যের সন্তানউৎপাদনশক্তির পার্থক্য থাকায উহা সহজে উপলব্ধি কবা যায না। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ ইহাদের জননেন্দ্রিযকে দুই ভাগে বিভক্ত কবেন। ১ম স্বতন্ত্র জননেন্দ্রিয, ২য়, মিশ্র জননেন্দ্রিয়। ইহাবা নিভৃতে জল মধ্যে মানবেব অগম্য স্থানে বাস করে বলিয়া, এ সম্বন্ধে অদ্যাপি প্রাণিবেত্তাদিগের মধ্যে মত-ভেদ আছে, এজন্য এ বিষয বিস্তৃতরূপে লেখা গেল না।

প্রথম প্রকাব ইন্দ্রিয বিশিষ্ট মৎস্য বর্ষাগমে নূতন জলে বিহার কবিয়া স্রোতোমুখে ডিম্ব প্রসব কবে, পরে উহা কি উপায়ে কোন্ স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে সযতনে বক্ষা কবে, তদ্বিষয়ে অদ্যাপি কোন স্থির মত প্রকাশিত হয নাই। তবে এই মাত্র জ্ঞাত হওযা গিয়াছে যে, মৎস্য-মাতার অপত্যস্নেহ আছে, ইহারা অতি সাবধানে ও সতর্কতা-সহকারে ডিম্ব বহির্গত করে ও শাবকদিগকে মাতৃবৎ লালন পালন কবে। শৈশবাবস্থায় ইহাদের বহুতব শত্রু থাকায় ইহাদিকে রক্ষা করা অত্যন্ত আযাসসাধ্য, এমন কি শাবকের পিতৃগণও অবসর পাইলে স্বীয় উদর পূরণ জন্য সন্তানগুলি ভক্ষণ করিতে ইতস্ততঃ করে না! আমাদের দেশে এই

অত্যাশ্চর্য্য মৎস্যস্বভাব অবগত হইবার কোন উপযুক্ত উপায় নাই, ইহা কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়!

মৎস্যের বুভূক্ষা অতি আশ্চর্য্য। কোন কোন মৎস্যের আহারে বাসনা এত প্রবল যে তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়; আবার কোন কোন মৎস্যের বুভুক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয় না। স্বভাবের আশ্চর্য্য গতি এই যে, প্রলোভী এবং অখাদ্য মৎস্যের অল্প পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি পায়, নচেৎ সাগর এত কাল জীবিত প্রাণীর যমালয় হইত। অতীব আশ্চর্য্য এই যে আমাদের আহার্য্য মৎস্যের বংশ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং আমরা উহা সদা সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া আহার লালসা পরিতৃপ্ত করি।

মৎস্যসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় নদনদীসমুদ্রেই থাকুক কিম্বা পালিত অবস্থায় পুষ্করিণী, তড়াগাদিতেই অবস্থান করুক, পীড়িত হইয়া থাকে। তাপের হ্রাসবৃদ্ধিনিবন্ধন উহারা রোগাক্রান্ত হয়, এ জন্য পুষ্করিণীর জলের তাপ-বৃদ্ধি হইলে সময়ে সময়ে মৎস্যের মৃত্যু হয়; অল্প জলে থাকিলে উহারা শীতে বা উত্তাপে সহসাই মরিয়া যায়। সময়ে সময়ে উহাদেব শরীরস্থকীটে উহাদিগকে ভক্ষণ করে। আমাদের শরীরে যেরূপ কৃমি প্রভৃতি কীট আছে, উহাদের দেহ-মধ্যেও তদনুরূপ সহজাত কীট আছে; উহা অধিক জন্মিলে কিম্বা বৃদ্ধি পাইলে মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করে। সময়ে সময়ে আমাদের দেশে মৎস্যে যে কীট দেখা যায়, উহা ঐ সহ-জাত কীট। মৎস্যের দেহোপরি এই রূপ অনেক কীট

অবস্থান করে, তাহাদের আকৃতিও বহুবিধ। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে মৎস্যগণ গতজীবন হইলে, ক্রমে মস্তক অবনত ও পুচ্ছ ঊর্দ্ধ করিয়া বারিমধ্যে নিম্নাভিমুখে পতিত হয়, পরে জলোপরি চিৎ হইয়া ভাসিয়া উঠে। ক্রমে পচিতে আরম্ভ হয়, এবং আঁইষগুলি আপনা হইতে স্খলিত হইতে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

—০—

মৎস্য-বিবরণ।

মৎস্য-বিবরণ জ্ঞাত হইতে গেলে প্রথমতঃ তাহাদের আকৃতি, শরীর, তাহাদের স্বাদ বা বিস্বাদ, তাহাদের জাতীয় প্রভেদ, ভ্রমণশক্তি ও আহার্য্য বস্তুর বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক।

মৎস্যের সাধারণ নাম এখানে পর্য্যয়ক্রমে লেখা গেল। পৃথুরোমা, ঝস, ঝষ, মীন, অণ্ডজ, বৈসারিণ, বিসার, শকলী, শল্কলী, আত্মাশী, সাম্বর, মূক, জলেশয়, কণ্টকী, শল্কী, মচ্ছ, অনিমেষ।

মৎস্যের অবয়ব ভিন্নাকৃতি, ইহা দর্শন করিলে মহান জগদীশ্বরের অসীম শক্তি ও অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়; ইহা দর্শন, শ্রবণ ও পাঠ করিয়াও আমরা মোহ বশতঃ সেই জগৎ পিতার অনন্তজ্ঞান ও অসামান্য সৃষ্টিকৌশলের বিষয় একবার ভ্রমেও চিন্তা করি না। কোন

মৎস্য সংকুচিত কোনটী প্রস্থত, কোনটী দীর্ঘ, কোনটী অণ্ডাকৃতি, কোনটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কোনটী পঞ্চভুজাকৃতি (Pentagonal)। অধিকাংশ মৎস্য দীর্ঘ অণ্ডাকৃতি, ইহাদের মস্তক স্থচাল; শরীর ক্রমশঃ পুচ্ছের দিকে সরু হইয়া আসিযাছে, দেহ এরূপ ভাবে গঠিত যে ইহারা বারিমধ্যে বিনা বাধায় সহজে ধাবিত হইতে ও সন্তবণ করিতে অনেক সময পারে। উল্লিখিত আকৃতিবিশিষ্ট মৎস্য হইতে ভিন্নাকৃতি মৎস্য দৃষ্ট হইযা থাকে, এজন্য এখানে সামুদ্রিক এবং দেশজ কয়েকটী ভিন্নাকৃতি মৎস্যের নাম করা গেল। ইহাদেব প্রতিমূর্ত্তি দিতে পারিলে সাধারণের তৃপ্তিকর হইত এবং অনেক পরিমাণে কুতূহলও নিবারিত হইত, কিন্তু প্রথম সংস্করণে উহা দেওযা গেল না, যদি এই পুস্তক সাধারণের মনোমত হয, তবে দ্বিতীয সংস্করণে যথা স্থানে প্রতিকৃতিগুলি সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিব।

সামুদ্রিক মৎস্যাকৃতি যথা।—টরপেডো মৎস্য—ইহার মুখ চক্রাকার, শরীরের উভয পার্শ্বে দুইখানি ক্ষুদ্র পক্ষ আছে। দেহ ক্রমে সরু হইয়া স্বাভাবিক মৎস্য-পুচ্ছের ন্যায় দৃষ্ট হয। ইহারা সন্তরণে তাদৃশ পটু নহে কিম্বা সৌন্দর্য্য জন্য তত বিখ্যাত নহে। এন্‌জেল মৎস্যও প্রায় এইরূপ আকৃতির, তবে ইহার মুখমণ্ডল গোলাকার নহে, ইহার মুখের উভয় পার্শ্বের ডানাদ্বয় কোণবিশিষ্ট। গোল ডিওডন্ মৎস্যের পাখাগুলি ক্ষুদ্র ও চক্রাকার, আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষগুলি দ্বারা ইহারা এরূপ অপূর্ব্ব কৌশল ও বেগ সহকারে গতি বিধি করিয়া থাকে এবং সন্তরণ

করে, যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ক্ষুদ্র সূর্য্য-মৎস্য দেখিতে অতি চমৎকার, এই মৎস্যকে মুখসর্ব্বস্ব মৎস্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের গোলাকার মুখের পশ্চাৎ ভাগেই এক খানি গোলাকার পক্ষ সংযুক্ত আছে। পুচ্ছ নাই, তবে মুখের উভয় পার্শ্বে দুইখানি ক্ষুদ্র পাখা আছে; তাহা দ্বারাই ইহারা এরূপ ভাবে গতি বিধি করে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ষ্টাইলিফোরাস মৎস্য আবার অতিশয় দীর্ঘ। ইহার দেহ এত লম্বা যে দেখিতে সর্পের ন্যায় বোধ হয়। নাদেয় ও স্বাদু জলজ মৎস্যের মধ্যে রোহিতের আকৃতির ন্যায় অনেক মৎস্যের আকৃতি, তবে বাইন, পাঁকাল, গুলে প্রভৃতি মৎস্যগুলি সর্পাকৃতি। চাঁদা মৎস্য গোলাকৃতি। পাঙ্গাস জাতীয় টেঙ্গরা, কাইন প্রভৃতি মৎস্য ভিন্নাকৃতি, এবং তপস্বী মৎস্যের অন্য অবয়ব। মৎস্যের পৃষ্ঠ ও উদরের আপেক্ষিক পরিসর অনুসারে তাহাদিগকে চেপ্‌টা বা লম্বা বলা যায়। যে মৎস্যের পৃষ্ঠ ও উদর অন্যান্য স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত তাহাকেই চেপ্‌টা মৎস্য বলে। যে মৎস্যের অন্য অবয়ব পৃষ্ঠ ও উদর হইতে প্রশস্ত তাহাকে লম্বা মৎস্য বলে।

কোন মৎস্যের আকৃতি অৰ্দ্ধকচ্ছাকৃতি। যাহার মধ্যস্থল মোটা মুখ ও পুচ্ছ উভয়দেশ ক্রমশঃ সরু তাহাকে অণ্ডাকৃতি মৎস্য বলে।

যাহার পৃষ্ঠদেশে ২।৩ টী উচ্চ উচ্চ মাংসপিণ্ড আছে তাহাকেই সপৃষ্ঠক বলে।

যে মৎস্যের গাত্রে আঁইষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দৃষ্ট হয় না, তাহাকেই আঁইষশূন্য মৎস্য বলে; যথা মদ্গুর, শৃঙ্গী, বাইন, পাঁকাল ইত্যাদি, আর যাহাদের শরীরে আমিষগুলি বড় বড়, তাহাদিগকে আঁইষযুক্ত মৎস্য বলে, যথা; রোহিত, মৃগাল, ভেটকী, ইল্লিশ, ভাঙ্গন ইত্যাদি।

সাধারণতঃ মস্তক, মুখ, এবং পুচ্ছ দৃষ্টে ইহাদিগকে বিভাগ করা হয়, কোন মৎস্যের মস্তক দীর্ঘ, কাহার প্রশস্ত, কাহার সূচাকৃতি; যথা, কিরীচ মৎস্যের মুখ একখানি অর্দ্ধ-হস্তপরিমিত কিরীচের ন্যায়।

কোন মৎস্যের মুখ গোল, বা দীর্ঘ, করাত মৎস্যের দন্ত গুলি করাতের দন্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

পুচ্ছ অনেক প্রকার; কোন মৎস্যের ইহা গোলাকার, কাহার একটী (angle) কোণ বিশিষ্ট, কাহার বা পুচ্ছদেশে পাখা নাই, কাহার বা ছাড়া ছাড়া পাখা।

মৎস্যগণকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা ১ম; যাহারা সমুদ্রে বাস করে, ২য়; যাহারা লবণাম্বু নদী, খাল ইত্যাদিতে বাস করে, ৩য়; যাহারা শুদ্ধ নির্ম্মল জলাশয়ে যথা, দীর্ঘিকা, তড়াগ, সরোবর বা নদী ইত্যাদিতে বাস করে, আর ৪র্থ; যাহারা উভয় প্রকার জলে বাস করে।

লবণাম্বুবাসী সাগরস্থ মৎস্যের আকৃতি অত্যন্ত বিশাল এবং বৃহৎ পরিমাণ। কিন্তু লবণাম্বু নদীতে অনেক ক্ষুদ্র মৎস্য দেখা যায়। ইহাদের গঠন-প্রণালীর কিঞ্চিৎ তার-তম্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু শারীরস্থানবিদ্যাবিৎ মহোদয়গণ উক্ত

উভয় প্রকার জলবাসীদের মধ্যে শরীরগত কোন প্রভেদ দেখিতে পান না। বারিধির গভীরতা ও অসীমতা প্রযুক্ত তদ্বাসী জন্তুগণের দেহও অত্যন্ত বৃহৎ। হিপোপটেমাস ও কুম্ভীর, যাহারা স্বাদু জলের শক্র ও বৃহৎ অবয়ব জন্তু, তাহার সামুদ্রিক ভয়াবহ প্রাণিহন্তা জন্তুর তুলনায় অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বলিয়া বোধ হয়।

নিত্য আহার্য্য ও বাণিজ্য বিষয়ে লবণাম্বু-মৎস্য অন্যান্য জলজ মীনাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহৃত হয়। সাগরস্থ মৎস্যের স্বভাব, শক্তি এবং ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

কতকগুলি মৎস্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় সমুদ্রে বাস করে; তাহাদিগকে পেলেজিক বলে। কোন কোন মৎস্য নিয়ত তীরে বিচরণ ও অবস্থান করে; সেগুলিকে লিটোরাল বলা যায়। কতকগুলি সমুদ্রের সমীপস্থ বা গর্ভস্থ পাহাড়ে বাস করে।

কোন কোন মৎস্যকে জলজাত উদ্ভিজ্জাদি মধ্যে বাস বা বিচরণ করিতে দেখা যায়। অন্যান্য কতকগুলি বালুকার মধ্যে বাস করে।

কোন কোন মৎস্য সমুদ্রোপরি বা তন্নিকটে সন্তরণ করিয়া কাল হরণ করে, অপর গুলি অগাধ জলধির গভীর জল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

নদী, খাল, নির্ঝরে অনেক গুলি মৎস্য বাস করিতে ভালবাসে।

নিয়তস্বাদুজলবাসী মৎস্যের লবণাম্বু মৎস্যের সহিত

তুলনা হইতে পারে না। মৎস্যধারিগণ লবণাম্বুজ মৎস্য ধারণের ব্যবসা করে। এবং লবণাম্বুতে উহা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বড়িশীতে মৎস্য ধরা স্বাদু জলাশয়েই অধিক হয়।

লবণ ও স্বাদু উভয় জলের মৎস্যই আমাদের দেশে অনেক দেখা যায়; তন্মধ্যে শৃঙ্গী, পাকাল, মদ্গুর, চিঙ্গিড়ী, ভেক্টী, বেলে, খয়রা, চেলা, ভাঙ্গন, রেখা, রুচো ইত্যাদি।

কোন কোন মৎস্যের জিজীবিষা এত প্রবল, যে শত্রু হইতে পরিত্রাণ বাসনায় একাকী বাস করিতে ভাল বাসে। স্বাদু জলের মৎস্য অনেকে একত্রে বাস করিতে ভাল বাসে, এমন কি অনেক সময় তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিহার করিয়া বেড়ায়। শৈশবাবস্থায় ইহাদিগকে অধিক সময় একত্র দলবদ্ধ হইয়া সন্তরণ করিতে দেখা যায়। শাল মৎস্যের পোনা চরাণ দেখিতে অতি সুন্দর। রোহিত মৃগেল ও কাৎলা মৎস্যের শাবকগণের ভাদ্র আশ্বিন মাসে পুষ্করিণীতে দল বাধিয়া সন্তরণ দেখিতে আশ্চর্য্য। নির্জ্জনবাসী মৎস্যের মধ্যে অনেকে প্রয়োজনানুসারে এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে বাস করে, অনেকে নিজের দৌর্ব্বল্য হেতু, শত্রু হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার মানসে, গুপ্তস্থানে একাকী বাস করে। অধিকন্তু এরূপ বাস করায় আহারীয় বস্তুর ভাগ দিতে হয় না।

মৎস্যের ভ্রমণ-শক্তি অতি প্রবল। ইহাদের, স্থানে স্থানে ভ্রমণ-বাসনায় সময় সময়, এত অধিক সংখ্যককে দেখা যায় যে এবিষয় সবিস্তর জানা আবশ্যক।

মৎস্যেরা পক্ষীর ন্যায় দূর স্থানে বিচরণ করে। ইহারা সমুদ্র হইতে স্রোতস্বতীতে উঠিয়া কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত অবাধে ভ্রমণ করিতে থাকে; এবং অন্য প্রাণী কর্ত্তৃক হত বা মৎস্যধারীদিগের দ্বারা ধৃত না হইলে, ইহারা স্রোতস্বতীর শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে বিচরণ করিয়া প্রত্যাগমন করে। কোন কোন মৎস্য শীত ঋতুতে গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে গমন করত বাস করে, পুনর্ব্বার গ্রীষ্মাগমে শীতপ্রধান স্থানে আসিয়া বাস করে। সমুদ্র-মৎস্য বর্ষাগমে প্রবল স্রোতস্বতীতে উঠিয়া আইসে। ইলিশ মৎস্যকে এরূপ মৎস্য বলে, এজন্য এই মৎস্য জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মৎস্য শীত কালে সমুদ্রে গিয়া বাস করে, এজন্য শীত কালে সমুদ্র নিকটস্থ নদীতে মৎস্য অধিক পরিমাণে ধৃত হয়। অনেকে এরূপ বলেন যে, বর্ষাকালে যে সমস্ত মৎস্য নদীতে ঊর্দ্ধে আগমন করে, তাহার মধ্যে যে গুলি জীবিত থাকে, তাহারাই, শীতাগমে নদীর জল হ্রাস হওয়ায় ক্রমশঃ অগাধ জলধি অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আর তৎকালেই সাগরসমীপস্থ নদীতে উহাদিগকে সহজে ধরা যায়। ইহাদের, বাস-স্থান ত্যাগ পূর্ব্বক, স্থানে-স্থানে ভ্রমণের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যুক্তি দর্শান। কাহার কাহার মতে ইহারা স্বীয়, অবোধ্য, স্বাভাবিক জ্ঞান অনুসারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে; কেহ বা উহাদের খাদ্যাদির অনুসন্ধানই এরূপ ভ্রমণের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কেহ বা ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন তাপবিশিষ্ট স্থানে আগমনাভিলাষকেই ভ্রমণের কারণ বলিয়া মনে করেন। আবার

অনেকে এরূপ সাব্যস্ত করেন যে স্রোতোমুখে ডিম্ব প্রসব করনার্থই ইহারা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতে আগমন করে। এ বিষয়ে মতভেদ থাকায় আমরা ইহার কোন একটীকে কারণ স্থির না করিয়া সকলগুলিকেই যুক্তিমূলক বোধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

মৎস্যেরা অন্যান্য জন্তুর ন্যায় নানা প্রকার খাদ্য আহার করে। কতকগুলি মৎস্য অন্যান্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে.এবং অন্য মৎস্য ভক্ষণ করে। এজন্য তাহা- দিগকে মাংসাশী বলা যায়। ইহারা জীবিত বা মৃত প্রাণী মাত্রেরই ভক্ষণে পটু।

অধিকাংশ মৎস্যে কীট ও পতঙ্গাদি ভক্ষণ করে। অন্য কতকগুলি জলজাত উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করে।

যদিচ এক এক জাতীয় মৎস্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বস্তু ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ইহারা সর্ব্বভূক, অনেক মৎস্যেই যাহা উপস্থিত প্রাপ্ত হয় তাহাই ভক্ষণ করে। কোন কোন মৎস্যে ফল মূল শস্য ভক্ষণ করে, অন্ন প্রায় সকল মৎস্যেই আহার করে।

মৎস্যের বুভুক্ষা অত্যন্ত প্রবল ইহারা সর্ব্বদাই ভোজন করিতে ভাল বাসে। কিন্তু আবার ইহারা খাদ্য ব্যতীতও অধিক কাল প্রাণ ধারণ করিতে পারে।

কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ মৎস্যের আয়ুর পরিমাণ অধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এমন কি কোন মৎস্য ৪০।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে এরূপ বিবেচনা করেন। মতান্তরে ক্ষুদ্র মৎস্যের দুই বৎসর কাল মাত্র পরমায়ু।

এ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, তবে সকলে এই সাব্যস্ত করেন যে মৎস্যেরা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। কশ্বী গ্রামের সিফনার সাহেব বলেন যে পাইক নামক এক মৎস্য ২৬০ দুই শত ষাইট বৎসর কাল জীবিত ছিল, আর ক্রাপ নামক একটী মৎস্য ২০০ বৎসর জীবিত ছিল। ইহাদের দীর্ঘ জীবনের বিষয় নিশ্চয় জ্ঞাত হইতে পারিলে আমাদের বিস্তর উপকার হয়। সহসা ইহা অবিশ্বাস করাও অন্যায়, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

ভবানীপুরের জলটুংঙ্গির পুষ্করিণীতে, ঘুঘুডাঙ্গার সাতপুকুরে এবং বর্দ্ধমানের শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র, রাণীসায়র ও কোমল দীঘি প্রভৃতিতে বিস্তর পালিত মৎস্য আছে, ইহা দেখিতে আশ্চর্য্যজনক। গোলাপবাগ ও নজরবাগে এরূপ মৎস্য দেখা যায়, যাহার নাকে নলক ও মাকড়ি দেওয়া আছে, উহাও দেখিতে আনন্দজনক। দর্শকেরা অনেক সময় ঐ সমস্ত মৎস্যকে খাদ্য বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিয়া উহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করেন। ভয় প্রযুক্ত প্রস্থান না করিয়া নির্ভয়ে আহার করিতে থাকে। ইহারা পালিত জীবের ন্যায় মনুষ্যের সন্নিকটস্থ হয়। আমেরিকার Massachusetts ম্যাসাচুসেট্‌স প্রদেশের সেণ্ডউয়িচ নগরে এফ, এইচ, বারগেস নামক একটী স্ত্রীলোক এক হ্রদকূলে বাস করিয়া হ্রদস্থ মৎস্যগুলিকে এরূপে পালিত ও বাধ্য করিয়াছিলেন যে জল আলোড়ন করিবামাত্র শত শত বৃহৎ মৎস্য সংকেতানুসারে দ্রুত বেগে কূলাভি-

মুখে ধাবিত হইত এবং হস্তস্থিত রুটি ভক্ষণ করিত; তিনি কচ্ছপদিগকে তীরে আনিতেন, এবং ইল্‌নামক মৎস্যের গায়ে হাত দিলেও ভয় পাইত না। কিন্তু বারি হইতে উত্তোলন করিবার জন্য যত্ন করিলে প্রস্থান করিত।

মৎস্য বিবরণ।

মৎস্য বহুবিধ। তাহাদের বিবরণ যত দূর সংগ্রহ হইয়াছে তাহাই নিম্নে প্রকাশ করা গেল। ইহাতে সমুদ্রভব, সরস্তড়াগভব ও নাদেয় প্রভৃতি দেশী ও বিলাতি মৎস্যের নাম ও খাদ্যমৎস্যের গুণ লেখা গেল। অন্যান্য জল-জন্তুর নামও তালিকায় প্রকাশ করা গেল।

অ

অল্পহিঃ

অম্বু কণ্টক, কুম্ভীর।

অম্বুকীশ—শিশুমার, শুশুক, অম্বু কূর্ম্ম।

অম্বুসর্পিণী—জলোকা, জোঁক।

অর্দ্ধসমর—ক্ষুদ্র মৎস্য, দাঁড়িকা, দণ্ড পাল।

অপত্যশত্রু—কর্কট।

অবহার—হাঙ্গর, অসি-দংষ্ট্রী।

আ

আমাদি দে

আইড়—আড়ি, দে

আমলেট্ ঐ

আড়িয় (চিরুনির ন্যায় আকৃতি)

আমকবাতি। (খয়রা জাতি)

আঁস বাটা—আঁস ভাঙ্গান (লালবর্ণ)।

ই

ইচলা—চিঙ্গড়া, নলমীন, চিলিচিম দে

ইছা ঐ

ইল্লিশ—অতি মিষ্টতা প্রযুক্ত মৎস্য মধ্যে প্রধান।

ইলীশ—বারিকপূর, গাঙ্গেয়, শফরাধিপ, জলতাল।

ইহার গুণ—পিত্তশ্লেষ্মা ও অগ্নিবৃদ্ধিকর, মধুব ওমনোজ্ঞ, শুক্রবৃদ্ধিকর, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, নিত্য পরিশ্রমশীল ব্যক্তির পক্ষে হিত জনক।

ঈ

ঈল্

উ

উচ্চিকুট, তৃণগড় মৎস্য

উদ্র, জলজন্তু বিশেষ। উদ্বিড়াল।

উড্ডীয়মান মৎস্য।

উলুপিন্, চ্যাঙ, লিগুক।

এ

এঁজে (সর্পাকৃতি ৪।৫ হস্ত লম্বা) দে

এলঙ্গ—বায়কড়া, রায়খাঁড়া।

এলঙ্গ (ভাষা),

গুণ যথা ;—শুক্রবৃদ্ধিকব, ধারক, মধুব, বৃষ্য, সংগ্রাহি, কফবাতনাশক, মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধিকর, পুষ্টিকর, শীতল, গুরুপাক, শ্লেষ্মা পরিস্কারক।

(ক)

কই,

কঙ্কত্রোট—কাঁকিলা মৎস্য কঙ্কত্রোটি।

কচ্ছপ—কাছিম ইতি ভাষা। কূর্ম্ম, কমঠ, গূঢ়াঙ্গ, ধরণীধর, কচ্ছেষ্ট, পল্বলাবাস, কঠিন-পৃষ্ঠক।

ইহার স্ত্রীর নাম কুমঠি, ডুলি।

গুণ যথা।—বাতহব, শুক্র-বৃদ্ধিকর, চক্ষুহিতজনক, বল-বৃদ্ধিকর, মেধা ও স্মৃতি কর, শোথের দোষ নষ্টকর। ইহার চর্ম্ম পিত্ত নাশক, এবং পাদ কফহারক।

কজ্জলী।—কজ্জলা, অসন্তা।

কণ্টকাষ্টীল।— কুলীশ।

কণ্টকী

করণ্ডী

কর্ণমল—কাননি মাচ্। গুণ—অজীর্ণ রোগে শ্লেষ্মাকর।

করয়ী।—কয়ী, কই, ক্রকচপৃষ্ঠী। কবজী।

গুণ—শুক্রকর, গুরুপাক, মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, বায়ু ও কফ ও পিত্ত নাশক, রুচিকর, ও পুষ্টিকর। কেহ কেহ বলেন কিঞ্চিৎ পিত্তবৃদ্ধি করে।

কাঁকলিয়া।

কাকোচিক—কাকোচী, কাউচি ইতি ভাষা।

কাতর—কাতল, কাতলা মৎস্য। দে

কুচিক—কুঁচিয়া। কুঁচে।

কুঞ্জিশ—গুণ যথা।—মধুর, মনোজ্ঞ, কষায়, অগ্নিবৃদ্ধিকর, বলকর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, ধারকগুণবিশিষ্ট, মুখপ্রিয়, বাতরোগে হিতকর।

কুড়িশ—কুড়চি মাচ।

গুণ যথা।—মধুর, মনোজ্ঞ, কষায়,—

লঘু, স্নিগ্ধ, বাত রোগে পথ্য, মুখপ্রিয়, বলকর, কফজনক।

কুম্ভীল—শাল মৎস্য, শ্যাল।

কুম্ভীর—কুম্ভীল, মৎস্যাদি যে গ্রহণ করে, গিলগ্রহ, মহাবল, নক্র, কুমীর।

কুলাট—ক্ষুদ্র মৎস্য। দে

কয়লা,কাদা চিঙ্গড়া (অতিক্ষুদ্র) কাঁঠালকুশি।
কেশ, কুঁচে।
কাইন, কাঁকড় ভাঙ্গন।
কাঁকল, কাঁটা আল, (হাঙ্গরাকৃতি জন্তু)
কালবোশ কুপানি
কেরাল পাতা, কড মৎস্য
কাঁকলেশ, কিরীচ মৎস্য, কবাত মৎস্য।
কই ভোলা,
কামঠ—
কেটো চাঁদা,
কাট রুই,
কটা ভোলা,
কর্কট,—কাঁকড়া, কুলীর, কর্কটক,।
কাঠা।—

(খ)

খয়েরা। খলিশ—খলিশা মাচ্ ইতি ভাষা।
খয়কুল্যা। খলেশ, কঙ্ক ক্রোট, খলশেয়, খল্লিশা,
খলিশ। খশেট। গুণ যথা। ধারক, কষায়, বায়ু
খজ্জা মৎস্য। কোপিতকর, রুক্ষ, লঘু, শূলরোগবৃদ্ধিকর,
এবং বিষদ। কিঞ্চিৎ আম বিনাশক।

(গ)

গুড়গুড়ে, গুড়গুড়ী গবয়ী—গবই মাচ। গড়ুই।
গবক, শাকুনাডক।
গজাল। মধুর, স্নিগ্ধ, বাত-নাশক ও কফকর। গুণ—
মধুর, কষায, বাত পিত্ত ও কফনাশক। রুচি, বলবীর্য্যাকর। লঘুপাক, অগ্নিবৃদ্ধিকর।
গুলে।
গুঁতে।
গল্দা চিঙ্গড়ে।

গড়ুই। গর্জক—গজাড়, শাল, শালজ।
গল গলে। (টেপামৎস্যাকৃতি) গর্গর। গাগরা ইতি ভাষা।
গবচা। মধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক,
গচি। (হাঁ বড়)
গুতে। (বাইন মৎস্যাকৃতি)
গাগরা।
গুঁদি পাবশে।
গোদা চিঙ্গড়ে।
গাং চিঙ্গড়ে।
গর্গাট—যোগ নাবিক।
গল—গড়ক, গলক।
গলানিল—গঙ্গাটেয, গলানিক, গলাবিল।
গবাচী।—পাঁকাল ইতি ভাষা।
গুণ—অজীর্ণকর, গুরুপাক, শ্লেষ্মাপ্রকোপকর।
গাঙ্গট—চিঙ্গড়ি মাচ।
গঙ্গাটক—গাঙ্গটমৎস্য। গাঙ্গটেয়।
গ্রাম্য মদ্গুরিকা—শৃঙ্গী মৎস্য। গ্রাম মদ্গুরিক।

(ঘ)

ঘট ঘটে (ভাকুট মৎস্যাকৃতি)
ঘুরে টেংরা—
ঘাড়কাটা ঝেঙ্গা।
ঘুসা চিঙ্গড়ি।

(চ)

চাঁদা, চিতল, চিঙ্গড়া, চাঁচি চুনা (অতিক্ষুদ্র), চুনা, চেলা, চুঁচড়া, চোটা বেলে।

চ্যাঙ—চ্যাঙানি চেঙ্গো, চাকন্দ, খয়েরা। চ্যাঙ, চেঙ্গ,—রুচিকর, নেত্ররোগনাশক, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ।

চেঙ্গা

চুমরি ভোলা,

চিতই কাঁকড়া,

চড়িঙ্গে (রৌদ্রে রাখিলে সূক্ষ্ম হইয়া যায়)।

চাপড়া চিঙ্গড়ে।

চন্দক—চাঁদা ইতি ভাষা।

চন্দ্রকো।

কফজনক, রুচিকর, বলকর।

চন্দ্রকলা—বাচা মৎস্য।

চন্দ্রক—চাঁদামাচ। কফজনক, মধুর, বলবৃদ্ধিকর।

চলৎপূর্ণিমা, চন্দ্র চঞ্চলা, চন্দ্রিকা।

চলদঙ্গ—চেঙ্গ মাচ। চলদঙ্গক। কফজনক, রুচিকর, বাত রোগে উপকারী।

চম্পকুন্দ—চাঁদকুড়া ইতি ভাষা।

চিঙ্গট—গল্লা চিঙ্গড়া, মোচা চিঙ্গড়া, মহাশল্ক, বৃহচ্ছল্ক, চিঙ্গড়া।

গুণ। গুরুপাক, ধারক, মধুর, বলবৃদ্ধিকর, মেদ পিত্ত ও আম নাশক, শুক্রকারক, রুচিকর, কফ ও বাত রোগ উৎপত্তি কারক।

চিঙ্গটী—ঘুষা চিঙ্গড়ি।

গুণ—মধুর, মনোজ্ঞ, বাতরোগ নাশক, শ্লেষ্মাকর, গুরুপাক।

চিত্রফল—চিতল ইতি ভাষা। চিত্রফলক।

গুণ। স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকর, বাতনাশক, গুরুপাক, কফ কুপিত করে ও অজীর্ণ করে।

চিত্রফলা—ফলুই ইতি ভাষা। রাজগ্রীব, ফলকী, মহোন্মদ।
অভিষ্যন্দী, কফজনক।

চিত্র বাদল—পাঠীন মৎস্য।

চিত্র বল্লিক—বাদল মৎস্য।

চিলিচিম—বালিয়া গড়ক, ইশ্বাক, নলমীন, চিলীচিমি, চিলীচিম, চিলিচীম, চেলিচীম, চিলীম, চিলিমীনক, চিলিচীমি, কবল, বিলোটক। চেঙ্গো ইতি ভাষা।

চিলিচিম মৎস্যের শরীরে আঁইস আছে, সর্ব্বাঙ্গে লোহিত বর্ণ রেখা এবং রোহিত মৎস্যের আকৃতি বিশিষ্ট; ইহা প্রায়ই কর্দ্দম মধ্যে অবস্থান করে।

গুণ—লঘুপাক, রুক্ষ, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, বায়ুবৃদ্ধিকর ও কফনাশক।

চুলুম্পী—উৎপল মৎস্য, শিশুমারাকৃতি জলজন্তু।

চুল্লকী—শিশুমার।

(ছ)

ছিলিন্দে,

ছেলোট,

ছাটনা চিঙ্গড়ে,

ছাগলক—মৎস্যবিশেষ, ছাগলশ্চ। আকৃতি—শ্বেত, সমদীর্ঘ, গোলাকার, আঁইস শূন্য, গলে দ্বিকণ্ঠ; তাহার পৃষ্ঠ দেশে কণ্ঠ আছে। সহজে পাক হয়, সুপথ্য, রুচিকর, বলকর।

(জ)

জাবা ভোলা—অতি বৃহৎ মৎস্য ৪।৫ মণ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

জলজিহ্ব—নক্র,

জলতাপিক—ইল্লীশ মৎস্য, কয়ী মৎস্য,জলতাল, জলতাপী।

জলনকুল—ধাড়িয়া। উদ্বিড়াল।

জলকাক—পানকৌটি।

জলকূর্ম্ম—শিশুমার।

(ঝ)

ঝ্যাঙ্গা।

ঝাঁকি—গুলে মৎস্যাকৃতি

ঝিনুক—মুক্তাকোশ, শুক্তি,

সামান্য ঝিনুক—তূর্ণামন্, দীর্ঘ কোষিকা।

ট

টাউ,

টেপা,

ট্যাংরা

(ড)

ডানিকনা—কফকর, বাত ও পিত্তনাশক।

ডলফিন।—

ডোরাডো।

(ঢ)

ঢাই,

ঢালকুনি,

ত

তিমি,

তপস্বী—তপস্যা,

তেলে (ছেলোট মৎস্যাকৃতি)

তেলকুপনি (বেলে মৎস্যাকৃতি)

তেড়েভাঙ্গন।

তেচকো, ত্রিনয়ন—(ইহার তিন চক্ষু আছে।)

তারামৎস্য

তোড়াগচি,

তপঃকর—তপস্বী মৎস্য।

তালুজিহ্ব—কুম্ভীর,

তিমি—তিমী, সামুদ্র মৎস্য, মহাকায় বিশিষ্ট।
কাহার কাহার মতে এই মৎস্য এত বৃহৎ যে ইহার অবয়ব শত যোজন বিস্তৃত।

তিমিঙ্গিল—তিমিং গিরতি যঃ। যে মৎস্য তিমি গিলে

তিমিঙ্গিলগিল—মহা মৎস্য বিশেষ। যে মৎস্য তিমিঙ্গিলকে গিলিতে পারে।

ত্রিকণ্ঠ—মৎস্য বিশেষ। টেঙ্গরা ইতি ভাষা।

গুণ—পিত্ত ও কফ নাশক, রুক্ষ, অগ্নিবৃদ্ধিকর, লঘুপাক।

ত্রিকণ্টক—লঘু গর্গ মৎস্য, ছোট গাগরা টেঙ্গরা

(দ)

দাঁতনে

দাগি—চেপটা, ঠোঁট লালবর্ণ, এক কাঁটা।

(ধ)

ধেড়া,

ধাঁইু,

ধান বুনে চিঙ্গড়া, ইহারা ধান্য ক্ষেত্রে থাকে।

(ন)

নুদি বেলে

নাড়া কটকটী (ক্ষুদ্র মৎস্য)

নড়ী ভোলা (বৃহৎ মৎস্য)

নমনা চিঙ্গড়ি।

নোনা দলো (তাল মৎস্যাকৃতি

নালি ঝেঙ্গা।

ন্যাদোষ।

নক্র—কুম্ভীর।

নক্ররাজ—হাঙ্গর, গ্রাহ, জলকিরাট, জলাটক।

নড়মীন—চিনিচিম মৎস্য, নলমীন।

(প)

পট,
পুঁটী,
পাকা,
পাটটেঙ্গরা,
পাব্‌দা,
পিটুলি বেলে,
পায়রা তেলী,
পর্ব্বতোর্ম্মি—মৎস্যবিশেষ।
পায়রা চাঁদা,
পাঁকাল,
পারসে,
পাঙ্গাস,
পিউলী,
পেঁজেলতা,
পর্ব্বত—মৎস্যবিশেষ।
পার্ব্বিত—পর্ব্বতমৎস্য।

পাঠীন—বোয়াল মাচ। সংহস্র দংষ্ট্রী, সহস্র দংষ্ট্র। বোদাল, বদালক। গুণ যথা; শ্লেষ্মাকর, স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, বলকর, শুক্রজনক। পাকে কটু, রুচিকর, বাতপিত্তনাশক।

পিঙ্গাশ—পল্লীপতি, পাঙ্গাশ ইতি ভাষা, পিঙ্গাস্য, প্রবালকীট।

পোষ্টী—তিক্ত, কটু, স্বাদু, শুক্রকর, বাত ও কফ হর, স্নিগ্ধ এবং মুখ ও কণ্ঠ রোগনাশক।

(ফ)

ফলুই—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, কফকোপন করে, অজীর্ণকর ও শুক্রবৃদ্ধিকর।

ফেঁসা।

(ব)

বালিয়া—বালুকাগড়, সিতাঙ্ক, বেলে।

বেকট—মৎস্য ভেদ।

ব্রম্মী—পঙ্ক গড়ক মৎস্য, পাঁকাল মৎস্য ইতি ভাষা।

(ভ)

ভাঙ্গন

ভূতোবেলে।

ভেকৃটী, ভেকুট,

ভোলা—লঘু, রুক্ষ, বাতকর, কফনাশক।

ভেদা

ভাতি

ভেটকীভোল (বৃহৎ মৎস্য। ২।৩ মণ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

ভেক মৎস্য—সামুদ্র মৎস্য।

ভঙ্গান—ভাগাম, দীর্ঘজঙ্গল।

ভণ্ডূক, ভাকুব ইতিভাষা। মধুব, শৈত্য গুণযুক্ত, শুক্রজনক, শ্লেষ্মাকর; গুরুপাক, উদরাধ্মানকর রক্তপিত্তনাশক।

ভাকুট, ভাকূট—ভেকৃটী ইতিভাষা। মধুব, শীতগুণযুক্ত, শুক্রজনক, গুরুপাক, শ্লেষ্মাকর।

ভালাঙ্ক—রোহিত মৎস্য। কচ্ছপ।

ভিন্নগাত্রিকা—কর্কটী।

ভেকট—ভাকূট, বেকট।

ভেকনি—ভাঙ্গন ইতিভাষা ভেকলি। গুণ—মধুব, শীতগুণযুক্ত, শুক্রজনক, শ্লেষ্মাকর, গুরুপাক।

ভেক—মণ্ডূক, বর্ষাভূ। শালূব। প্লব। দর্দুর।

ভেক স্ত্রী—ভেকী। বর্ষাভ্বী।

(ম)

মকর—জলজন্তু বিশেষ।

মৎস্যরাজ—রোহিত মৎস্য।

মদার্ম্মদ—ফলক মৎস্য। ফলুইমাছ।

মদ্গুর—মদ্গুরক। মাগুর ইতিভাষা। গুণ যথা; মধুর, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী, শুক্রবৃদ্ধিকর, কষায়, কফবাতকর, বিষদোষী, গুরুপাক, লঘুপাক, পিত্ত ও আমদোষ নাশ করে।

মিরগেল। মেলো—জল মূষিক।

মাগুর। মায়া।

মেদ। মরকুল্লো।

মুল্লো। মুটে চিঙ্গড়ি।

মৌরুল্লা। মার্জ্জার মৎস্য।

মহামুখ—কুম্ভীর, মায়াদ।

মদ্গুরসী—শৃঙ্গী মৎস্য, শিঙ্গিমাছ।

মন্দিকুকুর—মল্লিক মৎস্য।

মহোন্মদ—ফলুই ইতি ভাষা। চিত্রফল, ফলকী, মদার্ম্মদ, বাজগ্রীব।

মৃত্যু সূতি—মানধানিকা। কর্কটী, যাহার পুত্র প্রসবে মৃত্যু হয়। কর্কটী আপন মৃত্যু জন্য গর্ভ ধারণ করে।

মৃদগা—মৎস্য বিশেষ।

(য)

যাদঃ—হিংস্র জলজন্তু বিশেষ।

যোগ সাধক—মৎস্য বিশেষ, গর্গাট।

যোগেশ্বরী—বন্ধ্যা কর্কটকী।

(র)

রোহিত। রাগী।

রাঘব বোয়াল। রাবণ (জলজন্তু)।

রুক্মিণীচাঁদা। রূপাপাতি (সাদা মৎস্য)।

রুচো রাঙ্গা বড়ো।

রেখা রাঙ্গা গাগড়া।

রিটে। রাঙ্গাচিঙ্গড়ে।

রৌপ্য মৎস্য।

রক্ত মৎস্য—ইহার বর্ণ রক্তের ন্যায় সেই জন্য রক্ত মৎস্য বলে। ইহা মধ্যমাকৃতি, দীর্ঘ নহে, ক্ষুদ্র নহে, শৈত্য গুণ বিশিষ্ট, রুচিকর, পুষ্টিজনক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বায়ু পিত্ত কফ ত্রিদোষ কিঞ্চিৎপরিমাণে নষ্ট করে।

রাঘব—মহামৎস্য বিশেষ।

রাজশফর—ইলিষ মৎস্য।

রাজশৃঙ্গ—মদ্গুর মৎস্য।

রাজ হাসক—কাতর, কাতল, রাজগ্রীব।

রোহিত—রৌহিষ। কৃষ্ণ আঁইস, কুক্ষি সাদা, মুখ গোল, মৎস্য শ্রেষ্ঠ। কোষ্ঠ কর, বলকর, বাত রোগ নষ্ট করে, স্নিগ্ধ, মধুর। রক্তবর্ণ উদর, মুখ, চক্ষুও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণবর্ণ পক্ষযুক্ত মৎস্য শ্রেষ্ঠকে পণ্ডিতগণে রোহিত বলেন। ইহা সকল মৎস্যের প্রধান, শুক্র জনক, বাত-রোগ (মুখ বক্রাদি) নষ্ট করে, ঈষৎ কষায় রসযুক্ত মিষ্ট,-বাত রোগ নষ্ট করে, পিত্তকর নহে। রোহিত মৎস্যে শরীরের ঊর্দ্ধ্বগ রোগ নষ্ট করে।

ল

লোহিত—রোহিত মৎস্য। লাঠা, লাউভোল।

(ব)

বাটা	বাচা।
বাঁশপাতা।	বড়ো।
বাঁওশা।	বোয়ালি।
বোয়াল।	বন পাবদা।
বাণি, বাণ।	বাজি টেঙ্গরা।
বেতনা।	বাগদা চিঙ্গড়া।

বংশক—বাঁশপাতা মাছ। বাঁশই। সোমশাড়া। কফজনক নহে, লঘুপাক, বায়ু-পিত্ত-কফ-দোষ নষ্ট করে।

বকাটী—বক চিঞ্চিকা মৎস্য।

বদাল—বোয়ালি ইতি ভাষা। আহার্য্য মৎস্য। বোদাল। গুণ, শ্লেষ্মাকর, স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, বলকর, শুক্র-বৃদ্ধিকর, পাকে কটু, রুচিকর, এবং কফহারী।

বদালক—পাঠীন মৎস্য।

বর্ম্মি—বাণি ইতি ভাষা। গুরুপাক, শুক্রকর, কষায়, রক্ত-পিত্তনাশক, বাতনাশক, লঘু।

বর্ম্মুষ—বামিরূষ ইতি ভাষা। স্নিগ্ধ, বাতনাশক, গ্রহদোষ নষ্ট করে।

বাচ—বাচা মাছ ইতি ভাষা। মিষ্ট, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মা-কর, বাতপিত্ত নষ্ট করে।

বিসার—মৎস্য বিশেষ।

বীবর জন্তু বিশেষ।

বোদাল—বোয়ালি ইতি ভাষা। সহস্রদংষ্ট্রী। পাঠীন। বচালক।

(শ)

শঙ্কর। শোয়াল।
শিঙ্গী। শাস্তা।
শুষুক, শোষক। শিরোভূজ মৎস্য।
শাম্না, শামুক, শাঁক।

শকুল—শউল ইতি ভাষা। মধুর, গ্রাহী, রুক্ষ, পিত্ত ও আম নাশক।

শকুলগণ্ড—শাল মৎস্য।

শকুলার্ভক—গড়ুই মৎস্য, গড়ক।

শকুলী—শকলী-মৃগাল ইতি ভাষা। মহাশকুল। ইহার আকার রোহিত মৎস্যের ন্যায়। জলমধ্য ভূমিতে বিচরণ করে। পাকে গুরু, মধুর, ভেদক, ত্রিদোষ-কোপিত।

শঙ্কুচি—শঙ্কু মৎস্য। শকোঁচ ইতি ভাষা। শঙ্কোচ, শঙ্কুচী।

শঙ্কোচি—শাঁকোচ ইতি ভাষা।

শঙ্খ—শাঁখ ইতি ভাষা। কম্বু, কম্বোজ, অব্জ, জলজ, অর্ণোভব, পাবনধ্বনি, অন্তঃকুটিল, মহানাদ, শ্বেত, পূত, মুখর, দীর্ঘনাদ, বহুনাদ, হরপ্রিয়।

শফর—পুঁটী ইতি ভাষা। প্রোষ্ঠীণ, শফর, শ্বেত কোলক।

শফরাধিপ—ইল্লীষ মৎস্য, বারিকপূর, গাঙ্গেয়, জলতাল, জলতাল।

শরণ পুঁটী—অতিশয় গুরুপাক।

শম্বূক—জলজন্তু, শামুক ইতি ভাষা। জলশুক্তি, শম্বকা, শম্বূক, শম্বুক, শাম্বূক, শম্বু, শাম্বক, জলডিম্ব দুশ্চর, পঙ্কমণ্ডূক।

শল্লকী মৎস্য—শাজারু মাচ। সমুদ্র মৎস্য।

শাল—গড়াড় ইতি ভাষা। শালঙ্ক।

শিশুমার—শাবক মারে যে, শিশুক, শুশুক, শোঁষ, উলূপী।

শৃঙ্গী—শিঙ্গীজিওল ইতি ভাষা। মদ্গুর প্রিয়া, মদ্গুরী মদ্গুরসী, অপ্রিয়া। মিষ্টরসযুক্ত, স্নিগ্ধ, বৃংহন, কফবৃদ্ধিকর, শোথ, পাণ্ডু, বায়ু পিত্ত নাশক।

(স)

সোণা পুটি।

সোণা খড়িকা।

সোণা গাগড়া।

সাগর ফোড়। (মেদ মৎস্যাকার, কাঁটা মারিলে বাঁচা ভার)

সুবর্ণ মৎস্য।

সীল মৎস্য।

সিন্ধুঘোটক।

স্বকুলক্ষয়কর, নিজবংশনাশকমৎস্য।

(হ)

হন্যা চিঙ্গড়া (ইহারা ২।৩ হস্ত লম্ফ দেয়।

হাঙ্গর—গ্রাহ, অবহার।

হোয়াইট মৎস্য।

হস্তী—জলহস্তী।

হিপোপটেমাস।

হেরিং।

মৎস্য সাধারণের গুণ।

মাংসবৃদ্ধিকর, গুরুপাক, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকর, স্নিগ্ধ উষ্ণ, মধুর, মাংস-বায়ু-শ্লেষ্মা-পিত্তকর, নেত্ররোগকর, বাত রোগে হিতজনক, পরিশ্রম করিলে উপকারী।

বড় মাছের গুণ—গুরুপাক, শুক্রবৃদ্ধিকর, মলবদ্ধকর।

ক্ষুদ্র মৎস্যের গুণ—লঘুপাক, ধারক, গ্রহণী-রোগে উপকারী, বলকর ও পথ্য।

কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যের গুণ—লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, বাত-রোগনাশকর, পথ্য ও বলকর।

পাণ্ডুবর্ণ মৎস্যের গুণ—বায়ু, পিত্ত, কফ বৃদ্ধি করে, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিরেচনকারী।

শুক্লবর্ণ মৎস্য গুণ—বায়ুপিত্তকফকর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মল-ভঙ্গকর।

পচা মাছের গুণ—বায়ুপিত্তকফবৃদ্ধিকর।

চক্রাকার মৎস্যগুণ—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, শ্লেষ্মাকর।

শুষ্কমৎস্যগুণ—উদরাধ্মানকারী, শীঘ্র পরিপাক হয় না, কফনাশক, বিরেচনকারী।

লবণজারিত মৎস্য, অর্থাৎ লবণ দ্বারা রক্ষিতমৎস্যের গুণ—মনোজ্ঞ, কফপিত্তকর, সারক, রুচিকর, কটুপাক।

সামুদ্র মৎস্যগুণ—লঘুপাক, বৃষ্য, মধুর, স্বল্পমলকর, বাত-নাশক। মতান্তরে গুরুপাক, শুক্রকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণগুণ, ও বায়ুনাশক।

নদীমৎস্যের গুণ—শ্লেষ্মাকর, মধুর, অল্পবিরেচনকর, বৃষ্য।

সরোবর ও তড়াগ জাত মৎস্যর গুণ—মধুর, মিষ্টরস।

মহাহ্রদের মৎস্যের গুণ—বলকারী।

অল্প জলের মৎস্য বলকারী নহে।

পোড়া মাছের গুণ—গুরুপাক, মাংসবৃদ্ধিকর, বৃষ্য অর্থাৎ শুক্রবৃদ্ধিকর, বলবৃদ্ধিকর, তৈল ও লবণযুক্ত।

দগ্ধ মৎস্যের গুণ—ক্ষীণশুক্র, ভগ্ন, জর্জ্জরিত, নিত্যস্ত্রীসেবী এমত ক্ষীণতেজী ব্যক্তির পক্ষে হিতজনক। তৃণ-বেষ্টিত, কাদা লেপা, অঙ্গার অগ্নিতে পোড়ান, লবণ আদা ও বাটনাযুক্ত, সর্ষপ তৈলে সাঁতলান মৎস্যের গুণ—মধুর, কফ, বাত নষ্ট করে, শুক্রজনক, বলবৃদ্ধি কর।

ক্ষারজলের মৎস্য—গুরুপাক এবং দাহজনক।

লবণ সমুদ্রের মৎস্য উদরাধ্মানকারী।

স্বাদুজলে ও লবণাক্ত জলে যে মৎস্য থাকে তাহা নিস্তেজ।

অতি ক্ষুদ্র মৎস্য ধ্বজভঙ্গকর, রুচিকর, বায়ুনাশক।

মৎস্য ডিম্বের গুণ—অতিশয় শুক্রবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, গুরুপাক, কফ ও মেদবৃদ্ধিকর, বলকর, মেহনাশক, অস্বাস্থ্যকর।

কূপজাত মৎস্য—শুক্রবৃদ্ধিকর, মূত্রবৃদ্ধিকর, মল ও শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর।

শাক দিয়া মৎস্য—পাক করিলে উহা মনোজ্ঞ, শুক্রকর, ও পুষ্টিকর হয়।

মৎস্যঘণ্টের গুণ—বলকর, বায়ুনাশক, ও অতিশয়ক রুচি জনক।

শিরে খড়্গ ও কেশযুক্ত মৎস্য—মুখপ্রিয়, মনোজ্ঞ, ধ্বজভঙ্গ-কারক।

আঁইষশূন্য মৎস্য নিন্দনীয়।

আঁইষ যুক্ত মৎস্য হিতকর, শরীর দৃঢ়করে, বল, বীর্য্য ও পুষ্টি বৃদ্ধি করে।

(কুল্যা) হ্রদ, নদী, নির্ঝর, তড়াগ, ও বাপির (কৃত্রিম তড়াগের) জলে যে মৎস্য জন্মে তাহা অত্যন্ত নিস্তেজ। হ্রদ অপেক্ষা কুল্যা, কুল্যা অপেক্ষা নির্ঝর, পরে তড়াগ, পরে বাপি, পরে নদীব মৎস্য লঘুপাক।

সরোবরের মৎস্য মিষ্ট, স্নিগ্ধ, বলকর ও বায়ুনাশক। তড়াগজাতমৎস্য গুরুপাক, শুক্র বল ও মূত্র বৃদ্ধি কর, শীতল। নিঝর জাত মৎস্য তড়াগজাত মৎস্যের সদৃশ, বল, আয়ু ও চক্ষু-দীপ্তি বৃদ্ধি করে।

ঋতুবিশেষে মৎস্য ভক্ষণ-বিধি যথাঃ—

হেমন্ত কালে কূপজ মৎস্য, শিশিরে সরোবরের মৎস্য, বসন্তে নদের মৎস্য, গ্রীষ্মে চৌঙ্গ্য মৎস্য, বর্ষায় তড়াগজাত মৎস্য। এই সকল ঋতুতে নদীভব মৎস্য অপথ্য, শরৎ কালে নির্ঝর-মৎস্য শ্রেষ্ঠ।

হেমন্তে কূপজা মৎস্যাঃ শিশিরে সারসা হিতাঃ। বসন্তে তেষু নাদেয়া গ্রীষ্মে চৌঙ্গসমুদ্ভবাঃ। তড়াগজাতা বর্ষাসু তাস্বপথ্যা নদীভবাঃ। নৈর্ঝরাঃ শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষোয়মুদাহৃতঃ। ইতি ভাব প্রকাশঃ।

নদের মৎস্য, তিক্ত মৎস্য, পশুর ন্যায় শৃঙ্গবিশিষ্ট মৎস্য, গোমীন অর্থাৎ গবাকৃতি, চক্রাকৃতি, শাকূল মৎস্য, রক্তাল রাঘব বোয়াল, বামীন, চলকর্ণ, সচক্র ইত্যাদি মৎস্য নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বে যে সকল মৎস্যের কথা উক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক মৎস্যের বিবরণ আমরা জ্ঞাত আছি, অথচ তাহাদের আকৃতি দেখি নাই। যে সমস্ত মৎস্য আমরা ভক্ষণ করি না,

তাহা ইতর শ্রেণীর অসভ্য লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রে কতকগুলির মৎস্যের আহার-বিধি আছে, তাহার মধ্যে কালভেদে স্থানে স্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য। সাধারণতঃ যে সমস্ত মীন আমরা ভক্ষণ করি উহার গুণ মৎস্য পর্য্যায়ে লিখিত হইল। অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য অনেক মৎস্যের গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু উহা অনাবশ্যক বোধে লেখা গেল না। কোন কোন দেশজ মৎস্যের গুণ আমরা সবিশেষ জ্ঞাত না থাকায় উহা লেখা হইল না; কোন বিজ্ঞ, অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসক ইহাদের গুণ ও সংস্কৃত নামের সহিত চলিতনামের ঐক্য করিয়া প্রচার করিলে বিশেষ উপকার হয়। আমরা এমনি নিশ্চেষ্ট ও উদ্যমরহিত যে এমন নিত্য-আহার্য্য, রোগ-প্রনাশনকারী, রুচিকর, মনোজ্ঞ জীবের বৃত্তান্ত, দোষ, গুণ বিষয় প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত নহি। মৎস্যধারী ইতর শ্রেণীর লোক ব্যতীত উহাদের বিবরণ অন্যে সম্যক অনভিজ্ঞ। কি উপায়ে মৎস্য বংশ বৃদ্ধি পায় এবং উহা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, জনসাধারণের আহার সুসম্পাদিত হয় তদ্বিষয় আমরা ভ্রমেও একবার চিন্তা করি না। মৎস্যধারণ ব্যবসায় আমরা শিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে যে উক্ত ব্যবসার উন্নতি করিতে পারি তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। জাতীয় ঘৃণা, নিরুদ্যমশীলতা, অনাগ্রহতা প্রভৃতি কতকগুলি সামান্য কারণে অদ্যাপি শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এই হিতকর, আয়কর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কেহই অগ্রসর হয়েন নাই। সুতরাং মৎস্য-ধারণের উপায় বিক্রয়-ব্যবসা বা ইহার ইতি-

হ্রাস আমরা কোনরূপ পরিজ্ঞাত নহি। আমাদের (Aquaria) একোয়েরিয়া বা মৎস্য পালন পুষ্করিণী সমূহ নাই, (Fishery) মৎস্য ধারণের নিরূপিত স্থান নাই, মৎস্যপ্রদর্শণীও নাই। ধনবান লোকে চেষ্টা করিলে এক একটী মৎস্য পালন স্থান নির্ম্মাণ করত ইহাদের নিভৃতে জীবন যাপনের তথ্য জ্ঞাত হইতে পারেন। যদি আমার এই সামান্য গ্রন্থদ্বারা এ সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

—o—

মৎস্য-ধারণ-কৌশল।

অতি প্রাচীন কালে সামান্য অস্ত্রাদির সাহায্যে মৎস্য ধৃত করা হইত। যে যে স্থানে অদ্যাপি সভ্যতা বিস্তার হয় নাই, তথায় এ পর্য্যন্ত এই আদিম, সরল ও সহজ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন কোন দেশীয় লোকে বহুদর্শিতাগুণে আশ্চর্য্য কৌশলে এই সামান্য উপায়ে নিপুণতাসহ মৎস্য ধরিয়া থাকে, এবং তাহাদের অনুন্নত বুদ্ধি প্রভাবে ও উপস্থিত দ্রব্যাদি হইতে যত দূর সম্ভব, ঐ সমস্ত অস্ত্রাদির উন্নতি করিয়া তাহার ব্যবসায় করে, অন্যান্য জাতীয় উন্নতির অভাবে অদ্যাবধি সেই আদিম অসভ্য প্রণালী দৃঢ় রূপে অবলম্বন করে। চিরাগত প্রথার পরিবর্ত্তনে ইহাদের সমূহ আপত্তি। এই পরিবর্ত্তন-

শীল জগতে সমস্ত বিষয়ই দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাতে অমনোযোগ বা অনাস্থা প্রদর্শন করিলে কাহারও কোন বিষয়ে কদাচ উন্নতি হইবে না। বঙ্গে পূর্ব্বে অনেক বিষয়ই উন্নতি প্রাপ্ত হয়, তৎসহ মৎস্য-ধারণের উপায়েরও বিস্তর উন্নতি হয়; পরে রাজ্য-বিপ্লব প্রভৃতি নানাবিধ আভ্যন্তরিক উপদ্রবে বঙ্গবাসীমাত্রেই জীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় এবং গৃহ-শান্তি-স্থাপনে তাদৃশ সক্ষম না হওয়ায়, পূর্ব্ব উন্নতির বিস্তার হয় নাই। অধুনা বিদেশীয় শিল্পের উপর সমস্ত বিষয়ের জন্য নির্ভর করিয়া বঙ্গবাসী একরূপ নিশ্চিন্ত আছেন, সুতরাং এ বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হন না। আপাততঃ যে উপায়ে ছিপে মৎস্য ধরা যায়, তাহা অসম্পূর্ণ। বড়িশী ও চারার উন্নতি ব্যতিরেকে দেশে যেরূপ হইয়াছে, আমরা রীতিমত পরীক্ষা দ্বারা তাহার উপকারিতা ও প্রচলন-বিষয় অদ্যাপি স্থির করিতে পারি নাই। এরূপ সূতা বড়িশীতে যে মৎস্য ধরা যায় ইহাই আশ্চর্য্য! সর্ব্বদা এক জলাশয়ে মৎস্য ধৃত হইলে তথায় বিশেষ সতর্কতা ও কৌশল পূর্ব্বক মৎস্য ধরা আবশ্যক। কিন্তু কোন নূতন জলাশয়ে, যেখানে পূর্ব্বে কেহ কখন মৎস্য ধরে নাই, সেখানে অবাধে সহজ উপায়ে মৎস্য ধরা যায়, কারণ মৎস্যগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকে, এবং আহার-বাসনায় চারায় আসিয়া বড়িশী-বিদ্ধ হয়। বঙ্গে সূতা ও কণ্টকে বিস্তর মৎস্য ধৃত হইবার মুখ্য হেতু এই যে, গ্রীষ্মপ্রধানদেশস্থ জলাশয়ের মীনেরা অধিক সময় বারিমধ্যে বিহার করে এবং অধিকাংশ মৎস্য

বুভুক্ষাপ্রবণতা হেতু, খাদ্য দ্রব্যের ঘ্রাণে বা দর্শনে চারা ভক্ষণ করিয়াই বড়িশী-বিদ্ধ হয়। শিল্প-কৌশল সম্মত উপায় প্রচলিত না থাকায় শীত কালে মৎস্য ধরা সুকঠিন। কারণ শীতাগমে মৎস্যগণ বারিমধ্যে প্রচ্ছন্নাবস্থায় বাস করে।

ছিপে মৎস্য ধরা একটী নির্দ্দোষ আমোদ। আইজাক ওয়াল্‌টন সাহেব বলেন যে মনুষ্যের পশু শীকার প্রভৃতি করা অপেক্ষা মৎস্য ধরা ভাল, ইহাতে আমোদ আছে এবং বিশ্রাম লাভ হয়। যে সকল লোক পুস্তক রচনা প্রভৃতি কার্য্যে মস্তিষ্কের সদা সর্ব্বদা চালনা করেন, তাহাদের পক্ষে মৎস্যধরা আমোদ বড় উত্তম। ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে একটী মৎস্যধারণী সভা স্থাপিত হইয়াছে, সভার সভ্যেরা এ বিষয়ে একখানি সাময়িক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, উহাতে মৎস্য ধরার নানাবিধ গল্প ও মৎস্য ধরার নানাবিধ উপায় বর্ণিত হয়।

আগামী বৎসরে ইংলণ্ডে একটী সর্ব্বজাতীয় মৎস্য প্রদর্শনী মেলা হইবে। ভারতবর্ষীয় গেজেটে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে স্বয়ং শ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী ইহার মুরুব্বী (patron) এবং ভারতের ভাবী সম্রাট যুবরাজ তাহার প্রধান নেতা এবং সভাপতি হইয়াছেন।

ছিপ, সুতা, বড়িশীতে মৎস্য-ধারণ-প্রণালী বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, উহা কোন সময়ে এবং কাহার কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়, সে বিষয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যায় না। ছিপে মৎস্য ধরায় লাভ যত হউক আর না হউক, আনন্দেরই অধিক

উপভোগ্য হয়। পূর্ব্বকালে কি উপায়ে ছিপ, সূতা দ্বারা মৎস্য ধৃত হইত, তদ্বিষয়ে কোন নিশ্চিত সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। অনুমান দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, আদিম কালে মানবের খাদ্যাভাবনিবন্ধন মৎস্য-সংগ্রহ আবশ্যক হয় এবং স্বল্পজলবিশিষ্ট খাতাদি হইতে কিম্বা ভাঁটার সময় অল্পজল নদীগর্ভ হইতে উহা সংগ্রহ করা হইত। ক্রমে কেবল হস্ত দ্বারা ঐ সমস্ত মৎস্য ধৃত করিবার সুবিধা না হওয়ায়, লগুড়াদি সাহায্যে উহাদিগকে বধ করা হইত। পরে বর্শা, খোঁচ প্রভৃতি অস্ত্র মৎস্য-বধার্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এক্ষণে মৎস্যধারণপ্রণালীর ক্রমে উন্নতি হওয়াতে দণ্ড, সূত্র এবং লৌহকণ্টক দ্বারা মৎস্য ধৃত হয়।

ছিপে মৎস্য ধৃত করার এমনি একটী আকর্ষণী শক্তি যে, অতি শৈশবাবস্থা হইতে মানবের ইহাতে প্রবৃত্তি জন্মে; কারণ ইহাতে অধিক ব্যয় প্রয়োজন হয় না, বিপদাশঙ্কা নাই, অথচ ইহা বিস্তর উৎসাহ ও আনন্দপ্রদ। অনায়াসে সামান্য শ্রমে শীকার লব্ধ হওয়ায় এই প্রণালী অবলম্বনে অত অধিক উদ্যম, যত্ন ও আনন্দ দৃষ্ট হয়। এ প্রণালীতে মৎস্য ধৃত করিতে লক্ষ্যস্থিরতা, একাগ্রতা, ধৈর্য্য এবং সবিশেষ সাবধানতা না থাকিলে কেহই পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হয়েন না। অন্যান্য শীকার হইতে মৎস্য শীকার অত্যন্ত আনন্দজনক; আর ইহাতে স্থৈর্য্য ও ধীরতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ছিপে মৎস্য ধরিতে অনেকের এতাদৃশ উৎসাহ ও যত্ন দৃষ্ট হয় যে বহু ব্যয় করিতেও তাঁহারা কাতর হয়েন না। বিশেষতঃ ধনী

লোকের মৎস্য ধৃত করা এক রূপ আনন্দজনক ক্রীড়া মধ্যে পরিগণিত; মধ্যবিত্ত লোকেরাও অনেক সময় এ এজন্য বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া থাকেন। অনেকে আবশ্যক কার্য্যে ক্ষতি করিয়াও এই আনন্দে কালাতিপাত করেন। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকে অবকাশ পাইলেই নিকটস্থ নদ, নদী, সরোবর প্রভৃতিতে মৎস্য ধরিয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের দৈনিক শ্রম অপনয়ন হয়, এবং মৎস্য পাইলে আহারের সুবিধা হয়। পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গে নদ নদী, খাল বিল দীঘি সরোবর প্রভৃতি অনেক থাকায়, শ্রমজীবীরাও পারত পক্ষে দাউল এবং নিরামিষ ভোজন করে না। এ অঞ্চলের লোকে এত অধিক মৎস্যপ্রিয় যে মৎস্য ব্যতীত কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন কাহারই পরিতোষপূর্ব্বক আহার হয় না।

মৎস্য ধরিতে বালক বালিকাগণের যেন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি. ইহার কারণ এই যে, অতি বাল্যাবস্থা হইতে ইহাই তাহাদের প্রধান আহার্য্য। জীব শীকার প্রভৃতি হিংসাবৃত্তি সততই মনে উদ্ভাবিত হয়, এবং প্রবল জীব অবকাশ মতে দুর্ব্বলের উপর আক্রমণ করিতে স্বতই প্রণোদিত হয়। নির্ম্মল জলের মৎস্যগণ অতি নিরীহ, উহাদিগকে ধৃত কি হত করিতে বাল্য কালেই মতি হয়। অজ্ঞান বালকেরা আপন আপন কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভেক. মৎস্যাদি নিরীহ জন্তুগণকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে। কোন কোন বালক এমনি দুর্ব্বৃত্ত যে মৎস্যগণকে যন্ত্রণা দেওয়া তাহাদের এক রূপ স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের অভি-

ভাবক প্রভৃতি গুরু জনেরা তদ্বিষয়ে নিবারণ করা দূরে থাকুক, এরূপ কার্য্যে সময় সময় উৎসাহ দিতেও লজ্জা বোধ করেন না। আমরা মৎস্য ধরার বিরোধী নহি। কিন্তু আমাদের মত এই যে, বৃথা কোন জীবকে যন্ত্রণা দিলে, স্বভাব ক্রমশঃ নৃশংস হইবার সম্ভাবনা; অধিকন্তু নিকৃষ্ট জীবের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার দর্শন করাও ক্লেশ-জনক। এ সমস্ত কারণে বালকদিগকে এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করাই কর্ত্তব্য।

কণ্টক-বিদ্ধ করিয়া মৎস্য-ধারণ-প্রণালীতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে ইহা একটী নিষ্ঠুর আমোদ, অতএব ইহা হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। পক্ষান্তরে এরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হয়, যে অজ্ঞান ও অলস ব্যতীত, এই শিল্প চাতুর্য্য-প্রদর্শনে সকলেরই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকা বিধেয়। যদিচ আমরা নিকৃষ্ট জীবের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের বিরোধী, তথাচ এই নির্দোষ আনন্দে আমরা মৎস্যধারিগণের মতের অনেকটা পক্ষপাতী, আর অবকাশ পাইলে ছিপে মৎস্য ধরিতেও আমাদের বাসনা হয়। নিম্ন শ্রেণীর জন্তুর শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া তত তীব্র নহে, এ জন্য মানবের ন্যায় উহারা কোন যন্ত্রণা সহসা তত অনুভব করিতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে উক্ত জন্তুগণ আমাদের ন্যায় যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয় না। কোন কীট কি পতঙ্গকে বড়িশী-বিদ্ধ করিলে যন্ত্রণা দূরে থাকুক, উহারা আহার করিতে প্রবৃত্তি থাকে এবং কখন কখন উহারা আহার করিয়াও থাকে। উচ্চ শ্রেণীর জন্তুরা এরূপ

ক্লেশ পাইলে কদাচ আহার করিতে উদ্যত হয় না। কোন কীটকে বড়িশী হইতে ছাড়াইয়া দিলে, উহা প্রথমেই ভূপৃষ্ঠে গর্ত্তানুসন্ধানে ব্যগ্র হয় এবং তন্মধ্যে গমনপূর্ব্বক স্বীয় গাত্রস্থ ছিদ্র পরিপূরণ জন্য ব্যস্ত হয়। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এরূপ মত যে কীটদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলে, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উহাদের খণ্ডীকৃত কলেবর হইতে পুনরায় এক একটী পৃথক্ কীটের সৃষ্টি হয়; ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, নিকৃষ্ট কীট ও পতঙ্গের বেদনানুভব-শক্তি কখনই তীব্র নহে। বিনা হেতুতে জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অনুমোদনীয় নহে, তবে কোন সত্য আবিষ্কার অথবা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যে উহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া মানবের সুখ, স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা কোন মতেই অবৈধ কার্য্য বলিয়া স্থির হইতে পারে না।

মৎস্যের মুখ এরূপ অসাড় যে উহাদিগকে বড়িশী বিদ্ধ করিলে উহারা ক্লেশ অনুভব করে না, এরূপ প্রতীয়মান হয়; কারণ অনেক মৎস্যকে বড়িশীসহ সূতা কাটিয়া যাইবার পর, পূর্ব্ব কণ্টক মুখে থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বার আহার বাসনায় টোপ ধরিতে ও গিলিতে দেখা গিয়াছে; ঐ সকল মৎস্য তীরে আনিয়া দেখা যায় যে ৪।৫ দিবস পূর্ব্বে উহারা বড়িশী সহ প্রস্থান পূর্ব্বক এযাবৎ জীবিত থাকিয়া পুনরায় কণ্টক-বিদ্ধ হইয়াছে। এমন কি, এরূপ কয়েকটী বড়িশী ক্রমান্বয়ে উহার পার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া দিলেও উহারা পুনঃ পুনঃ আহার-বাসনায় কণ্টকবিদ্ধ হইয়া থাকে। মৎস্যগণ জল জন্তু বলিয়া কি উহাদের মুখ অসাড়, কি অন্য

কোন কারণ আছে, তাহা নিশ্চিত রূপে সাব্যস্ত করা সুকঠিন; এ জন্য কতক গুলি ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিতেছি। ইঁহারা ছিপে মৎস্য ধারণ প্রণালীকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং আপনারাও এ প্রণালী অনুসারে মৎস্য ধৃত করিতে আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কবিবর গ্রে সাহেব মৎস্য ধৃত করিতেন এবং পদ্য রচনা করিতেন। টোবিন সাহেব অতি চমৎকার লেখক ছিলেন অথচ মৎস্য-ধারণের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার পেলি সাহেব এক জন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন, এবং মৎস্য ধারণ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ লর্ড নেল্‌সন মৎস্য ধৃত করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন, এমন কি স্বদেশোদ্ধার সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অব্যবহার্য্য হইলে বাম হস্ত দ্বারা পটুতা সহকারে ছিপে মৎস্য ধরিতেন। সার ওয়াল্‌টার স্কট প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচয়িতা ছিপে মৎস্য ধরিতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। সে দিবস রাজকুমার মহামান্য ডিউক অব এডিন্‌বর্গ স্পেন দেশে মৎস্য ধরিতে গিয়া ঘটনাক্রমে জলমগ্ন হয়েন, এবং তিন বার ডুবিয়া জনৈক নাবিকের সহায্যে জীবন রক্ষা করেন। রাজকুমার বিস্‌কে উপসাগরের যে স্থলে জল মগ্ন হয়েন, তথায় এগার হস্ত গভীর জল ছিল।

ছিপে মৎস্য ধরিতে যন্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যক। এ সমস্ত যন্ত্র যতই সাবধানতাসহকারে নির্ম্মিত হইবে, ইহার ব্যবহারেও ততই আশানুরূপ ফল লাভ করা যাইবে।

এ উপায়ে মৎস্য ধরিতে হইলে, ছিপ, সূতা, ভাসমান পক্ষ (ফাতা) ও বড়িশীর প্রয়োজন হয়। কখন কখন মৎস্য-ধারণোপলক্ষে বাটী হইতে দূরে গমন করিবার পর ঘটনাক্রমে ইহার কোনটীর বিকৃত অবস্থা হইলে, ইহার সংস্কার আবশ্যক হওয়ায়, নিজেই মেরামত করিতে হয়। ভাসমান পক্ষ ভগ্ন, কি বড়িশী বক্র হইয়া গেলে উহার সংস্কার করিতে যে আনন্দ ও আগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা প্রায় উহার ব্যবহার সদৃশ হয়।

বড়িশী ও সূতার বিষয় অনেকে বিশেষ রূপ জ্ঞাত না থাকায় সামান্য দ্রব্য বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকেন; পরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইলে উত্তমাধম পরীক্ষা করিতে সক্ষম হন। আমাদের দেশে ছিপে মৎস্য ধরিবার তাদৃশ আগ্রহ না থাকায়, অদ্যাপি আমরা ইহার আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারি নাই। বৈদ্যবাটীর এবং ধনেখালীর বড়িশী, কুল পোকার রেশমের কিম্বা কার্পাসের সূতা, শরের ফুল্‌কা কি পক্ষীর পাখনা এবং বংশ-দণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমাদের যথেষ্ট উন্নত প্রণালী অবলম্বিত হইল। এতদ্ব্যতীত ভাগ্য ক্রমে একটী বিলাতি হুইল সংগ্রহ হইলে মনে করা যায় যে মৎস্য মাত্রই ধৃত হইবে। অভ্যাস বশতঃ যতদূর নিপুণতা শিক্ষা হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হই।

ছিপ, সূতা, পক্ষ ও কণ্টকের ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। ছিপ; সংস্কৃত নাম তবণ্ড, বড়িশী সূত্রবদ্ধ কাষ্ঠাদি। ইহা দীর্ঘতা, গুরুতা ও নমনশীলতায় বিবিধ

প্রকারের আবশ্যক হয়। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে ছিপ প্রস্তুত হয়। বেত্র, কাষ্ঠ ও বংশের অধিকাংশ ব্যবহার। কোন্ মৎস্য ধরিতে কি প্রকার ছিপ আবশ্যক কিম্বা উহা কত দীর্ঘ ও কি পরিমাণ ভার বিশিষ্ট হওয়া উচিত, তদ্বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

সূত্র। কুল পোকার বা অন্য গুটীপোকার রেসম, অশ্ব-পুচ্ছস্থ দীর্ঘ লোম, কার্পাস ও তৃণ হইতে সূতা প্রস্তুত হয়। কোন সূতা ইহার এক দ্রব্যে প্রস্তুত হয়, আর কোন কোন সূতা ইহার দুই তিন দ্রব্যের যোগে নির্ম্মিত হয়। বিশেষ বিশেষ মৎস্য ধরিতে বিশেষ বিশেষ সূতার প্রয়োজন।

বড়িশী * মৎস্য ধারণ জন্য বক্র লৌহ কণ্টক বিশেষ। ইহাকে বঁড়শী বলে। ইহা পূর্ব্বে যেরূপে প্রস্তুত হইত, এক্ষণে তাহা হইতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। আকৃতি ও গঠনের অনেক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ইস্পাতনির্ম্মিত বড়িশীই কঠিন ও সহজে ভগ্ন হয় না। অধুনা ইস্পাত-মৎস্য বেধনের অধিক উপযোগী সূত্র-বন্ধন স্থান গঠনের তারতম্য দৃষ্ট হয়। যুগল বড়িশী ব্যবহারে শীকার সহজে পলায়ন করিতে পারে না। ক্ষুদ্র মৎস্য ধারণে বড়িশী ক্ষুদ্রাকৃতি হওয়া আবশ্যক আর বৃহৎ মৎস্য-ধারণের প্রয়োজন হইলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বড়িশীর প্রয়োজন, ইহা অনেকটা সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

* বড়িশ, মৎস্যবেধনী, বলিশ, বড়িশী, বড়িশা, বলিশী, বালসী, বলিস, বন্নিশী, বলিলি, মৎস্যভেদন।

ভাসমান পক্ষ ; এই কাটীটী শরে, পালখে, পেনের অগ্র-ভাগে এবং শোলায় প্রস্তুত হয়। অতিশয় লঘু পদার্থেরই ব্যবহার হয়। এই কাটী জলে ভাসে এবং মৎস্য সূত্রসংযুক্ত-কণ্টক-বিদ্ধ চারা আহারে উদ্যত হইবা মাত্রেই সামান্য টানে উপরিস্থ ভাসমান পক্ষ আন্দোলিত হয়। তাহাতে মৎস্যধারী জ্ঞাত হইতে পারেন যে মৎস্য বিদ্ধ হইবার উপক্রম হই-য়াছে। জলাশয় বিশেষে ইহা বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহৃত হয় ; প্রবল স্রোতস্বতীতে শোলার পক্ষেরই অধিক ব্যব-হার। মৎস্য ভেদেও ইহার আকৃতি ও উপকরণ দ্রব্যের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

হুইল বা রিল।—যে চক্রাকার সূত্র-স্থাপন-যন্ত্রকে হুইল বলা যায়, ইহার প্রকৃত নাম রিল বা উইঞ্চ। ছিপে মৎস্য ধরিতে এই যন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। রোহিত, মৃগেল প্রভৃতি বলিষ্ঠ মৎস্য এই যন্ত্র সাহায্যে সহজে ধৃত করা হয়। ছিপের যে ভাগ হস্তসমীপে থাকে, তথায় সুন্দর কৌশলে ইহা আবদ্ধ থাকে। সূত্র ত্যাগ-সময়ে রিলের চাকা সহজে পরিবর্ত্তন হয়, সমৎস্য সূত্র আকর্ষণ সময়ে সতর্কতা সহকারে চক্র পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, কারণ একটু অন্যমনস্ক হইয়া সূত্রাকর্ষণে শিথিলতা অবলম্বন করি-লেই মৎস্য অমনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করে। বিজ্ঞ ও সুনিপুণ মৎস্যধারিগণ সূত্র সাবধানে আকর্ষণ করেন। কোন কোন রিলে চাকা বন্ধ করিবার জন্য ষ্টপ আছে, অপর গুলির তাহা নাই। এ উপায়ে মৎস্য ধরিতে হইলে ছিপে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিং আবদ্ধ করিতে হয়। রিলের

উপরে অন্ততঃ এক হস্ত অন্তরে প্রথম রিংটী আবদ্ধ করা বিধেয়, নতুবা উহা রিল সমীপে আবদ্ধ হইলে, সূত্র অধিক পরিমাণে সজোরে নির্গত হওযায় রিলের নিম্নে সূত্রে অধিক পরিমাণে টান পড়ে এবং ছিন্ন হইযা যায়।

ছিপে মৎস্য ধৃত করিয়া উহাকে তীরস্থ করিবার সময় একখানি ক্ষুদ্র জাল দ্বারা তীরে উঠান কর্ত্তব্য, কারণ তীর-সংলগ্ন মৎস্য সময়ে সময়ে হস্ত দ্বারা ধৃত করিতে গেলে প্রস্থান করিয়া থাকে। কেহ কেহ জলে গমনপূর্ব্বক স্বীয় যন্ত্র দ্বারা কণ্টকবিদ্ধ মৎস্য তীরে উঠাইয়া থাকেন। বৃহৎ মৎস্য তীরস্থ করিবার সময় 'গ্যাফ হুক' (Gaff Hook) ব্যবহৃত হয়।

মৎস্যধারণকারীরা কোন নূতন জলাশয়ে ছিপে মৎস্য ধরিতে গেলে পূর্ব্বে (Drag Hook) এবং (Charing Ring) ব্যবহার করেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বারিগর্ভে কোন লতা গুল্ম কি অন্য দ্রব্যাদি থাকিলে, এই যন্ত্রদ্বয় দ্বারা উহা পরিষ্কার করিয়া পরে বড়িশী ত্যাগ করার পক্ষে সুবিধা হয়। মৎস্য বড়িশী এক কালে গ্রাস করিলে (Disgorger) সাহায্যে উহা উদর হইতে বাহির করা হয়। (Minnow kettle) করিয়া জীবিত কীট পতঙ্গাদি রাখা হয় এবং টোপ বিধিবার কালে প্রয়োজনানুরূপ কীট পতঙ্গাদি গ্রহণ করা যায়। মৎস্য ধৃত করিয়া জীবিত অবস্থায় রাখিবার জন্য (Hoop net) ব্যবহার করা হয়। ধৃত মৎস্য গৃহে আনার জন্য (Fishing basket) ব্যবহার হয়; ইহা দেশীয় খারা বা খালুইয়ের ন্যায়। ডাক্তারি পকেট বুকের ন্যায়

(Angling pocket book) মৎস্যধারীর নিকট থাকিলে মৎস্য-ধারণে সুবিধা হয়; ইহাতে বড়িশী, সূত্র, পক্ষ, রবার, মোম, সীসা ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য থাকে। এই প্রকার পকেট কেসের অধিক প্রচলন আবশ্যক।

ছিপে মৎস্য ধারণ-কৌশল সরল অথচ কুটিল; নির্ব্বোধ লোকে অভ্যাস ক্রমে ইহাতে পটুতা প্রদর্শন করে। আবার বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ কৌশল শিক্ষা করিতে হইলে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় শিক্ষা করেন। যেমন সংগীত সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু কেবল দুই একজন এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সংগীতনিপুণ হয়েন, তদ্রূপ অজ্ঞবালকেরাও মৎস্য ধরে, আর বিজ্ঞ বহুদর্শী, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য ধৃত করেন। উভয় শিল্প অভ্যাসের অনেক সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়। ধৈর্য্য, একাগ্রতা, উদ্যম, যত্ন ও চিন্তাশীলতা ব্যতীত কেহই সহজে ইহাতে যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। ছিপে মৎস্য ধরার উপায় এমনি কৌশলবিশিষ্ট, যে ইহাতে উপায়-আবিষ্কারকারীর অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় সতত প্রদত্ত হইতেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় সকল দেশেই একই প্রকার উপায় দ্বারা ছিপে মৎস্য ধৃত হয়। ইহা কোন্ সময় হইতে কাহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা দুরূহ।

বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে কোন্ কোন্ মৎস্য অধিক পরিমাণে ছিপে ধৃত হয় তাহা সংক্ষেপে লেখা যাই-তেছে। মাঘ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এবং আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ছিপে অধিক পরিমাণে মৎস্য ধৃত হয়।

বর্ষাকালে কীট পতঙ্গাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়ায় মৎস্য ধারণের সুবিধা হয়। নূতন জলে মৎস্যেরা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া বেড়ায় এ জন্য প্রায়ই বঁড়িশী-বিদ্ধ হয়। প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নে বেলা ৩।৪ টা পর্য্যন্ত মৎস্য অধিক ধৃত হয়। অল্প বর্ষণ সময় মৎস্য ধরা যায় কিন্তু অতি বৃষ্টি-কালে মৎস্য চারায় আইসে না।

ছিপে মৎস্য ধরিতে হইলে অতি নিভৃত স্থানে বসিতে হয়, নিঃশব্দে একাকী কোন বৃক্ষ অন্তরালে মনঃসংযোগের সহিত বড়িশী ফেলিয়া শীকারের প্রতীক্ষা করিতে হয়। উচ্চৈঃ স্বরে কথোপকথন, কিম্বা জল সমীপে গমন করিলে নিকটস্থ মৎস্যগণ বারি মধ্যে মানব মূর্ত্তি দর্শনে কি শব্দ শ্রবণে ভয় প্রযুক্ত দূরে প্রস্থান করে। বিশেষতঃ বৃহৎ মৎস্যের দর্শন এবং শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত তীব্র, এমন কি, ছিপ জলোপরি থাকায়, উহা দর্শনে মৎস্যগণ অনেক সময় দূরে অবস্থান করে; এই সমস্ত কারণে মৎস্য শিকার অতি সাবধানে ও গোপনে সম্পন্ন করা আবশ্যক। অনেকে এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রথার বহির্ভূত আচরণ করায়, তাঁহাদের ভাগ্যে বহু মৎস্য শিকার ঘটে না। মৎস্যের শত্রু সংখ্যা এত অধিক, যে সামান্য কোন বিষয় দর্শন, কি শ্রবণ করিলে উহারা বিপদাশঙ্কায় পলায়নোন্মুখ হয়, এ নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা সহকারে উহাদিগকে ধরিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া বিধেয়; এমন কি তীরস্থ বৃক্ষাদির শাখাটী পর্য্যন্ত নড়িলে উহারা আতঙ্কিত হইয়া প্রস্থান করে, জলোপরি ছিপ সজোরে ত্যাগ জন্য জল নড়িলে উহারা ভয় পায়।

বারিমধ্যে সূত্রের যে ভাগ থাকা সম্ভব, পূর্ব্বে মৎস্যধারণ স্থানের গভীরতার পরিমাণানুসারে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। পঙ্ক হইতে অধিক কি অল্প ব্যবধানে সূত্র থাকিলে কণ্টকবিদ্ধ চার জলাশয়গর্ভস্থ পঙ্কে পতিত, কি অধিক উপরে ভাসিতে থাকে, এই কারণে মৎস্যগণ সহসা চার আহার করে না। জলের বর্ণ অনুসারে সূত্রের বর্ণ হইলে মৎস্য-গণ ভয় প্রাপ্ত হয় না। এজন্য সূত্রবর্ণ জলবর্ণ সম হইলে ভাল হয়, অন্ততঃ যে ভাগ বারি মধ্যে থাকা সম্ভব তাহার এরূপ বর্ণ হওয়া আবশ্যক।

চার। মৎস্যের নিত্য কি নৈমিত্তিক আহার্য্য বস্তু দ্বারা চার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মৎস্যেরা সর্ব্বভুক্, এজন্য নানাবিধ চার দ্বারা উহা-দিগকে প্রলোভিত করা হয়। যে জলাশয়ে সর্ব্বদা মনুষ্যে অন্নপ্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তথায় উত্তম ও সুখাদ্য চার ব্যতীত মৎস্যগণকে আকৃষ্ট করা সুকঠিন। কিন্তু যে জলা-শয়ে মনুষ্যের গতিবিধি হয় না, অথবা যে সরোবরে অন্ন প্রভৃতি খাদ্যাদি নিক্ষিপ্ত হয় না, তথায় যে কোন চারেতেই মৎস্য ধরা যায়। বিশেষতঃ মৎস্য ভেদে রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। যে চার দ্বারা রোহিতাদি মৎস্য ধরা যায়, তাহা দ্বারা ভাকুট, পাঙ্গাস প্রভৃতি মৎস্য ধরা আয়াস সাধ্য। বৃহৎ মৎ-স্যের চার পৃথক, আর ক্ষুদ্র মৎস্যের চার ভিন্নপ্রকার, কারণ ইহাদের অবয়ব ও জাতি ভেদে খাদ্যাদিরও প্রভেদ লক্ষিত হয়। জলজ কীটাদি মৎস্যে সদা সর্ব্বদাই আহার করে, এজন্য উক্ত কীটাদি আহার বাসনা প্রবল হয়। চারে

জলজ কীট ও ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবহৃত হয়; স্থলজ কীট, পতঙ্গ, ফল ও শস্যের চার দ্বারাও মৎস্য ধৃত হয়। যে জলাশয়ে মৎস্যে সর্ব্বদা অন্নাদি আহার করে, তথায় অন্নের চার দ্বারা মৎস্য ধরা যায়। স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন চার আবশ্যক হয়। মাংসেরও উত্তম চার হয়। কেঁচুয়া, বোলতার টোপ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য, কীট, পতঙ্গাদি দ্বারা অনেক মৎস্য ধৃত হয়। পিষ্টকাদি দ্বারা এবং দগ্ধ পিঠলী ও রুটী দ্বারা শফরি মৎস্য ধরা যায়।

রোহিত ও মৃগেল মৎস্য আকৃষ্ট করিবার জন্য অনেক চার ব্যবহার হয়। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছিঃ—

১। মেথি, কুঁড়, খোল, নাগরমুথা, মৌরি, জীরা ও চাউল সমভাগে একত্র করিয়া ভাজিয়া পরে উহা চূর্ণ করিয়া, কঠিন মৃত্তিকা সহ জলে নিক্ষেপ করিলে মৎস্যগন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আকৃষ্ট হয়।

২। জটামাংসী, সুরামাংসী, জাফরান, সমভাবে একত্র করিয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া কঠিন মৃত্তিকা সহ জলে নিক্ষেপ করিলে মৎস্যগণ আকৃষ্ট হয়।

৩। চিড়া ঘৃতে মাখিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে মৎস্য আকৃষ্ট হয়।

৪। আমা পোড়ের লুড়ি ইট ঘৃতে ভাজিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে মৎস্য প্রলোভ বশতঃ আকৃষ্ট হয়।

৫। পাকা তালের শাঁসে উত্তম চার হয়।

৬। এলাচি, পচা পাতা, দোনা, চন্দ্রচূর, গোলাপ

ফুলের পাপড়ি, শৈলজ, তওয়াজ কাষ্ঠ, গন্ধমাত্রা, কটুওরা ফুলের বীচি, কাকলার ফল সমভাগে রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিলে উত্তম চার হয়।

৭। রশুন পিষ্ট করিলে উত্তম চার হয়।

কৃত্রিম কীট পতঙ্গাদি প্রস্তুত করিয়া মৎস্য ধরা হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে অনেকে এই ব্যবসায় হইতে বিশেষ লাভ করিয়া থাকেন। যদিচ আমাদের দেশে সকল সময়ে কীট পতঙ্গাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়ায় এরূপ কৃত্রিম কীট পতঙ্গাদি প্রস্তুত অনাবশ্যক, কিন্তু কৃত্রিম কীট পতঙ্গাদির পরীক্ষা ব্যতীত এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা যায় না। পরীক্ষা ব্যতীত কোন শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়, বিশেষতঃ এরূপ সংশয়াত্মক বুদ্ধি থাকায় বিস্তর আবশ্যকীয় এবং মঙ্গলদায়ক শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।

হাতসূতায় স্থির মৎস্য ধৃত হয়। বর্দ্ধমান অঞ্চলে তগী দ্বারা মৎস্য ধৃত করিতে অনেকের সাতিশয় উৎসাহ দৃষ্ট হয়। তগী (হাতসূত) ১০০।১৫০ হস্ত লম্বা সূতা, ইহা ৪০ নং গুটি সূতা পাকাইয়া প্রস্তুত হয়, পরে গাবের আঠা দ্বারা উহারা বর্ণান্তর করা হয়। সূতায় কি জালে গাবের ছোপ দিলে উহা জলে সহসা নষ্ট হয় না। গাব কুটিয়া ভিজাইয়া রাখিলে উহার যে কস বাহির হয়, তদ্দ্বারা গাব করা হয়। দামোদরে তগীতে মৎস্য ধৃত করিতে হইলে প্রবল স্রোতে উহা ভাসিয়া না যায়, এজন্য উহার অগ্র ভাগে পাথর অথবা কোন ধাতুদ্রব্য বাঁধিয়া ভারী করা হয়।

পরে কেঁচো প্রভৃতি টোপ গাঁথিয়া, আবদ্ধ পাথরে আঁটালো মাটী ও মসলা একত্র দলা করিয়া তগী সবেগে ত্যাগ করা হয়। উহার শেষ ভাগে একটী শরকাটী উপরে এরূপ কৌশলে রাখা হয়, যে মৎস্য কণ্টক বিদ্ধ হইলেই, শরোপরিস্থ সূত্র স্খলিত হইয়া পড়ে । তখন হস্তস্থিত সূত্র সজোরে টানিলে মৎস্য সম্যক রূপে আবদ্ধ হইয়া সূত্রকণ্টক হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে ইতস্ততঃ বারিমধ্যে বিচরণ করিতে থাকে, ইহাকে তগী-খেল বলে। তগীতে দুই মণ পর্য্যন্ত মৎস্য কূলস্থ করা যায়। আবশ্যক মতে তগীর সূত্র ত্যাগ করিতে হয়; এমন কি সময়ে সময়ে বৃহৎ মৎস্য ধৃত হইলে ২।৩ টী তগীর সূত্র ত্যাগ করা আবশ্যক হয়। ক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণে বল হ্রাস হওয়ায় মৎস্য ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কখন কখন দুই দিবস পর্য্যন্ত তগীতে মৎস্য বিদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে হীনবল হওয়ায় মানবের বুদ্ধি বলের নিকট পরাভব স্বীকার করে। দামোদর নদীতে আশ্বিন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত তগীতে মৎস্য ধৃত হয়, আষাঢ় মাস হইতে নদীতে জল বৃদ্ধি হওয়ায় প্রবল স্রোতে তগী চলে না। স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হস্তসূত্রে মৎস্য ধরা হয়, কিন্তু মূল উপায় এক প্রকার, এ বিধায় অন্যান্য স্থানের হস্তসূত্রপ্রণালী বিস্তৃত রূপে লেখা হইল না। এমন কি প্রকাণ্ডকায় নরভুক্ কুম্ভীরও বড়িশী-বিদ্ধ হয়। সাধারণতঃ দুইটী প্রসিদ্ধ উপায়ে বড়িশী দ্বারা কুম্ভীর বধ করা যায়। শোনের রশীতে কয়েকটী বৃহৎ লৌহকণ্টক গ্রথিত করিয়া, উক্ত কণ্টকে গ্রাম্য কুক্কুট কি ছাগ বাঁধিয়া নদী কি খালের তীরে ঐ কুক্কুট

কি ছাগ রাখিযা দিলে, উহারা দৃঢ়বন্ধনজ্বালায় উচ্চরব করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন কুম্ভীরেরা ঐ শব্দ শ্রবণে এবং খাদ্য বস্তু দর্শনে, উল্লসিত মনে উহাদিগকে গ্রাস করে এবং কণ্টক-বিদ্ধ হয। উক্ত রশী কোন বৃহৎ বৃক্ষে আবদ্ধ থাকায় কুম্ভীর প্রস্থান করিতে পারে না। পরে বিস্তর গ্রামবাসী একত্র হইযা কুঠার, দা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা উহাকে বধ করে। দ্বিতীয় উপায় এই, দুই খানি জেলিয়া ডিঙ্গী নৌকায ৭।৮ জন ধীবর বা নিকারি একত্র হইযা শোণসূত্রগ্রথিত বড়িশী জলে নিক্ষেপ করত ক্রমান্বয়ে স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকা চালাইতে থাকে, কুম্ভীরেরা অধিকাংশ সময নদী বা খালের যে স্থানে অধিক জল ও স্রোত কম থাকে, এমন স্থানে আহার অনুসন্ধানে অবস্থান করে বড়িশীও ক্রমে ক্রমে টানিতে টানিতে কুম্ভীরের গাত্রে বিদ্ধ হয। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে কুম্ভীরের গাত্রোপরি উক্ত কণ্টক বিদ্ধ হয না, উহা পার্শ্বদেশেই বিদ্ধ করিবার কৌশল অবলম্বন করিতে হয তদ্ব্যতীত এই উপায ব্যর্থ হইযা যায। ঘটনাক্রমে কণ্টক পার্শ্বে বিদ্ধ হইলে, কুম্ভীর যত স্রোতে বেগে চলিতে থাকে, নৌকাও তৎসহ চালাইতে হয, বিশেষ সাবধান হইযা নৌকা না চালাইলে এ সময় কুম্ভীর অনায়াসেই নৌকাস্থ দুই এক জনকে বধ করিতে পারে। কিযদ্দূর এইরূপ গমনের পর, কুম্ভীর সম্যক্‌রূপে ভাসিযা উঠে, সে সময চরক মারিতে হয়। এই অস্ত্র সুন্দর কৌশলে [illegible] এবং ইহার মুখ অত্যন্ত ধারাল। উহার মূলে ছিদ্র থাকায, তাহাতে

শোণস্থত্র বদ্ধ থাকে এবং দূর হইতে উহা নিক্ষেপ করা যায়। চবকত্যাগকাবীব এরূপ আশ্চর্য্য হস্তকৌশল যে উহা দূব হইতে সবলে ত্যক্ত হইলে তীরবৎ কুম্ভীরের কঠিন পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং সূত্র নৌকার ত্যাগকাবীব হস্তে থাকে। এরূপ কযেকটী চবক মারিলে কুম্ভীর ক্রমশঃ হীনবল ও ক্লান্ত হয়, তথন উভয় পার্শ্ব হইতে দুই খানি নৌকা সতর্কতা সহকাবে উহার নিকট আনিতে হয় এবং উহাকে তীবাভিমুখে আনিবার চেষ্টা কবা হয়। পবে অনেক লোক একত্র হইয়া কুম্ভীরকে বধ কবা হয়।

শীত কালে অনেকে বন্দুক দ্বাবা কুম্ভীব শিকাব কবিযা থাকেন। এ উপাযে উহাদিগকে বধ কবিলে ২৪ ঘণ্টা পবে উহারা মবিয়া ভাসিরা উঠে। কুম্ভীবেবা, গুলি খাইযা, এক বাবে জল আলোডন পূর্ব্বক সবেগে জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং যথাসাধ্য দ্রুতবেগে গমন কবে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জলমধ্যে অবস্থান কবায উহাবা কি অবস্থায কাল-ক্ষেপ করে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায না। বৃহদাকাব মৎস্যও বন্দুকের গুলিতে মারা যায়।

জালে মৎস্য ধৃত করিবার প্রণালী।

জালে সর্ব্ব প্রকার মৎস্য ধৃত করা যায়। মৎস্য-জীবীরা জাল দ্বাবা অধিকাংশ মৎস্য ধরে এবং উহার বিনি-ময়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বঙ্গে জেলিয়া, ঝিকারি,

বাগ্‌দী, তিওর প্রভৃতি জাতীয় লোকে মৎস্য ধরে ও উহার ব্যবসায় করে। জেলিয়া ও নিকারিরাই বড় জালে মৎস্য ধৃত করে। বাগ্‌দী ও তিওরে প্রায়ই পাট্টা, ক্ষুদ্র জাল, দোয়াড়, ধোচনা, পোলো, চাপি, আটল, কোঁচ, বর্শা, এবং জোঙ্গড়া প্রভৃতি দ্বারা অল্প জলে, বিলে খালে, মৎস্য ধরিয়া থাকে। উহারা গ্রাম্য হাট কিম্বা নিকটস্থ পল্লীতে উহা বিক্রয় করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ধীবরেরা অধিক পরিমাণে মৎস্য ধৃত করে, আর নিকারিরা উহা ধীবরদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া হাট, বাজারে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। স্থানে স্থানে নিকারিরা মৎস্য ধৃত করিয়া থাকে এবং বিক্রয়ও করে।

জাল নানাবিধ, তন্মধ্যে যে গুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

১। বেঁওতি। ইহাকে বেল্ জাল বলে। ইহা শোণ ও কার্পাস উভয়বিধ সূত্রে প্রস্তুত হয়। ইহাতে দুইটী কাকড়া অর্থাৎ নোঙ্গর নিম্ন ভাগে ভার জন্য দেওয়া হয়, কাটী দেওয়া হয় না। নদী কি খালে ভাটার প্রথমে উহা পাতিয়া রাখিলে, স্রোতোবেগে মৎস্যগণ যতই সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে, ততই এই জালে আসিয়া আবদ্ধ হয়; ইহার মধ্য স্থলে দুইটী শলি অর্থাৎ দীর্ঘ বংশ ভূমিতে পুতিয়া রাখিতে হয় এবং এই উভয় বংশ মধ্যস্থ জাল উপর ও নীচে হাঁ করিয়া স্রোতোমুখে থাকে। এই জাল নির্ম্মাণের ব্যয় ৩০।৩৫ টাকা। সচরাচর এই জাল দৃষ্ট হয়, এজন্য ইহার সবিস্তর বর্ণন অনাবশ্যক।

২। খেপ্‌লা ও পাশ খেপলা। পল্লী গ্রামে পুষ্করিণী থাকিলে প্রত্যেক গৃহস্থেরই এক এক খানি খেপলা জাল রাখিবার বিশেষ আবশ্যক হয়। পুষ্করিণীতে সকল সময়েই এই জাল দ্বারা মৎস্য ধরা যায়। এক খানি ক্ষুদ্র খেপলা জাল বুনিতে ও জালে কাঁটী দিতে সর্ব্ব শুদ্ধ ৪।৫ টাকার অধিক ব্যয় হয় না। শোণ ও কার্পাস উভয়বিধ সূত্রেই ইহা বুনা যায়। শোণসূত্রে খেপলা বুনিতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় হয়, এজন্য অনেকে কার্পাস সূত্রে ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

৩। দড়া জাল ত্রিবিধ, কল দড়া, ঘল দড়া ও কলঘুটে দড়া। এই জাল অনেক সময় পুষ্করিণীর মৎস্য ধরিবার জন্য আবশ্যক হয়। শোণ সূত্রে ইহা বুনিতে হয়। প্রায় ১০।১১ টাকার কমে ইহা প্রস্তুত করা যায় না।

৪। ছিট্‌কে জাল। ইহাতে ঘুসা চিঙ্গড়া প্রভৃতি ভাসা ক্ষুদ্র মৎস্য ধৃত হয়। শোণ বা কার্পাস সূত্রে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা পাতিতে তিনটী বেড়ে অর্থাৎ চটার আবশ্যক হয়। এক টাকার মধ্যে এই জাল তৈয়ার হয়।

৫। পাতলা জাল। এই জালে পারসে মৎস্য ধরা হয়। ২।৩ হাত গভীর জলে এবং বিলে এই জাল পাতা হয়। প্রস্তুত কবিতে ৪।৫ টাকা ব্যয় মাত্র। শোণ ও কার্পাস উভয় বিধ সূত্রে ইহা প্রস্তুত হয়।

৬। জগৎ-বেড় জাল। পদ্মা নদীতে ইল্লীশ প্রভৃতি মৎস্য ধরিবার জন্য এই জাল পাতা হয়। ইহা ১২।১৩ জন ধীবরে টানিতে হয়। ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ, এবং প্রস্থেও নিতান্ত

কম নহে। এমন কি নদীর অর্দ্ধেকের অধিক এই জাল দ্বারা আবৃত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে ৩০০।৪০০ টাকা ব্যয় পড়িয়া থাকে।

৭। বেশাল জাল। দুই খানি সম্পূর্ণ বংশ উভয় দিকে আবদ্ধ করিয়া নৌকাযোগে এই জাল পাতা হয়। ইহাতে ভাঙ্গন, ভাকুট প্রভৃতি অনেক প্রকার মৎস্য ধৃত হয়। অথচ ৭।৮ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করা হয়। এজন্য এই জালের অধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

৮। ছাল জাল। ইল্লীশ মৎস্য ধরিবার জন্য এই জাল পাতা হয়। ইহার বহর ৯।১০ হাত, ২৫০।৩০০ হস্ত লম্বা, নদীবক্ষে দীর্ঘ করিয়া পাতা হয়। নিম্নে কাঁটীর পরিবর্ত্তে মৃণ্ময় চাকা দ্বারা উহা স্থির রাখা হয। এই চাকা কুম্ভকার-বাটী হইতে তৈয়ার বা খরিদ করিয়া আনিতে হয়। মৎস্য-গণ স্রোতোবেগে আসিয়া জালে মুখ বিদ্ধ করিয়া আবদ্ধ হয়, তখন উপরিস্থ ভাসমান শোলা নড়িতে থাকে, এবং মৎস্যজীবী উহা দর্শনে তথায় নৌকাসহ উপস্থিত হইয়া আবদ্ধ মৎস্য সংগ্রহ করে। ইহা নূতন তৈয়ার করিতে ৩০।৩৫ টাকা ব্যয় হয়, এজন্য অনেকে গঙ্গা হইতে ২।১ বৎসরের ব্যবহৃত (Second hand) জাল সুলভ মূল্যে খরিদ করিয়া আনে। ব্যবহৃত জাল ২০।২২ টাকায় খরিদ করিতে পাওয়া যায়।

৯। চাচাড়ি জাল। এই জাল খেপলার মত; কিন্তু নৌকাসাহায্য ভিন্ন ইহা ক্ষেপণ করা যায় না। ডিঙ্গি নৌকার উভয় দিকে লম্বাভাবে এই জাল সাজাইয়া সুন্দর কৌশলে

ইহা ক্ষেপিত করা হয়। ইহা ক্রমে ক্রমে ছাড়িতে হয়। আবার ক্রমে ক্রমে ইহা তুলিতে হয়। জাল যতদূর ব্যাপিয়া পড়ে, তাহার মধ্যে যে কোন মৎস্য থাকুক না কেন, সমস্তই জালবদ্ধ হয়। এই জালে ভাকুট, রেখা, রুচো প্রভৃতি হইতে চিঙ্গিড়ী মৎস্য পর্য্যন্ত ধৃত হয়। তিন জন লোকের কমে ইহা ফেলিতে পারা যায় না। নৌকার উভয় দিকে দুই জনকে ডিঙ্গি বাহিতে হয় এবং এক জন মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহা ক্রমশঃ ত্যাগ করে। জাল প্রস্তত করিতে ১৬।১৭ টাকা ব্যয় আবশ্যক। শোণ এবং কার্পাস উভয় সূত্রেই ইহা প্রস্তত হয়, অধিকাংশ শোণ সূত্রে তৈয়ার হয়। ইহাতে জাল-কণ্টক (কাঁটী) দেওয়া হয়।

১০। শাঙ্গড়া জাল। এই জাল ১৫।১৬ হস্ত লম্বা, দুইটী নালী অর্থাৎ চটা দ্বারা ভাসাইয়া দেওয়া হয়। নৌকাও তৎসহ বাহিয়া যায়। জাল একটী সূত্র দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ইহাতে ইল্লিশ মৎস্য ধৃত হয়। এই জাল প্রস্তত করিতে প্রায় ৩।৪ টাকা ব্যয় আবশ্যক।

১১। বাঁশ জাল। এই জাল প্রায় বেশাল জালের ন্যায়, তবে ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহা প্রস্তত করিতে ৪।৫ টাকা ব্যয় আবশ্যক।

১২। খড়া জাল। ইহাতে ক্ষুদ্র মৎস্য ধরা হয়। প্রস্তত করিতে ২।৩ টাকা ব্যয়।

১৩। গোপা জাল। ইহা দ্বারা নদীতীরস্থ বৃক্ষ ও গুল্মাদি বেষ্টন করিয়া মৎস্য ধৃত হয়। প্রস্তত করিতে ৭।৮ টাকা ব্যয় হয়।

১৪। আঁটন জাল, ফাঁসন জাল। এই জাল পাতিয়া রাখিলে মৎস্যগণ স্রোতোবেগে ইহাতে আসিয়া আবদ্ধ হয়। প্রস্তুত করিতে ১০।১২ টাকা ব্যয়। এই জাল খালে ভাটার সময় পাতা হয়।

১৫। চাক জাল। ইহা চক্রাকার, একখানি চালুনির ন্যায়, ইহা দ্বারা জল ছেঁকিয়া মৎস্য ধৃত করা যায়। এই জালেও ভাসা মৎস্য ধরা যায়। ইহা প্রস্তুত করিতে ১।১।০ টাকা ব্যয় আবশ্যক। ছোট ছোট খালে ইহা পাতা হয়।

১৬। চাবি জাল। এই জাল বাঁওড়ে এবং বিলের ক্ষুদ্র খালে ব্যবহৃত হয়। ইহার মুখ সরু, ক্রমশঃ প্রশস্ত, খেপলা জালের ন্যায়, ইহা জলে নিক্ষেপ করিয়া পরে কোঁচ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা মধ্যস্থিত মৎস্য বধ করা হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে ৬।৭ টাকাব অধিক ব্যয় হয় না।

১৭। খুটে জাল। ইহাতে ইল্লিশ মৎস্য ধৃত হয়, ইহা অত্যন্ত লম্বা। প্রস্তুত করিতে ৩।৪ টাকা ব্যয় হয়।

১৮। পাঁজ জাল। এই জাল নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, একটী কি দুইটী কাল জালা ভাসাইয়া তাহাতে জাল আবদ্ধ করিয়া, স্রোতের অভিমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, মৎস্যগণ স্রোতোবেগে ইহাতে আসিয়া বদ্ধ হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় ২০।২২ টাকা ব্যয় হয়।

১৯। ধলি জাল। এই জাল দ্বারা বাঁওড়ে বিলে ও খালে মৎস্য ধৃত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে ৪।৫ টাকা বায়। ইহাতে খয়েরা মৎস্য অধিক ধৃত হয়।

২০। কোনা জাল। ইহার নিম্নে কাঁটী দেওয়া থাকে

না, নদীতে ভাসাইয়া রাখা হয়। ইহা অত্যন্ত লম্বা। এই জালে ইল্লীশ মৎস্য ধৃত হয়। নূতন জাল প্রস্তুত করিতে ১৬।১৭ টাকা ব্যয়; পুরাতন জাল ৭।৮ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

২১। পাট্টা জাল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালে এই জাল ব্যবহার করা হয়। ইহা পাতিয়া রাখিলে ভাটার সময় মৎস্যদল ইহাতে আবদ্ধ অবস্থায় খাল গর্ভে পতিত থাকে; তখন অবাধে মৎস্যগণকে ঘেরাও করা যায়। ইহা প্রস্তুত করিতে ৫।৬ টাকা ব্যয় হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জালের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু তাহা প্রায় উল্লিখিত জালের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, এজন্য কতকগুলির নাম দেওয়া গেল না। এই সমস্ত জালের নাম বিবরণ অশিক্ষিত মৎস্যজীবীদিগের নিকট শ্রুত হইয়া লেখা গেল; ইহাতে ভ্রম হইবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা, এজন্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

জাল এমনি নৈপুণ্যের সহিত প্রস্তুত হয়, যে মৎস্যগণ বল ও কৌশল কোন উপায়ে ইহা হইতে পরিত্রাণ পায় না। তবে ক্ষুদ্র মৎস্যের জালে বৃহদাকার মৎস্য আবদ্ধ হইলে স্বীয় বলে জাল ছিন্ন করত প্রস্থান করে। সময় সময় মৎস্যধারীর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত মৎস্যগণ প্রস্থান করে। আমাদের দেশে নির্ব্বোধ লোকেরাই জাল দ্বারা মৎস্য ধৃত করে। বহুদর্শিতা ও অভ্যাস গুণেই আবশ্যকীয় নিপুণতা সময় সময় প্রকাশ করিয়া থাকে, অধিকাংশ স্থলে পরিশ্রমানুরূপ কৃতকার্য্য হয় না। অর্থাভাব নিবন্ধন অনেক জাল এক্ষণে

ব্যবহার হয় না; ইহাও ধৃত মৎস্যের সংখ্যা ক্রমশই অল্প হইবার একটী কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। মৎস্যের মূল্য উচিত মত প্রাপ্ত না হওয়ায় সামান্যতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালে স্বল্পায়াসে প্রতিদিন যে পরিমাণে মৎস্য ধৃত করিতে পারে, মৎস্যজীবীরা তাহাতেই নিশ্চিন্ত হয়। আবার অনেকে স্বীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য এবং নৌকা-চালনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমাদের মতে ক্ষুদ্র মৎস্য ধৃত করা অবিধেয়, কারণ ক্ষুদ্র মৎস্য সহজ উপায়ে বিনা আয়াসে ধৃত হয় বলিয়া ইহা অধিক পরিমাণে নষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে মৎস্য-সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইবার সম্ভবনা।

সাধারণ শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টা ব্যতীত এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ে উন্নতির আশা নাই। অনেক সময় গমনাগমনের দুর্গমতা জন্য ধৃত মৎস্য গুলি সামান্য মূল্যে বিক্রীত হয়। জেলিয়ারা নিকারিদিগকে উপস্থিত মতে সামান্য ধৃত মৎস্য বিক্রয় করিয়া শ্রম অপনয়ন করে। বর্ষাকালে নদীর কলেবর-বৃদ্ধি জন্য জালে তাদৃশ মৎস্য ধৃত হয় না, আশ্বিন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অনেক মৎস্য ধৃত হয়। আমাদের দেশে মৎস্য ধৃত করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, যাহার যেখানে অভিরুচি, সে তথায় মৎস্য ধৃত করিয়া থাকে। মৎস্যজীবীদের বাসের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, তবে নদী-তীরে স্থানে স্থানে ইহাদের কয়েকটী পরিবার এক স্থানে বাস করে, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মৎস্য ধরে। ইহারা সুন্দর বনের লবণাম্বু খালে কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য ধরিয়া থাকে; তাহাতেই সাময়িক সচ্ছলতা সহকারে সাংসারিক ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করে। শীতকালে সুন্দরবন ও আবাদ অঞ্চলের বদ্ধ খাল গুলিতে বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়, ইহা অত্যন্ত সুস্বাদু এবং তৈলাক্ত। জেলিয়া, বাগ্দী তিওর প্রভৃতি জাতীয় লোকে এই সমস্ত খালের জলকর স্বত্ব আবাদকরের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে খরিদ করিয়া আবদ্ধ খালের মৎস্যগুলি ক্রমে ক্রমে ধরিয়া বিক্রয় করে। ইহাদের দেয় খাজনাকে জলকর বলা যায়। খালের মৎস্য ধৃত করিয়া ইহারা প্রচুর লাভ করিয়া থাকে।

শীতাগমে ধীবরেরা সুন্দর বনের নদী গুলিতে অনেকে একত্র হইয়া মৎস্য ধরিতে গমন করে, ইহাকে " বেসেড়া " বলে। সময় সময় ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্র সন্নিকটে গমন করে। শ্রুত হওয়া যায়, সাগর-নিকটস্থ নদীতে বিস্তর মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; এমন কি, কোন কোন সময় জাল টানিয়া উত্তোলন করা ভার ও কষ্ট কর হয়; এজন্য কিয়দংশ মৎস্য গ্রহণ করিয়া অপর মৎস্য গুলি পরিত্যাগ করিতে হয়। এই মৎস্য জানুকেরা কলিকাতায় চালান দেয়। যদি মৎস্যধারীদিগের সহিত অধিক পরিমাণে নৌকা থাকে, এবং অর্থের ও খাদ্য দ্রব্যাদির অভাব না হয়, তাহা হইলে সমস্ত মৎস্যই আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি; আর সুলভ মূল্যে সে সমস্ত ক্রয় করা যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে যত্ন হইলে বিস্তর উন্নতি হইতে পারে এবং এই হিতকর ও আয়বিশিষ্ট কারবার দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে।

জাল ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও মৎস্য ধৃত হয়। ধোচনা, পাট্টা, দোয়াড়, পোলো, চাপি, আটল, কোঁচ, বর্ষা এবং জোঙ্গড়া, দ্বারা অনেক মৎস্য ধৃত হয়।

পাট্টা, ধোচনা, চাপি, আটল দ্বারা বাগ্দী ও তিওর-জাতীয়েরা মৎস্য ধরে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল, নালা, বিল ও ধান্য-ক্ষেত্রে ইহারা মৎস্য ধরিয়া, উহা বিক্রয়পুরঃসর জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বর্ষা কালে ধান্য ক্ষেত্রে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়। এই সমস্ত মৎস্যের ধারণ-যন্ত্র মধ্যে একটী প্রস্তুত করিতে ব্যয় ঊর্দ্ধ এক টাকা পড়ে, এ জন্য কৃষকেরাও অনেক সময়ে ইহা দ্বারা মৎস্য ধৃত করে।

বাখর গঞ্জ, ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলার লোকেরা বিলের মধ্যে এক একটী ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ ও সেই রূপ প্রস্থ খাদ করিয়া, সে গুলি ৪।৫ হস্ত গভীর করে। বর্ষাকালে উক্ত খাদসমূহ জলে পরিপূর্ণ হয়; পরে মেঘান্ত ঋতুতে যখন বিলের জল কমিতে থাকে, তখন বিলস্থ মৎস্যগণ ইতস্ততঃ জল অভাবে ঐ সমস্ত খাদে আসিয়া বাস করিতে থাকে; মালা জেলিয়ারা মাঘ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ঐ সকল খাদ হইতে মৎস্য ধৃত করে। খাদস্থ বারিসিঞ্চনকে "কুনি ছেঁচা" বলে। ২৪ পরগণার বাগ্দী ও তিওরেরাও এই উপায়ে বিলের মৎস্য ধৃত করে।

বর্ষা দ্বারা আশ্চর্য্য কৌশলে কবয়ী (কই) মৎস্য ধৃত হয়। এক খণ্ড চটার উভয় মুখ সরু করিয়া একত্র করিয়া অগ্র-ভাগে একটী পতঙ্গ (খড়িঙ্গ প্রভৃতি) বিদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। কবয়ী মৎস্য যেমন পতঙ্গ গ্রাস করে, অমনি চটার

উভয় দিক্ সজোরে ফাক্ হওয়াতে উহার গলাসির দুই দিকে টান পড়ে, নির্ব্বোধ মৎস্যেরা এই অবস্থায় বিলে পতিত থাকে ; মৎস্যধারী আসিয়া উহাদিগকে ধৃত করে। এই উপায়ে বর্ষাকালে বিস্তর কবয়ী মৎস্য ধৃত হয়। তিওরেরাও চটার বর্ষা প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত পটু, ইহাতে কিছু মাত্র ব্যয় নাই, অথচ বিস্তর মৎস্য সুন্দর উপায়ে ধৃত হয়। অন্য কোন মৎস্য এ প্রণালীতে ধৃত হয়, এমত শ্রুত হওয়া যায় না।

কখন কখন ধেড়িয়ার সাহায্যে মৎস্য ধৃত হয়। মৎস্য-জীবীরা জাল পাতিয়া সম্মুখে ধেড়িয়া ছাড়িয়া দেয়, তখন সে জলমধ্যস্থ মৎস্যগণকে বিতাড়িত করিয়া জালে বদ্ধ করিয়া দেয়, এবং নিজেও পরিতোষপূর্ব্বক মৎস্যাহার করে।

কৃষকগণ ভূমি কর্ষণ কালে অবকাশ পাইলে পোলো, ঘোচনা প্রভৃতি দ্বারা মৎস্য ধৃত করে। এ গতিকে কোন কোন দিন উহারা প্রচুর মৎস্য ধৃত করে, সাংসারিক-প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশিগণকে বিতরণ করে।

ষ্টেটস্মেন সংবাদ পত্রে এক খানি ফরাসী সংবাদ পত্র হইতে একটী সংবাদ উদ্ধৃত হয়, তাহা পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, রাত্রি কালে তাড়িত সাহায্যে মৎস্য ধৃত হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে এক রাত্রে এই অভিনব প্রণালীতে মৎস্য ধৃত হইয়াছিল। একটী স্বচ্ছ গেলাসের গোলকের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোক দেওয়া হয়, এবং গটা পার্চার দুইটী নল দ্বারা উক্ত গোলকে তাড়িত

প্রবিষ্ট করা হয়; নিকটবর্ত্তী নৌকা হইতেই এই বিদ্যুৎ প্রেরিত হইয়া থাকে। গোল লণ্ঠন এরূপ কৌশলে স্থাপিত হয় যে অনায়াসে উহা ভাসান কি ডুবান যাইতে পারে। পরে লণ্ঠনমধ্যস্থ (কারবন) অঙ্গারজান বাষ্প জ্বালিয়া দিবার পর সমুদ্রের নিকটস্থ স্থান উজ্জ্বল আলোকময় হইলে, নির্ব্বোধ মৎস্যগণ সৌদামিনীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া দ্রুতবেগে লণ্ঠন সমীপে ধাবিত হইতে থাকে; তখন মৎস্য-ধারণ-নৌকা হইতে জাল নিক্ষেপ করিয়া লণ্ঠনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া লণ্টন উঠাইয়া লওয়া হয়। এ উপায়ে এক রাত্রে এত অধিক মৎস্য ধৃত হয় যে এ প্রণালী সর্ব্বদা অবলম্বন করিলে পাছে মৎস্য-বংশ ধ্বংস হয়, এই ভয়ে এ প্রথার প্রচলনপক্ষে গবর্ণমেণ্ট অনেক ইতস্ততঃ করিতেছেন। বিশেষতঃ সৌদামিনীকে লইযা এরূপ ক্রীড়া করিলে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে। যন্ত্র-পরীক্ষা জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এ উপায়ে মৎস্য ধৃত করিবার নিমিত্ত সাময়িক আদেশ করেন মাত্র।

আমরা এমনি নিরুদ্যম যে, এই অত্যাবশ্যকীয়, স্বাদু, নিত্যখাদ্য জীব ধরিবার উপযোগী জালাদির উন্নতি জন্য কোন চেষ্টাই করি না; অশিক্ষিত, নির্ধন, নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর সম্যক্ নির্ভর করিয়া পরম সুখে নিত্য উহা আহার করি; বরং সময় সময় সুলভ মূল্যে উহা ক্রয় করিতে না পাইলে মৎস্যজীবীদিগকে নানাবিধ তিরস্কার করিতেও লজ্জা বোধ করি না। আমরা ভ্রমেও একবার চিন্তা করি না যে, তাহারা অতি নিঃস্ব অবস্থায় সংসারযাত্রা

নির্ব্বাহ করিয়া মূল্যবৎ জালাদি প্রস্তুত করিতে পারে না। আমরা মনেও করি না যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত জালের উন্নতি ও মৎস্য ধরিবার কৌশল কদাচ নিরক্ষর লোকে অবগত হইতে পারে না।

মৎস্য-ধারণ-ব্যবসা ক্রমে অলাভ-জনক হইতেছে; সাধারণে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ব্যবসায়ের উন্নতি জন্য সচেষ্ট না হইলে দেশের অর্থাগম বৃদ্ধি হইবে না। মৎস্যজীবীদিগের রীতিমত শিক্ষা বা উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। এমন কি ইহাদের ব্যবসায় আবদ্ধ করিবার উপযুক্ত মূলধন-সংগ্রহ হওয়াও সুকঠিন। আপনা আপনি স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনের নিকট কত শিক্ষা করিবে? সুতরাং নিজ নিজ অনুন্নত বুদ্ধিতে যত দূর উন্নতি সম্ভবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, ভিন্নদেশীয় মৎস্য-ধারণোপায় কিম্বা অভিনব বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদি সাহায্যে কোন দেশে কি উপায়ে মৎস্য ধৃত হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

সভ্যদেশীয়দিগের সকল বিষয়েই পুস্তক রচিত হয়। এক দেশে কোন সত্যের আবিষ্কার হইলে উহা অতি অল্প সময় মধ্যে সংবাদপত্রাদি সাহায্যে সকলদেশময় প্রচার হইয়া পড়ে, এবং সকলে তাহা পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করিতে পারেন; ক্রমে অনেকের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা একত্র সমাবেশিত হওয়াতে তদ্বিষয়ে উন্নতির একশেষ হয়। কিন্তু আমরা আদিম কালে যে উপায়ে মৎস্য ধৃত করিতাম, অদ্যাপিও সেই উপায়ে মৎস্য ধরিয়া থাকি;

কত কাল যে এই অসম্পূর্ণ উপায়ে আমাদিগকে মৎস্য ধরিতে হইবে, তাহা স্থির করা সুকঠিন। উদাসীনতায় ও অর্থাভাবে আমাদের প্রাচীন শিল্পগুলির অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হইলে শ্রমজীবীদিগকে আলস্যে কাল হরণ করিতে হয় না, আমাদিগকেও রাজ-সেবা প্রভৃতির জন্য তাদৃশ লালায়িত হইতে হয় না। সকল বিষয়ে অদৃষ্ট ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কোন কালে আমাদের আশানুরূপ অর্থাগম হইবে না। দেশে অর্থাগম ব্যতীত শিক্ষা বিস্তার হইবে না, শিক্ষা বিস্তার না হইলে রাজনৈতিক আন্দোলনে ও নূতন সত্যের আবিষ্কার বিষয়েও সক্ষম হইব না।

অনেক গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে আমরা উদাসীন থাকিয়া তদ্ব্যবসায়ীদিগকে, সাময়িক অভাব পরিপূরণে বিলম্ব হইলে, অযথা তিরস্কার করিয়া থাকি। ধোপা বস্ত্রাদি ধৌত করিতে বিলম্ব করিলে কিম্বা দরজি বস্ত্র সেলাই করিতে বিলম্ব করিলে কতই তিরস্কার করি, কিন্তু কি গতিকে যন্ত্রসাহায্যে সহজ উপায়ে স্বল্প সময় মধ্যে এই সমস্ত ও অন্যবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সমাধা হইবে তাহা চিন্তা করি না। মৎস্যজীবীরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য ধরিতে কেন অক্ষম, সেবিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, যন্ত্রোপযোগী দ্রব্যাদির মূল্যাধিক্য প্রযুক্ত এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা উৎসাহ না পাওয়াতে উহাদের অধিক শ্রম করিয়া মৎস্য ধৃত করিতে আগ্রহ হয় না। বৃহৎ জালাদি প্রস্তুত করিতে অধিক

অর্থের প্রয়োজন, এজন্য স্বল্পায়বান্ ব্যক্তি মূলধন ব্যতীত জালাদির দ্বারা এবং পুরাতন ছিন্ন জাল গুলিতে যতদূর সম্ভব, তত মৎস্য ধৃত করিয়া জীবনযাপন করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশ সমূহে জালে মৎস্য ধারণপ্রণালীর যেরূপ দৈনন্দিন উন্নতি হইতেছে, সংবাদ পত্রাদিতে তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিমোহিত হইতে হয়। এ প্রণালীর উন্নতি করিতে হইলে প্রথমতঃ মূলধনের আবশ্যক; ধীবর প্রভৃতি মৎস্যজীবীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার আবশ্যক; ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি উপায়ে জালের উন্নতি হইতেছে তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক এবং স্থানে স্থানে মৎস্যপ্রদর্শনী মেলা স্থাপনার চেষ্টা করা ও মধ্যে মধ্যে মৎস্যজীবীদিগকে পারিতোষিক দান করাও আবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়।

—o—

মৎস্যপ্রধান স্থান।

বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে বঙ্গ দেশই মৎস্যপ্রধান স্থান। বঙ্গে অনেক গুলি নদী থাকায় সকল সময়েই মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গে অনেক নদী থাকায় এবং সমুদ্র নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ও অঞ্চলে বিস্তর মৎস্য পাওয়া যায়। বিহার প্রদেশস্থ মৎস্য সুস্বাদু নহে, এবং অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়াও যায় না। উৎকলে যদিও মৎস্য-বহুল স্থান আছে বটে, কিন্তু মৎস্য-ধারণ পক্ষে

উৎকলবাসীদের তাদৃশ উৎসাহ ও যত্ন নাই। বঙ্গে কোন্ কোন্ মৎস্য প্রসিদ্ধ তাহা স্থির করা সুকঠিন, তবে যতদূর জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, যশোহরে কবয়ী ; ঢাকা ও ফরিদপুরে চাঁই, ইল্লীশ, কবয়ী ইত্যাদি ; বাখরগঞ্জে কবয়ী, শাল, মদ্গুর প্রভৃতি এবং চব্বিশ পরগণা ও খুলনিয়া জেলার লবনাম্বু খাল ও নদী সমূহে বিস্তর সুস্বাদু মৎস্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভাঙ্গান, ভাকুট, রেখা, পায়রাতেলী, কুচো, পারসে, গল্দা চিঙ্গড়ী প্রভৃতি প্রধান। গঙ্গার ইল্লীশ ও তপস্বী মৎস্য অত্যন্ত সুস্বাদু।

ঢাকা ও ফরিদপুর হইতে লবণ দ্বারা রক্ষিত ইল্লীশ মৎস্য কলিকাতায় আমদানি ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট হইতে রৌদ্র-শুষ্ক মৎস্য বিক্রয়ার্থ কলিকাতায আমদানি হইয়া থাকে। সাহেব ফিরিঙ্গি এবং ইতর শ্রেণীর মুসলমানেরাই ইহা ভক্ষণ করে।

অনেকে গোয়ালন্দ হইতে পদ্মার মৎস্য ক্রয় করিয়া রেল পথে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আমদানি করেন, আর এই কারবারে বিস্তর লাভ করেন। মৎস্যের গাড়ি শিবাদহে আসিলে অনেক ক্রেতা উপস্থিত হয়। এ ব্যবসায়ের এক্ষণে এত অধিক উন্নতি হইয়াছে যে পূর্ব্ব-বঙ্গ-রেলওয়ের মৎস্য-বহনের পৃথক্ গাড়ি রাখিতে হইয়াছে। গত বৎসর মৎস্যের আমদানি কম পড়ায় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপ তদন্ত হয়। রোহিত ও ইল্লীশ মৎস্যই রেলে আমদানি হয়।

কৈবর্ত্ত (ঝালো, মালো), নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান এবং

নিকারিরা নৌকাযোগে বাখরগঞ্জ, যশোহর, ঢাকা ও ফরিদপুর হইতে কলিকাতায় মৎস্য আমদানি করে। মৎস্যব্যবসায়ীরা শাল, চ্যাঙ, মদ্গুর, শৃঙ্গী, কবয়ী, খল্লিশ, গজাড় প্রভৃতি জাওলা মৎস্য নৌকার জলে জীয়াইয়া সজীব অবস্থায় খিদিরপুরে ও চিঙ্গড়ি ঘাটায় বিক্রয়ার্থ আমদানি করে। কলিকাতার অন্তঃপাতী চিঙ্গড়িঘাটায় একটী প্রসিদ্ধ মৎস্য বিক্রয়ের হাট আছে। কয়েক জন আড়তদার মৎস্য-বিক্রয়-কারবারে বিস্তর লাভ করিয়া থাকেন। মৎস্য আমদানি হইলে তরণীস্থ সমস্ত মৎস্যই ইঁহারা ক্রয় করিয়া, দৈনিক বিক্রেতা (ফড়িয়া)দিগকে উহা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করেন। এই কারবারে অনেক গুলি লোকের জীবনোপায় হয়। চিঙ্গড়িঘাটায় সুন্দর-বন-ধৃত লোণা মৎস্যও বিক্রীত হয়। কলিকাতা মিউনিসিপালটী কর্ত্তৃক ধাপায় একটী মৎস্য আমদানি ঘাট স্থাপিত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া যায়, মিউনিসিপাল কমিশনারগণ ইহাতে বিশেষ লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—o—

মৎস্য-পাক-প্রণালী।

মৎস্য নিত্য আহার্য্য মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় ইহা মানব জাতির অতি আবশ্যকীয় বস্তু। অধিকাংশ লোকে মৎস্য আহার করেন; অনেকে ইহার ধারণ ও বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইহার গুণে

সবল ও সুস্থ অবস্থায় কাল হরণ করিতেছেন। দীন দুঃখীর আহারোপায়, এবং ধনীর উত্তম ভোজনের কারণ মৎস্য সকল কালেই মানবের একটী প্রধান, হিতকর আহার্য্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। ধর্ম্ম শাস্ত্রে মৎস্য-আহার-বিধি থাকায় ইহা পুরাকাল হইতে মানব জাতির খাদ্যরূপে ব্যবস্থাপিত আছে, তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক পঞ্চ মকার মৎস্য ব্যতীত সংগৃহীত করিবার উপায় নাই। আয়ুর্ব্বেদেও মৎস্য আহারের বিধি আছে। যদিচ কৃষি কার্য্যের উন্নতি সহকারে উদ্ভিদ্ পদার্থ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায়, আজ কাল মৎস্য আহার্য্য মধ্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হয় না, তথাচ ইহা ব্যতীত অনেকের পরিতোষপূর্ব্বক আহার হয় না। বিলাসিতা সহ আহার আবশ্যক হইলে মৎস্য ভোজন অবশ্যই করিতে হয়। অনেক বন্য ও বর্ব্বর জাতীয় লোক মৎস্য আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে, কারণ সামান্য আয়াসে উহা ধৃত করা যায়। সমুদ্র-তীর-বাসী আদিম লোকেরা অদ্যাপি মৎস্যাই অধিক পরিমাণে আহার করিয়া থাকে।

শীতপ্রধান গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা চিরন্তন শীতাধিক্য প্রযুক্ত এবং অনবরত বরফ-পাত নিবন্ধন শস্যাদি উৎপন্ন করিতে অক্ষম, সুতরাং অনেক সময়ে উহাদিগকে সীল মৎস্য ও তিমি প্রভৃতি মৎস্য এবং রেনডীয়ার নামক পশু আহার করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। গ্রীণল্যাণ্ডবাসীরা সীল মৎস্যের চর্ম্ম দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া

শীত নিবারণ করে ; ইহা দ্বারা তাহারা গৃহাদির জানালার ও তাঁবুর আবরণও প্রস্তুত করে, এবং ইহার অস্থি দ্বারা আশ্চর্য্য কৌশলে মৎস্য-বেধক বর্শা ও বড়িশী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আবার এই অস্থি চূর্ণে রুটি প্রস্তুত করিয়া আপনারা আহার করে এবং আপনাদের গৃহপালিত পশু গুলিকে আহার করায়।

সভ্যতা-বিস্তার হওয়ায় মৎস্য-পাক প্রণালীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। মানবেরা আদিম অবস্থায় আম মৎস্য ভক্ষণ করিত। ক্রমে দগ্ধ করিয়া আহার করিবার রীতি প্রচলিত হয় ; পরে শিল্পের উন্নতিসহকারে, মানব যেমন সভ্য হইতে লাগিলেন, মৎস্য-পাক-প্রণালীরও তেমনি শিক্ষা বিস্তার হইতে লাগিল। সাধারণতঃ সিদ্ধ করিয়া, ভাজিয়া, শস্তোলন করিয়া এবং দগ্ধ করিয়া মৎস্য আহার করা যায়। ঝোল, ভাজা, অম্ল, আক্‌নী প্রভৃতি ব্যঞ্জন রূপে মৎস্য পাক ক্রিয়া সমাহিত হইয়া থাকে। (আক্‌নীর পারস্য নাম এথ্‌নি ; সংস্কৃত তক্র-মাংস।) পাক-কার্য্যে আমাদের দেশে হণ্ডিকা (হাড়ি) সরা, মালসা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, স্বাস্থ্য-রক্ষা পক্ষে মৃণ্ময় পাত্রেই রন্ধন-কার্য্য অধিক প্রশস্ত। মৃণ্ময় পাত্র সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়ায় গৃহস্থ মাত্রেই ইহা দ্বারা পাক-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। বঙ্গে স্ত্রী-জাতির অন্য কোন বিষয়ে স্বাধীনতা না থাকিলেও পাক-কার্য্যে সম্যক্‌ স্বাধীনতা আছে। কি হিন্দু কি মুসলমান সকল জাতীয় লোকেই স্ত্রীলোকের প্রতি এই অত্যাবশ্যকীয় রন্ধন-কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

পাকবিষয়ে অনেক রহস্য অদ্যাপি সাধারণ্যে জ্ঞাত না থাকায় সকলে উত্তম রন্ধন করিতে পারেন না। প্রাচীনা মহিলা অথবা বয়স্কা স্ত্রীগণের নিকট বাচনিক উপদেশ অনুসারেই নবীনা ও বালিকারা পাক অভ্যাস করেন। সমাজে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, দেশে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, সে সমস্ত পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হইবে শৈশবাবস্থা হইতেই স্ত্রীলোকেরা পাক-প্রণালী অভ্যাস করিতে থাকেন। পিত্রালয়ে জননী প্রভৃতির নিকটে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্তি হয়। পাক-রাজেশ্বর ও ব্যঞ্জন-রত্নাকর প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সকল গ্রন্থে সরল ভাষায় পাক-প্রণালীর সবিস্তর বর্ণন না থাকায়, সমাজের তাদৃশ উপকার হইতেছে না।

কালিয়া, দমপোক্তা, কোপ্তা, কাবাব, পোলাও (পলান্ন), প্রভৃতি মৎস্য ও মাংসের দ্বারা প্রস্তুত হয়। শাক (তরকারি) দ্বারা মৎস্য পাক করিলে উহা মনোজ্ঞ, শুক্র-বৃদ্ধিকর ও পুষ্টিকর হয়।

চিঙ্গড়ি মৎস্য পূর্ব্বে সিদ্ধ করিয়া পাক না করিলে উহার কাঠিন্য দূর হয় না। চিঙ্গড়ি মৎস্য ক্ষুদ্র হইলে উহা সন্তোলন করিয়া লইতে হয়। ইহার মস্তক ভাজিতে হইলে উহাতে অল্প হরিদ্রা ও লবণ মাখাইয়া, এবং ময়দা বেসম বা পিঠালীতে চুবাইয়া পরে তপ্ত ছাঁকা তৈলে ছাড়িয়া দিতে হয়।

চাঁদা প্রভৃতি কোমল মৎস্য কাঁচাই ঝোলে দেওয়া হয়। সর্ষপ বাটনা দ্বারা ঝোল রন্ধন করা যায়; কেহ কেহ স্বল্প

আদাব রস কি বাটা (বেসবাব) দিয়া থাকেন। গোটার ঝোল অত্যন্ত মুখপ্রিয় হয়। এলাচি, লবঙ্গ, মেথি, সর্ষপ কোটা এবং অন্যান্য মসল্লা দিবা "হবিদ্রা সর্ষা" কোটার সময গোটা প্রস্তুত কবা হয়, এবং "কাসুন্দী" প্রস্তুত হয়। কবয়ী, তপস্বী, পাবসে, ইল্লীশ প্রভৃতি মৎস্য ভাজিলে সুস্বাদু হয়; অনেকে উহা শুষ্ক ভাজিয়া আহার করেন। কিন্তু এসকল মৎস্যের তৈলঝোল ভাজা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাঁচা মৎস্য বলকে দিয়া তৈল-ঝোল বাঁধিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের পাচি-কারা এরূপ পাককার্য্যে বড়ই সুপটু।

কাইন ও গাগবা টেংবাব ডিম্ব মটবাকৃতি, উহা পূর্ব্বে সিদ্ধ কবিয়া নবম না করিলে, উষ্ণ তৈলে দেওয়া মাত্রেই পাচক বা পাচিকাব চোক মুখ দগ্ধ হইবাব সম্ভাবনা। মৎস্য ভাজিতে কি সন্তোলন কবিতে আজ কাল লৌহ কটাহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাজার সংস্কৃত নাম ভাজী, ভৃষ্ট ব্যঞ্জন বিশেষ। মৎস্য ঘণ্ট অত্যন্ত বলকর, বায়ুনাশক এবং অতিশয় রুচিজনক।

পুঁইশাক বা থোড় দিয়া উত্তম চড়চড়ী রন্ধন করা যায়। চিঙ্গড়ি মৎস্যের দ্বারা ইহা সর্ব্বদা পাক করা হয়। অলাবু দ্বারা চিঙ্গড়ি মৎস্যেব ও কাঁকড়ার ব্যঞ্জন রাঁধিলে বড়ই মুখপ্রিয় হয়।

ইল্লীশ, কবয়ী, পারসে ও তপস্বী মৎস্যের ডিম্ব অত্যন্ত সুস্বাদু।

(ব্যঞ্জনং শাকমৎস্যাখ্যং হৃদ্যং বৃষ্যঞ্চ পুষ্টিদং। দ্রব্যেণ যেন যেনৈহ ব্যঞ্জনং মৎস্য মাংসয়োঃ। তস্য তস্য তয়োশ্চে-

তক্ষা্ণদোষৈর্বির্ভাবযেৎ।) তণ্ডুল চূর্ণদ্বারা মৎস্য তৈলের সুস্বাদু অবসেকিম অর্থাৎ বড়া প্রস্তুত হয়।

মৎস্য-কন্টকের ও চিঙ্গড়ি মৎস্যের অম্ল মনোজ্ঞ হয়। সুগন্ধ জন্য অম্লে লেবুর পাতা ও আম আদা বাটা দেওয়া হয়। উষ্ণ অম্লে লেবুর পাতা নিক্ষেপ করিলে উহা তিক্তরস হয়। অনেকে কেওড়ার অম্ল পাক করিতে অনভিজ্ঞ। প্রথমে কেওড়া সিদ্ধ করিয়া উহার শস্য মাত্র গ্রহণ করিয়া উষ্ণ জলে গুলিয়া পরে চিঙ্গড়ি মৎস্য সহ উহা পাক করিলে রুচিকর ও মনোজ্ঞ হয়।

আক্‌নি, কালিয়া প্রভৃতিতে এবং আবযুষে হিঙ্গু ফোড়ন দেওয়া হয়। বিশেষ সাবধানতা সহকারে উষ্ণ তৈলে বা ঘৃতে এই হিঙ্গু-গোলা ত্যাগ করিতে হয়, কারণ তৈল বা ঘৃত উচিতমত উষ্ণ না হইলে, আক্‌নি তিক্ত হয়; অধিক উষ্ণ অবস্থায় হিঙ্গু ত্যাগ করিলেও হিঙ্গু খরিয়া যাওয়ায়, (অর্থাৎ হিঙ্গু অতি সিদ্ধ হইয়া পুড়িয়া যাওয়ায়) এইরূপ তিক্ত হইবার সম্ভাবনা।

পলান্ন প্রভৃতিতে গরম মসলা দিতে হইলে, উহা ঘৃত কি আবযুষ দ্বারা গুলিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় দেওয়া আবশ্যক, অধিক উষ্ণ থাকিলে, পক্কদ্রব্য তিক্ত হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। পাক-কার্য্য বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে সম্পন্ন করা বিধেয়; অনেকে একত্র হইয়া পাক করিতে গেলে ব্যঞ্জনাদি সময়ে সময়ে নষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে "বিস্তর রাঁধুনিতে ব্যঞ্জন নষ্ট।"*

* "Too many cooks spoil the broth".

মৎস্য পাক করিতে হইলে প্রথমতঃ উহার ছেদন-প্রণালী জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কোন্ মৎস্যের সম্পূর্ণ অবয়ব রাখা হইবে, আর কি রূপ মৎস্যই বা খণ্ডীকৃত করা হইবে, তাহা বিশেষরূপে অবগত না হইলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। মৎস্যের পিত্ত উদরে থাকিলে উহা আহার করা যায় না, কারণ রন্ধন করিলে উক্ত পিত্ত গলিয়া যাওয়ায় ব্যঞ্জনাদি তিক্ত ও বিস্বাদ হয়; বড়মাছ কুটিতে ও তাহা পাক কবিতে অনেক স্ত্রীলোকের আগ্রহাতিশয় দেখা যায়। আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলে স্ত্রীলোকেরা পাকপটুতার পরিচয় প্রদান জন্য ব্যস্ত হন, ইহাতে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করা বিধেয়।

ইদানীন্তন সভ্যতাবিস্তার সহকারে নবীনা মহিলারা রন্ধন কার্য্যে তাদৃশ যত্নশীলা না হওয়ায় অনেকে এই শিল্পে নিপুণতা প্রদর্শন কবিতে পারেন না, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। পাচক ভৃত্য রাখার প্রণালী অবলম্বিত হওয়ায় কালে এই প্রয়োজনীয় শিল্প স্ত্রীলোকেরা একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন এবং বাবুরচি অথবা পাচক ব্রাহ্মণের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া আমাদিগকে জীবন যাপন করিতে হইবে। ধনশালিনীই হউন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-মহিলাই হউন, আর দুঃস্থই হউন, স্ত্রীলোকের পাক-কার্য্য মনোভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং আমাদেরও তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। যখন গৃহিণীর যত্ন ও আয়াস না থাকিলে, আমরা স্বচ্ছন্দ শরীরে, সুস্থ দেহে কালাতি-

পাত করিতে পারি না, তখন আবশ্যকীয় পাকাদি কার্য্যে তাঁহাদিগের সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকা প্রার্থনীয়। কামিনীগণের নানাবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত হওয়া উচিত। কোন সময় মহাবলপরাক্রম, ক্ষত্র-কুল-তিলক, বীরচূড়ামণি রামচন্দ্র সীতার গুণের কথা উপলক্ষে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে, প্রিয়া সীতা কার্য্যকালে তাঁহার মন্ত্রী, পরিচর্য্যা কালে দাসী, ধর্ম্মানুষ্ঠান কালে পত্নী, ক্ষমা কালে ধাত্রী (উপমাতা), স্নেহে মাতার ন্যায়, শয়নে বেশ্যা, রঙ্গ কালে সখীর তুল্যা ছিলেন। * পাকের প্রযোজনীয় বেসবার, লবণ, তৈল, ঘৃতাদি কার্য্যতঃ পরিমাণ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হয় না, ইহা সহজ জ্ঞান, ও নিত্য অভ্যাস জনিত বহুদর্শিতার উপরে অনেকটা নির্ভর করে; এবং প্রাচীনা মহিলাগণের উপদেশে যত দূর অবগত হওয়া যায়, তদনুসারে ও স্বীয় বুদ্ধি-কৌশল-প্রভাবে পাকের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা হয়। এই জন্যই পাক-প্রণালীর আশানুরূপ উন্নতি হয় না।

আমাদের পাক-প্রণালীর পূর্ব্ব হইতেই অনেক অবনতি হইয়াছে। মুসলমান শাসন কালে, দ্রব্যাদির সুলভ মূল্য নিবন্ধন ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে প্রায় সর্ব্বদাই বিস্তর লোককে ভোজ দেওয়া হইত। এক্ষণে আয়স্বল্পতা হেতু ও দ্রব্যাদির মহার্ঘতা প্রযুক্ত দৈনিক সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করাই ভার, সুতরাং নিতান্ত আত্মীয় কি বন্ধু বান্ধব ব্যতীত, কোন ক্রিয়া কর্ম্মে প্রায় সমস্ত কুটুম্ব ও প্রতিবেশীবর্গকে

---

* কার্য্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়াচ ধাত্রী।
স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু বেশ্যা, রঙ্গে সখী, লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে।

আহ্বান করা হইয়া উঠে না। এমত অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা কি প্রকারে উত্তম ও বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে শিক্ষা করিবেন ?

আধুনিক সভ্যতা অনুসারে অনেকে ইংরাজী খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে অভ্যাস করেন। এমন কি, মনোজ্ঞ পিষ্টকাদির পরিবর্ত্তে বিলাতি কেকাদির (পুষ্টক বিশেষ) অনুকরণ করা হয় ; ইহাতে যে ব্যয় হয় তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইতে পারে।

পোলাও (পলান্ন), কালিয়া, কাবাব, কোপ্তা, দমপোক্তা, আকনির পরিবর্ত্তে এক্ষণে কারি, কাটলেট, চপ, রোষ্ট প্রভৃতি অনেক পরিবারে ব্যবহৃত হয়। কালিয়া, কাবাব প্রভৃতি যদিও ক্ষণিক স্বাস্থ্য বিরোধী, কিন্তু উহা যে বলকারক ও রুচিকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইংরাজদিগের পাকপ্রণালীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, আর দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পাকপ্রণালীর অবনতদশা উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে বর্দ্ধমান অঞ্চলে রাঢ়ী শ্রেণীব ব্রাহ্মণ মধ্যে অনেকে সৌপ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এক্ষণে প্রচুর পুরস্কার না পাওয়ায় এবং পাক-গুণের গৌরব ও আদর না থাকায়, এই জীবন রক্ষার নিদানভূত, মঙ্গলদায়ক বিষয়ে অনেকের অনাস্থা দৃষ্ট হয়। আয়ু, বল ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি-কর এই অত্যাবশ্যকীয় রন্ধন-কার্য্যে কথনই উদাসীন থাকা বিধেয় নহে। পূণ্যশ্লোক মহারাজ নল পাক কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহার প্রমাণ নল দময়ন্তী পাঠে অবগত হওয়া যায়। মহাভারত-পাঠে

বিদিত হওয়া যায় যে, মহাবল পরাক্রম, মধ্যম পাণ্ডব ভীম সেন, অজ্ঞাত বাস কালে বিরাট রাজ ভবনে বল্লবের * কার্য্য করেন, এবং সৌপ কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ নিপুণতা এবং অভিজ্ঞতা ছিল।

কোন্ কোন্ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পাক করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা জানা উচিত। দুগ্ধের সহিত একত্র করিয়া মৎস্য আহার করা বিধেয় নহে। মৎস্য ও দুগ্ধ উভয়ই মধুররস, মধুর বিপাক এবং মহা অভিষ্যন্দী (কফ জনক); কিন্তু দুগ্ধের গুণ শীতবীর্য্য এবং মৎস্যের উষ্ণবীর্য্য অতএব বিরুদ্ধবীর্য্য, এই বিরুদ্ধবীর্য্যতা শোণিত দূষিত করে, এবং মহা অভিষ্যন্দ হেতু মার্গাবরোধ করে।

মৎস্য-পাক-পাত্রে পিপ্পলী অথবা মৎস্য রসে পক্ক পিপ্পলী এবং কাকমাচী (বৃক্ষবিশেষ) ও মধু একত্র করিয়া আহার করিলে মৃত্যু হয়। পাচ্য দ্রব্যের গুণাগুণও জানা উচিত। অনেকে পলাণ্ডু আহার করেন না। ইহার আহারে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়, হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে এরূপ শাসন আছে। অধুনা নব্য সম্প্রদায়-মধ্যে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার হওয়ায়, ইহার গুণ এ স্থলে লেখা গেল। প্রায় অনেক ব্যঞ্জনাদিতে পলাণ্ডু দেওয়া হয়, মুসলমানেরা ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করেন। বাটনার মসল্লা খরিদ করিতে যে অর্থ আবশ্যক, পলাণ্ডু ব্যবহারে তাদৃশ অর্থের প্রয়োজন হয় না, অথচ পলাণ্ডু দ্বারা ব্যঞ্জনাদি পাক করিলে রুচিকর হয়।

---

* সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে পাচকের ভিন্ন ভিন্ন নাম এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ভক্তকারঃ—ভক্তমন্নং করোতি পচতি যঃ। পাচক, সূদ, ঔদনিক, ভক্ষ্যংকার, সূপকার, আরালিক, বল্লব।

(পলাণ্ডু) পেঁযাজ। কফকারক, বায়ুনাশক, পিত্ত-কারক, আহারোপযোগী, বলকর, ভারি, পুংস্ত্ব বর্দ্ধক, রুচিকর।

লশুন (রশুন) ক্রিমি, কুষ্ঠ, ছুলি প্রভৃতি রোগ নাশক, বায়ুনাশক, গুল্ম রোগঘ্ন, স্নিগ্ধকর, উষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, কটুরস। কিন্তু যত গুণই থাকুক না কেন, ধর্ম্মশাসন জন্য ইহার সম্যক্ ব্যবহার নাই। কারণ চান্দ্রাযণে ব্যয় প্রচুর।

"পলাণ্ডুং বিট্ বরাহঞ্চ চক্রাকং গ্রাম্য কুক্কুটং।

লশুনং গুঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥"

পেঁয়াজ, বিষ্ঠাভোজী শূকর, পাতাল কুঁড়ি, গ্রাম্য কুঁকড়া, রশুন ও শালগোম অর্থাৎ গাজোর আহার করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে।

রন্ধনার্থ মসল্লার গুণ।

যোয়ানী, মৌরী, বনযোযানী, ও রাঁধুনী। ইহারা রুচিকর, স্বাদবর্দ্ধক, কিন্তু পিত্তের ঊর্দ্ধ্বগতিকর।

ধনিয়া, যবানী, এবং বন-যবানী রুচিকর, সুগন্ধ, অল্প-কটু এবং বায়ু, পিত্ত, কফের উর্দ্ধ গতি কারক।

(গুড়ত্বক্) দারুচিনী। কফ, শুক্র আমবাত নাশক, মধুর, কটু, লঘু, উষ্ণ, স্বাদু, তিক্ত, কষ, পিত্ত-বৃদ্ধি-কর; অরুচি, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ বাতার্শ, কৃমি, পিণশ রোগ নাশক।

স্থূল এলা। বড় এলাচি। শীতল, উষ্ণ, তিক্ত,

সুগন্ধ, পিত্ত ও কফ-রোগ-নাশক, হৃদ্রোগ ও বমন কারী, পুংস্ত্বঘ্ন, শূল, কোষ্ঠ বদ্ধ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও বায়ু নাশক।

তেজপত্র। কফ, বায়ু, অর্শ, বমনেচ্ছা, অরুচি নাশক।

লবঙ্গ। বাত পিত্ত কফ নাশক, শীতল, তিক্ত, চক্ষুর হিত জনক, শিরঃপীড়া নাশক, মলবদ্ধনাশক, উদরাধ্মান ও শূল নাশক, আগ্নেয়, শ্বাস কাশ, হিক্কা ও ক্ষয় কাশ নাশক।

ঝাল (লঙ্কা)। আগ্নেয়, রুচিকর, উষ্ণ ও লঘু পাক।

সূক্ষ্ম এলা, ছোট এলাচি। মূত্র কৃচ্ছ, অর্শ, শ্বাস কাশ, ও কফ রোগে হিতকারী।

হিঙ্গু। মনোজ্ঞ, কটু, উষ্ণ, কৃমি, বাত, কফ, মলবদ্ধ, উদরাধ্মান, শূল, গুল্ম নাশক; চক্ষুর হিতজনক।

জীরা মরীচ। কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, কফ ও বাত নাশক, রুচিকর।

হরিদ্রা। কটু, তিক্ত, উষ্ণ; কফ বাত কুষ্ঠ, মেহ কণ্ডু, ব্রণ নাশ করে।

সর্ষপ। আগ্নেয়, কটু, তিক্ত, উষ্ণ।

লবণ। রুচিকর, সারক, অগ্নি-দীপ্ত-কারী, পাচক, পাকে স্বাদু, দৃষ্টি ও শুক্র বর্দ্ধক।

আদা (আর্দ্রক)। কফবাতনাশক, মনোজ্ঞ, রুচি ও শুক্র-কর, উষ্ণ, কটু, অগ্ন্যুদ্দীপক।

তৈল। কষায়, মধুর, উষ্ণ, শুক্রবৃদ্ধিকর, পিত্তকারী, মল ও মূত্র বদ্ধকর, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক; সর্ব্ব প্রকার বাত নাশক, মেধা, অগ্নি, বল বর্দ্ধক।

ঘৃত। বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, ওজ, মেদ, স্মৃতি ও কফকারী;

বাত, পিত্ত, বিষ, উন্মাদ, শোথ ও জ্বর নাশক; চক্ষু-হিত-কর, বিষাক্ত-রক্ত-নাশক।

ঘৃত কি তৈল পরিমাণানুসারে কড়ায় ঢালিয়া দিয়া জীরা কি তেজপত্র ফোড়ন দিয়া তৎপরে হিঙ্গু গুলিয়া ফোড়ন দিতে হয়।

গ্রীক দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ইউথিরণেব মতানুসারে কবি ও পাচক সমতুল্য। উভয়ই স্বীয় বুদ্ধির স্বাধীন পরিচালনায় আপন শিল্পেব উন্নতি কবিযা থাকেন। স্বাধীন বুদ্ধি দ্বাবা পাক-প্রণালীব যেরূপ উন্নতি হয়, তাহার উদাহবণ স্বরূপ, তিনি বলেন যে, বিথিনীয়া দেশের মহাবাজ নিকোমিডিস এক সময় দ্বাদশ দিবস সমুদ্র মধ্যে ভ্রমণেব পরে হঠাৎ লোচ নামক মৎস্য আহার করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ কবেন। তাঁহার পাচক ২০ মিনিটের মধ্যে এই মৎস্য পাক করিয়া দিলেন, তখন জাহাজস্থ সকলে তদ্দর্শনে বিস্মিত হইলেন।

এক সময ওয়েষ্টমিনিষ্টর নগরেব ডিভাইনস্ সভায, সভাপতি সেলগুন সাহেবের সমক্ষে জেবিকো হইতে জেরু জিলাম নগরের দূরতা বিষযে সভ্যগণমধ্যে ঘোবতর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। কেহ কেহ উভয় নগরের বহুদূবতা প্রতিপন্ন করিতে নানাবিধ কূট যুক্তি প্রদর্শন করেন, তখন প্রতিপক্ষীয়েরা অনন্যোপায় হইয়া অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা উভয় নগরের নৈকট্য প্রতিপাদন জন্য বলেন যে, এক নগর হইতে অন্য নগরে মৎস্য আমদানী হয়, তখন দূরত্বাপক্ষ-সমর্থনকারিগণ উপস্থিত তর্কে পরাভব

স্বীকার করিলে, জনৈক আইনজ্ঞ সভ্য বলিলেন যে, বোধ হয়, সে সমস্ত মৎস্য লবণ দ্বারা রক্ষিত হইয়া প্রেরিত হইতে পারে। এইরূপে বিস্তর বাদ বিসম্বাদ হইতে লাগিল।

ফরাসী পাচকেরা পুরাতন ছিন্ন বিনামা-খণ্ডে সুস্বাদু ও মুখপ্রিয় ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া থাকেন, এবং নিমন্ত্রিত ভদ্র-মণ্ডলী উহা আহার করিয়া বিস্মিত হইয়া পাচককে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা মহারাজ নিকোমিডিসের সূপকারের পাক-কৌশল অতি অদ্ভুত, এবং চমৎকার, সে টারনিপ নামক মৎস্য হইতে লোচ নামক মৎস্য প্রস্তুত করিল, পরে অল্প অগ্নিতে উহা ভাজিয়া, তৈল, লবণ ও গোলমরীচাদি মসল্লা দ্বারা এরূপ পাক করিল, যে মহারাজ উক্ত অলীক লোচ মৎস্য আহার করিয়া অমাত্য ও বন্ধু-বর্গের নিকট প্রকাশ করিলেন যে এ প্রকার লোচ মৎস্য ইহ জন্মে কখনও আহার করেন নাই। এ সমস্ত গুণ ও কৌশল পাচকদিগের না থাকিলে একচ্ছত্র রুম রাজ্যে তাঁহারা কখন এত অধিক বেতন পাইতেন না। পাচকদিগকে এরূপ উচ্চহারে বেতন দিবার প্রথা অদ্যাপি রুম রাজ্যের ইতিহাসাদিতে পাঠ করা যায়। আমাদের দেশেও এরূপ অলীক মৎস্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুভবিবাহ সময় এবং পরিণয়ান্তে নবীনারা স্বীয় রহস্য-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদান সময়ে ছিন্নবস্ত্র খণ্ডের আশ্চর্য্য অলীক মৎস্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন, অনেকে মৎস্য ভ্রমে ইহা আহারোদ্যত হওয়ায় যুবতী কামিনীরা পরম আপ্যা-

য়িত হয়েন। সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে অলীক মৎস্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ফেণ কেটেলী সাহেব বলেন রসনার, চক্ষু ও কর্ণের ন্যায় গুণ-গ্রহণ-ক্ষমতা আছে। ইহা ক্রমশঃ অভ্যাস বশতঃ ভাল মন্দ গুণ বিচারে সক্ষম হয়। এই সত্য পূর্ব্ব হইতে বিশদরূপে অবগত হওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের আদি ও প্রধান কবিবর চসার, পাচকদিগকে এত অধিক শ্রদ্ধা করিতেন যে তাহাদিগকে নাইট, স্কোয়ার উপাধিধারী, ধর্ম্ম গুরু, আইনজ্ঞ, অক্‌স্ফোর্ডের সুশিক্ষিত পণ্ডিত ও চিকিৎসক প্রভৃতির সমকক্ষ বলিয়া সাব্যস্ত করেন। তিনি কেণ্টার-বেরী গল্পের প্রস্তাবনায় পাচকদিগকে তীর্থযাত্রিগণের মধ্য-স্থান দিয়াছেন। ইহারা শ্রমশীলতায় কৃষকের ন্যায় দক্ষিণ হস্তের দিকে চলিয়া থাকে, আর মৃদুতায় স্ত্রীর আকৃতি ধারণ পুরঃসর বাম ভাগে গমন করে।

যে পাচক উত্তম রূপে সিদ্ধ করিতে, ভাজিতে, পোড়া-ইতে এবং রন্ধন করিতে পারে তাহার কি বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না? একজন গ্রীস দেশীয় পাচক এক সময় সগর্ব্বে বলেন যে, তিনি অমর হইবার ঔষধি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার পক্ক দ্রব্যের ঘ্রাণে মৃত ব্যক্তি জীবিত হইবে, কাহার সাধ্য তাঁহার মহানসের † নিকট দিয়া গমন করে?

* অঙ্গার সিদ্ধ তিল-তৈলভৃষ্ট মাষপিষ্ট।
অলীক মৎস্য পাকপণ্ডিতৈদিগের সম্মত॥

† মহানস—রন্ধনস্থান, পাকগৃহ।

পাচকদিগের গুণের বিস্তর আদর, মর্য্যাদা ও গৌরব ছিল, তাহারা বিস্তর অর্থও উপার্জ্জন করিত, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহাদের বিপদও ঘটিত। কোন সময় উইন কেসলস্ একটী খরগোস অসম্পূর্ণরূপ দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া স্বীয় পাচককেই দগ্ধ করিতে আদেশ করেন। ইংলণ্ডীয় ফেমিলী হেরাল্ড প্রভৃতি সংবাদপত্রাদিতে প্রতি সপ্তাহে অভিনব পাকপ্রণালীর বিবরণ প্রকাশিত হয়, আর পাকবিষয়ে অধুনা অনেক গ্রন্থাদিও প্রণীত হইয়াছে।

দুর্ভাগ্য ক্রমে বঙ্গে এই জীবনরক্ষাকর সৌপকার্য্যের তাদৃশ আদর, গৌরব ও যত্ন না থাকায় আজকাল অনেকে স্বাদু ও অভিনব ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে তাদৃশ নিপুণ নহেন। পাকবিদ্যার সতত চর্চ্চা হইলে দেশের বিস্তর উপকার হইবে। আমাদের মতে সকল বালিকাবিদ্যালয়ে পাকের বিষয় কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, বালিকাদিগকে কার্পেট বুনিতে শিখাইলে পরিণামে অনেকে পশম অভাবে উহা বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু নিত্য আবশ্যকীয় পাক বিষয়ের উপদেশ দিলে তাঁহাদের সবিশেষ উপকার হইতে পারে।

সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে। অন্যান্য শিল্পের উন্নতির সহিত যাহাতে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, হিতকর, মঙ্গলদায়ক শিল্পের উন্নতি হয় তজ্জন্য গৃহস্থমাত্রেরই সতত সচেষ্ট হওয়া বিধেয়, এবং গৃহিনীগণেরও তদ্বিষয়ে সহায়তা করা আবশ্যক। পল্লিগ্রামে কোন কোন গৃহস্থবাটীতে দুই একজন প্রসিদ্ধ পাচিকা

আছেন। এমন কি সহস্র লোকের অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহারা দুই তিন জন পাকশিক্ষানবিশ নববধূর সাহায্যে অবাধে পাক করিয়া থাকেন, ইহাতে ক্লেশানুভব করেন না। কিন্তু আমাদের সমাজের এতাদৃশ অবনতি যে, এরূপ গুণ-শালিনীর গুণের তাদৃশ গৌরব নাই। বঙ্গবামার শত সহস্র গুণ থাকিলেও যশ, খ্যাতি বা প্রতিপত্তি নাই। যখন এবিষয়ে গৌরব না থাকায়ও তাঁহারা কাতরা নহেন, তখন আমাদের কি স্থির ভাবে থাকা যুক্তিসঙ্গত, না ন্যায্য ?

সপ্তম অধ্যায়।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা।

১। যে জীব যে জীবের মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে সেই জীবের মাংসাদ বলে। মৎস্য সকল প্রাণীর মাংস আহার করায় মৎস্য ভক্ষণ করিলে সকল জীবের মাংস আহার করা হইল ; এ জন্য মৎস্য আহাব নিষিদ্ধ। (ক)

২। জলে স্থলে যে বিচবণ করে, সে নিশ্চয়ই প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয় না, এজন্য জ্ঞানী মানব উহা হত্যা কিম্বা ভক্ষণ করিবেন না। (খ)

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ইতি মানবে ৫ম অধ্যায়। (ক)

জলস্থলচরা যে চ প্রাণিন স্তানমৃতানপি।
নভক্ষেন্মানবোজ্ঞানী হন্তাতেষাং ভবেন্নহি॥ (খ)

৩। মৎস্যাশী ব্যক্তি সর্ব্বদাই মৎস্য বধ করায়, মাংসাদ মৎস্য ভক্ষণ করিবার সম্ভব, এজন্য মৎস্য আহার বিধি-সম্মত নহে। (গ)

৪। আমিষ ও রক্তশাক রবিবারে আহার করিলে, সপ্ত জন্ম কুষ্ঠরোগ জন্মে ও দরিদ্র হয়। (ঘ)

৫। মাষকলাই, আমিষ, মাংস, মসূর, নিম্বপত্র রবিবারে আহার করিলে সপ্ত জন্ম অপুত্রক হয়। (চ)

৬। কার্ত্তিক মাসে মাংস ভক্ষণ করিলে চণ্ডাল হয়। (ছ)

৭। শ্বেতবর্ণ তাল, মসূর ও মৎস্য ব্রাহ্মণের আহার নিষিদ্ধ, কামত মৎস্য ভক্ষণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে।

৮। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মৎস্য ভক্ষণ করা বিধি নহে।

৯। শৈবের মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ।

হত্বা হত্বা তু মৎস্যাশী সর্ব্বেষাং যো বিশেষতঃ।
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোঽপি তস্মান্মৎস্যান্ পরিত্যজেৎ॥ (গ)

আমিষং রক্তশাকঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে চ রবের্দ্দিনে।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ কুষ্ঠী দরিদ্রশ্চোপযায়তে॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণ॥ (ঘ)

মাষমামিষমাংসঞ্চ মসূরং নিম্ব পত্রকম্।
ভক্ষয়েদ্যো রবের্ব্বারে সপ্ত জন্মান্যপুত্রকঃ॥
ইতি তিথ্যাদিতত্ত্ব॥ (চ)

ন মৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নান্যদেবহি।
চণ্ডালো যায়তে রাজন্ কার্ত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ॥
ইতি নারদীয় পুরাণ॥ (ছ)

কোথায় মদ্যপান আর কোথায় শিবে ভক্তি! কোথা মাংস ভক্ষণ আর কোথা শিবার্চ্চন! উভয়ের মধ্যে কত দূরতা! শঙ্কর মৎস্যমাংসাশী ব্যক্তিদিগের নিকটেও যান না। (জ)

১০। বৈশাখ ও মাঘ মাসে হবিষ্যান্ন আহার করিতে হইবে, সুতরাং মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। (ঝ)

১১। আমিষ, কলহ, হিংসা, জন্মতিথি দিবসে ত্যাগ করিবে। নিরামিষ ভোজন করিলে জন্মান্তরে পণ্ডিত হয়। (ট)

১২। বরাহ মাংস ও সর্ব্ব প্রকার মৎস্য অভক্ষণীয়।

১৩। ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করিলে তিন দিবস উপবাস করিতে হয়, অজ্ঞানত আহার করিলে তাহার অর্দ্ধেক দিবস উপবাস করিতে হয়। (ঠ)

১৪। শল্ক যুক্ত (কাঁইসওয়ালা) মৎস্য এবং রুরু মৃগের (মহাকৃষ্ণসার) মাংস ব্রাহ্মণ এবং দেবতাকে নিবেদন করিয়া তবে ভক্ষণ কবিবে, অন্যথা করিবে না। (ড)

ক্ব মদ্যং ক্ব শিবে ভক্তিঃ ক্ব মাংসং ক্ব শিবার্চ্চনম্।
মৎস্যমাংসরতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ॥ ইতি কাশীখণ্ড। (জ)

মাঘবৈশাখয়োর্হবিষ্যব্রহ্মচর্য্যবিধানাৎ
মৎস্য ভক্ষণং নিতরাং নিষিদ্ধম্। ইতি কৃত্যতত্ত্ব দর্শনাৎ॥ (ঝ)

আমিষং কলহং হিংসাং বর্ষবৃদ্ধৌ বিবর্জ্জয়েৎ।
ভুঙ্‌ক্তে নিরামিষং যস্তু পণ্ডিতঃ পরজন্মনি॥ ইতি তিথ্যাদিতত্ত্ব॥ (ট)

মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসং ত্র্যহং বসেৎ।
অজ্ঞানতস্তদর্দ্ধম্। ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেক॥ (ঠ)

মৎস্যান্ সশল্কান্ ভুঞ্জীত মাংসং রৌরবমেবচ।
নিবেদ্য দেবতাভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নান্যথা॥ (ড)

আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রণেতারা মৎস্য-ভক্ষণ-নিষেধ জন্য যৎপরোনাস্তি ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন কি, পরিশেষে নরক যন্ত্রণা পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মৎস্য ভক্ষণ সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে বিধি দৃষ্ট হয়, এজন্য শাস্ত্রীয় মীমাংসা-চেষ্টা করা বৃথা।

মৎস্য ভক্ষণে শাস্ত্রীয় বিধি।

১। হে তপোধন। সফর, সিংহতুণ্ড, পাঠীন, রোহিত প্রভৃতি মৎস্যভক্ষণে বিধি আছে। (ঢ)

২। রাজীব, সিংহমুখ ও আঁইস যুক্ত মৎস্য সকল কার্য্যে নিবেদন করা বিধি, মাংস ও মৎস্য বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া আহার না করিলে অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্র তুল্য হয়। (ন)

সফরং সিংহতুণ্ডঞ্চ তথা পাঠীনরোহিতৌ।
মৎস্যাস্ত্বেতে সমুদ্দিষ্টা ভক্ষণায় তপোধনৈঃ॥
প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েদেষাং মাংসঞ্চ দ্বিজকাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তশ্চ প্রাণানামপি চাত্যয়ে॥

ইতি কৌর্ম্মে উপরিভাগে ১৬ অধ্যায়॥ (ঢ)

পাঠীনরোহিতাবাদৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥

ইতি মানবে ৫ অধ্যায়। (ন)

অনিবেদ্য নভোক্তব্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ যদ্ভবেৎ।
অন্নংবিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্॥

ইত্যাহ্নিক তত্ত্বম্॥ ন

৩। প্রেত শ্রাদ্ধে (সপিণ্ডীকরণ উপলক্ষে যে শ্রাদ্ধ হয় তাহাতে) পক্কান্নের সহিত আমিষ নিবেদন করিবে। (ল)

৪। বিন্ধ্য পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে মৎস্য আহার করিলে পতিত হইবে। কিন্তু বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে আমাদের বাস এজন্য মৎস্য আহারে পতিত হইতে হইবে না। (ব)

৫। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াতে পঞ্চ মকার ব্যতীত আদ্যাশক্তির উপাসনা হয় না। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনকে পঞ্চ মকার বলে। তান্ত্রিক কুলীন মহাশয়েরা কার্য্য কালে মৎস্য আহার করিয়া দেবীর আরাধনা করেন। এতদ্ব্যতীত মহাত্মাদের অকারণ ব্যাধি পান দুর্ঘট হইয়া উঠে। সুতরাং মৎস্য আহার ব্যতীত অভীষ্ট দেবীর আরাধনা হয় না। নব্য সম্প্রদায়ে তান্ত্রিক মতে তাদৃশ আস্থা না থাকায় তন্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করা বৃথা। মতান্তরে গঙ্গা শব্দার্থ ইড়া নাম্নী নাড়ী, যমুনা পিঙ্গলা নাড়ী, এই দুই নাড়ীর মধ্যে নিয়ত গমনশীল যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, ইহারাই মৎস্য দ্বয়। যে যোগী এই মৎস্যদ্বয়ের ভক্ষক অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ

সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেত শ্রাদ্ধেতু ষোড়শম্।
পক্কান্নেনৈব কর্ত্তব্যং সামিষেন দ্বিজাতিভিঃ॥
ইতি শ্রাদ্ধতত্ত্ব ধৃত কামধেনু বচনম্॥ (ল)

বিন্ধস্য পশ্চিমেভাগে মৎস্যভুক্ পতিতো নরঃ।
ইতি পুরাণম্।

নাশ্নীয়াৎ নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যমজামহিষীক্ষীরং বর্জয়েৎ।
পঞ্চনখমৎস্যবরাহমাংসানি চ। ইত্যাহ্নিক তত্ত্বধৃত বিষ্ণু সূত্রম॥ (ব)

করিয়া নিরন্তর কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তিনিই মৎস্য-সাধক। (স)

৬। শ্রাদ্ধোপলক্ষে জীব হিংসাজনিত পাপ খণ্ডন জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়।

ঢেঁকী, জলের কলসী, উনুন, শিল, নোড়া ও সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা ও কোস্তা) প্রভৃতি দ্বারা যে সমস্ত জীব বধ হইয়াছে, তজ্জনিত পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। (হ)

জৈন মতাবলম্বীরা জীব-হিংসা করেন না "অহিংসা পরমোধর্ম্ম, ইত্যেবং পরমা মতিঃ। অহিংসা পরমং দানমিত্যেব কবযো বিদুঃ।" এই শাস্ত্রীয় মহাবাক্য অনুসারে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ চেষ্টা করেন। তাহারা কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন, তাহা বিশেষ অনুভব করা যায় না। তবে এই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয যে জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা এই মহা-বাক্যানুসারে বহুতর অর্থ ব্যয় করেন। বহরমপুর অঞ্চলে ইহারা গঙ্গার মৎস্য-ধৃতকারিগণকে সময়ে সময়ে পীড়িত

বামাচারে।

মৎস্যঞ্চ ত্রিবিধং দেবি, উত্তমাধম মধ্যম্।
উত্তমং ত্রিবিধং মৎস্যং শাল প ঠীন রোহিতম্॥
প্র ীণং কণ্টকৈর্হীনং তৈলজং বহ্নিনৈযু ত্তম্।
ক্ষুদ্রাণি তানি সর্ব্বাণি অধমানি বিদুবু ধাঃ॥ ইতি ভৈরবতন্ত্রম্।
বিনা মৎস্যৈর্বিনা মাংসৈর্নার্চ্চযেৎ পরদেবতাম্॥
ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্র।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃসদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্যস্তু স ভবেৎ মৎস্যসাধকঃ॥ ইতি আগমসার।(স)
কুণ্ডলী চোদকুম্ভীচ চুল্লী পেষণ্যুপাস্করঃ॥ (হ)

করেন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে মৎস্য ধৃত করিবার পাট্টা লইয়া নিকটস্থ গঙ্গায় কাহাকেও মৎস্য ধরিতে দেন না। তাঁহারা নিরামিষভোজী। ইহাতেই যদি জীবহত্যা নিবারিত হয়, তাহা হইলে ঢেঁকী, উনুন, শিল, নোড়া প্রভৃতি ব্যবহার করা বিধেয় নহে। আর জীব হত্যা না হয়, এজন্য বন-গমন পুরঃসর (মোক্ষধর্ম্ম) যোগাভ্যাস করাই শ্রেয়ঃ। সংসারে অবস্থান করিয়া, শুদ্ধ নিরামিষ ভোজন করিলে জীবহিংসা হইল না, এরূপ জ্ঞানকে কথনই উন্নত জ্ঞান বিবেচনা করা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ নিরামিষ ভোজন সম্যক সঙ্গত হইলেও প্রকৃত নিরামিষ বা জীবশূন্য ফল, মূল ও শস্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে জল ব্যতীত জীবন ধারণ করা অসম্ভব তাহা জলচর জীব মিশ্রিত, যে দুগ্ধ ব্যতীত শৈশব অবস্থা হইতে পুষ্টি সাধিত হয় না, তাহাই গোমাংস মিশ্রিত, অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই মেদ হইতে উৎপন্ন, অতএব নিরামিষ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া ভার। *

সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকায় এক্ষণে অনেক পণ্ডিতা মহিলা জৈনদিগের ন্যায় জীবহিংসাদ্বেষিণী; এমন কি, তাঁহা-দিগের পোষাক পরিচ্ছদেও জান্তব পদার্থের লেশ মাত্রও দেখা যায় না। বিনামা পর্য্যন্তও চর্ম্মের পরিধান না করিয়া তাঁহারা বৃক্ষবল্কলের বুট পরিধান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বিলাতের বিবি অন্না কিংসফোর্ড এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা

---

* জলং জলচরৈর্মিশ্রং, দুগ্ধং গোমাংসমিশ্রিতম্।
অন্যৎ মেদোদ্ভবং সর্ব্বং কথং দ্রব্যং নিরামিষম্॥

বিধেয় নহে, তবে আহারার্থে জীবহিংসা যে পরমপিতার অভিপ্রেত নহে, সে বিষয় অনেক বিজ্ঞ গ্রন্থকার পণ্ডিত নানাবিধ যুক্তিদ্বারা মীমাংসা করিয়াছেন। এজন্য সংক্ষেপে আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে ইহার প্রতিষেধ পক্ষে যে যুক্তি উদয় হইতে পারে তাহাই বিবৃত করা গেল।

আমরা নিকৃষ্ট জীবের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। অনর্থক প্রাণিগণকে অঙ্গবৈকল্য কি অন্যবিধ নিষ্ঠুর ক্লেশ প্রদান করা কথনই সাধুচরিত ব্যক্তি দৃষ্টি গোচর করিতে সক্ষম হয়েন না, এবং এরূপ দর্শন করিলেও নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি প্রবল হইবার সম্ভাবনা। এজন্য উহা নিবারিত হইলে সমাজের বিশেষ উপকার হইবে।

অনেক সময় আমাদিগের আত্মরক্ষা ও অনিষ্ট নিবারনার্থ জীব নষ্ট করার আবশ্যকতা অনুভব করিতে হয়। খল সর্পের সহিত কেহই একত্র বাস করিতে সম্মত হয়েন না। সুতরাং সর্প দৃষ্টি মাত্রেই উহাকে বধ করা আবশ্যক; কিন্তু সর্পের বধের পূর্ব্বে উহা দ্বারা আমাদের কোন অনিষ্ট হয় নাই, এখানে আত্ম রক্ষা মাত্র বাসনায় সর্পকে বধ করা গেল। তদ্রূপ রাত্রিকালে পাঠ সময়ে মশকে দংশন করিল, তখন মশক বধ অনিষ্ট নিবারণার্থ প্রয়োজন হইল। এইরূপে আত্মরক্ষা জন্য হিংস্র জন্তু বধ, এবং অনিষ্ট নিবারণার্থ অনুপকারী প্রাণীর বধ যদি যুক্তিসঙ্গত হইল, তবে ক্ষুধানিবারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা জন্য মৎস্য বধ করিয়া আমিষ ভক্ষণ করা কখনই নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আহার্য্য পদার্থ মাত্রেরই যে এক একটী গুণ আছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদ

শাস্ত্র সম্মত। অশেষ প্রকার শস্য, ফল, মূলাদি ভক্ষণ করিলে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি প্রবল হয়, কিন্তু সকল সময়েই যদি দয়া বা সমতার বশবর্ত্তী হইতে হয়, তাহা হইলে কি সংসারে, কি অরণ্যে, আত্মরক্ষা ও অনিষ্ট নিবারণ করিয়া ঈশ্বরাদিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করা অসম্ভব হয়। অন্ততঃ সমাজ মধ্যে অবস্থান করিতে হইলে সামাজিক নিয়মগুলি প্রতিপালন করা অতি আবশ্যক এবং অনেকস্থলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি আবশ্যক মতে উত্তেজিত করিতে হয়। দয়া, স্নেহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা বশতঃ অনেক সময় প্রতারিত, ক্ষোভিত হইতে, পরে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়। ক্ষমা মানবের একটী প্রধান গুণ, ইহা হৃদয়ের ধর্ম্ম, কিন্তু অসময়ে বা অনাবশ্যক ক্ষমা করা বিধেয় নহে। এ বিষয় মহাভারতের বনপর্ব্বস্থ কাম্যবনে দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির-সংবাদে বহুল রূপে বর্ণিত আছে। উহা সাধারণে অবগত আছেন বলিয়া, এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল না।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচারে বিস্তর সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা আমিষ ভোজনের অপকারিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং ইউরোপীয় অনেক রসায়ন-বিদ্যাবিশারদ, শরীর-তত্ত্ব-বিদ্ ও পদার্থ তত্ত্ব বিদ্ পণ্ডিতগণের মত উদ্ধারণপূর্ব্বক নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। আমরাও আমিষ-ভোজন-পক্ষ-সমর্থনকারী পণ্ডিতবর্গের গ্রন্থাদি হইতে, উক্ত নিরামিষ ভোজনের ঔচিত্যবাদ মত খণ্ডন পক্ষে, মত উদ্ধৃত করিয়া যদিচ আমিষ ভোজনের হিতকা-

রিতা প্রতিপন্ন করিতে পারি, কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনানুসারে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় এরূপ গ্রন্থাদি সমুদায় পাঠ করিয়াছেন বিবেচনায় আমিষ ভোজনের পোষক প্রমাণগুলি উদ্ধার করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম।

সামাজিক অনেক বিষয় এরূপ স্বাধীনভাবে চিন্তা করা আবশ্যক, যাহাতে মানবগণ নিজ নিজ সুবিধানুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সাধারণে আহারীয় দ্রব্যের কারণ যদি হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দুর্ব্বল করিবার বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করেন এবং তাহাই যদি মানবের আদিম অবস্থা হইতে হইয়া থাকে তাহা হইলে সে প্রবৃত্তি নিবারণের চেষ্টা পাওয়া বৃথা ভ্রম মাত্র। জগৎ পিতা, জগদীশ্বর প্রাণিবিশেষকে ভিন্ন প্রকৃতি ও রুচি প্রদান করায়, যে প্রাণীর যেরূপ স্বভাব, তাহার তদুপযোগী খাদ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। পরম পিতা পরমেশ্বর মানবের জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দিয়াছেন বলিয়া আমরা আহারার্থ প্রাণী বধ করি, এবং দয়া, স্নেহাদি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, নিকৃষ্ট জন্তুদিগকে অযথা ক্লেশ প্রদান করি না, ফল, মূল, শস্যাদি আহার করিয়া থাকি। মৎস্য, মাংস এবং উদ্ভিদ পদার্থ আহার করাই যুক্তিসঙ্গত, আর এই উভয় প্রকার দ্রব্য সামঞ্জস্যরূপে ভক্ষণ করিলে জগৎ পিতার নিয়ম প্রতিপালিত হইল এরূপ সিদ্ধান্ত নিন্দনীয় নহে।

বিশ্বপাতা, পরম কারুণিক, জগদীশ্বর পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের

উপর আধিপত্য করিবার জন্যই মানবহৃদয়ে বড় হইবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আর ঐ সমস্ত জন্তুগণের রক্ষা ও পালন জন্য আমাদিগকে স্নেহ, দয়া প্রভৃতি প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইতর শ্রেণীর জন্তুগুলিকে মানবের আবশ্যকীয় কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্যই সৃজন করিয়াছেন, ইহা বিবেচিত হয়। কারণ আমরা যে স্থানে যে অবস্থায় বাস করি না কেন, এ সমস্ত নিকৃষ্ট জন্তুর সাহায্য ব্যতীত কোন মতেই সচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারি না। আর এ সমস্ত জন্তুগণও আমাদের সাহায্য ব্যতীত নিরাপদে বাস করিতে পারে না। হিংস্র জন্তু হইতে গ্রাম্য পশুগুলিকে সতত সযতনে রক্ষা ও পালন করিতে হয়। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত জন্তুগণও আমাদের প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া প্রত্যুপকার করে। এরূপ যুক্তি অবলম্বন না করিলে বলীবর্দ্দ দ্বারা ভূমি কর্ষণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না, গো-দুগ্ধের দ্বারা শিশুর জীবন রক্ষা হইত না, গোযান, রাসভযান, অশ্বযানাদিতে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতে পারা যাইত না, এ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কি গো, অশ্ব, বলীবর্দ্দদিগকে ক্লেশ দেওয়া হয় না?

আমিষ-ভোজনে যে সুস্থতা বৃদ্ধি এবং রোগ প্রশমন হয়, তাহার উদাহরণ ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত না করিয়া এতদ্দেশীয় কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিম্নলিখিত পদ্য উদ্ধৃত করা গেল।

"আমিষ আমিষ করি যিনি করিতেন গোল।
অবশেষে তাঁর পথ্য হলো গুগলীর ঝোল॥"

শ্রুত হওয়া গিয়াছে কোন সময় কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মস্তিষ্কের পীড়ায় কাতর হইলে, বিজ্ঞচিকিৎসকের বিধানানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শম্বুকের যুশ পান করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করেন ঐ সময় উক্ত পদ্য রচিত হইয়াছিল।

মৎস্য, মাংস, কি ফল মূল, শস্যাদি কিছুই অধিক আহার করা বিধি নহে, পরিমাণানুসারে সময় মতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা জন্য, যখন যে দ্রব্য আহার করা আবশ্যক, তদনুরূপ দ্রব্য ভোজন করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বমত্যন্তগর্হিম্।

শুদ্ধ আমিষ ভক্ষণে বিস্তর অপকার; পক্ষান্তরে অনবরত নিরামিষ-ভোজনে হীনবীর্য্য, ক্ষমাবান, অনুদ্যমশীল নিরুৎসাহ হইয়া এই উন্নতিশীল জগতে কালহরণ করিতে হয়। যদিচ এরূপ অবস্থায় যোগ সাধনাদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, কিন্তু সামাজিক, বৈষয়িক বা রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা শক্তি বৃদ্ধি পায় না। দেশ ভেদে জলবায়ুর গুণে স্থানে স্থানে লোকে উদ্ভিদ ভক্ষণে দীর্ঘায়ু ও বলবান হয়। কিন্তু তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, যে উদ্ভিদ পদার্থ ভক্ষণ করাই বিধেয়। যদি সেরূপ বিচার-সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আবার ইহাও স্থির করা উচিত যে যখন আমিষ ভক্ষণে অনেক জাতি বীরতা, উদ্যম, সাহস ও বল লাভ করিয়া অন্যান্য নিরামিষ-ভোজী জাতিকে শাসনাধীন করিয়াছেন, তখন ঐ সকল বিজিতজাতি আমিষ ভোজন করিয়া জেতৃজাতির ন্যায় বল, সাহস, উদ্যম ও বীরতা কালে প্রাপ্ত হইতে পারেন। নিরামিষ-ভোজনে রোগ-প্রশমনের যেরূপ উদাহরণ সংগ্রহ হয়, আমিষ ভোজ-

নেও অনেকের সুস্থতা বৃদ্ধি ও রোগ শান্তি হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশেও বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শুদ্ধ নিরামিষ ভোজনের অধিকতর উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কয়েক বৎসর নিরন্তর নিরামিষ আহার করিয়া কোন উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বায়ু পরিবর্ত্তন ও বহুতর বহুদর্শী চিকিৎসকের বিস্তর চেষ্টা দ্বারা রোগ প্রশমন হইল না। পরিণামে মৎস্য ভক্ষণ করিয়া তবে তাঁহার শারীরিক বলবৃদ্ধি ও রোগ শান্তি হইল।

আমিষ-ভক্ষণে বুদ্ধি বৃত্তি প্রখর হয়, শারীরিক তেজস্বিতা, বল, পুষ্টি ও পরিশ্রমক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পুষ্টিকর আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা জন্য একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম ভগবান শরীরের যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে এগুলির আবশ্যকতা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সর্ব্ববাদিসম্মত মৎস্য মাংসাদি ভোজন যদি আমাদের দেহের উপযোগী ও দেহরক্ষার্থ আবশ্যক না হইত, তাহা হইলে এসকল বিষয়ে রুচি ও প্রবৃত্তি কখনই স্বাভাবিক হইত না। নিরামিষ ভোজন বিষয়ে গোলযোগ করিতে গিয়া পরিণামে বকধার্ম্মিকের ন্যায় হইতে না হয়। (১) প্রজ্ঞা বিশিষ্ট লোকে

(১) শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাম্বধ শঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পাপ্যায়ং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥

ধর্ম্ম চিন্তা করিবে, কিন্তু আপনার আহার চিন্তা করিবে না, কারণ মনুষ্যের জন্মের সহিত আহারের সৃষ্টি হয়। রুচি অনুসারে আহার করা বিধি। (১) সাধারণের রুচি ভেদে আহার্য্য দ্রব্যের ভেদ দৃষ্ট হয়। (২)

অষ্টম অধ্যায়।

—o—

জলজন্তুর বিবরণ।

১। সমেরু স্তন্যপায়ী জন্তু।—তিমি, ডল্‌ফিন, সিল-মৎস্য ও শিশুমার।

তিমি।—বিশ্ব রাজ্যে যে সমস্ত জীব নয়নপথে পতিত হয়, তন্মধ্যে তিমিমৎস্য অত্যন্ত বৃহৎ। ইহা-দের শরীর দীর্ঘে ৭০।৮০ হাত এবং প্রস্থে ২০ হাত পর্য্যন্ত হয়। এমন কি প্রকাণ্ড হস্তী ১০।১২ টী একত্র করিলে ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। ইহা শয়ন করিলে একটী প্রশস্ত দীর্ঘিকার উভয় কূলেও সমাবেশ হওয়া দুষ্কর। এই জীব যে রূপ দৈত্যাকার, বাসস্থানও তদনুরূপ অগাধ জলধিতে নিরূ-পিত হইয়াছে। পুরাকালের সাত যোজন অবয়ববিশিষ্ট তিমির বিবরণ আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

---

(১) ধর্ম্মঞ্চ চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ স্বাহারং নৈব চিন্তয়েৎ।
আহারোপি মনুষ্যাণাং জন্মনা সহ যায়তে ॥

(২) ভিন্নরুচি হিঁ লোকঃ।

প্রাচীন কালের লোকেরা ইহাকে মৎস্য জাতীয় জ্ঞান করায় অদ্যাবধি ইহাকে "তিমিমৎস্য" বলা হয়, বিজ্ঞান-মতে ইহাকে মনুষ্য হস্তী প্রভৃতির ন্যায় জন্তু বলিয়া সাব্যস্ত করা বিধেয় কারণ ইহারা স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত। মৎস্য আখ্যা দিবার প্রধান হেতু এই যে ইহারা জলচর, মৎস্যের ন্যায় ইহাদের দুই খানি ডানা আছে, পশ্চাতে মৎস্যের ন্যায় পুচ্ছ, কর্ণের বহিরিন্দ্রিয় নাই, শরীরে লোম নাই, আর মেরুদণ্ডস্থ গলদেশের হাড় সমস্ত একত্র দৃঢবদ্ধ, এই সমস্ত কারণে দেখিতে মৎস্যাকৃতি। ইহারা মৎস্যের ন্যায় ডিম্ব প্রসব না করিয়া এক কালে জীবন্ত সন্তান প্রসব করে। সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য ইহাদের দুইটী স্তন আছে; রক্ত উষ্ণ আর শ্বাস প্রশ্বাসকার্য্য পৃথক্ ও স্বতন্ত্র রূপে নির্ব্বাহিত হয়। প্রতি ডানায় ৪ টী নখর বিশিষ্ট অঙ্গুলি ও একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলি, এই পাঁচটী অঙ্গুলি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। সমুদ্রোপরি উন্নত মুখে ডানা সঞ্চালন করিয়া যে সময় সন্তরণ করে, তৎকালে ইহাদিগকে মনুস্যাকৃতি বলিয়া মনে হয়। সচরাচর ইহারা ঘণ্টায় ২ ক্রোশ চলে, বড়িশীবিদ্ধ হইলে ঘণ্টায় ৩।৪ ক্রোশ ধাবমান হইয়া থাকে। ইহারা সমুদ্রমধ্যে বাস করে, কিন্তু উষ্ণ শোণিত প্রযুক্ত অধিক ক্ষণ জল মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ১০।১২ নিমিট পরে সমুদ্রের উপরিভাগে উত্থিত হয়, আবার ১০।১২ মিনিটের জন্য জলমগ্ন হয়। আহার অনুসন্ধান সময় ইহাদিগকে অধিক কাল জল মধ্যে থাকিতে হয়। ইহাদের মস্তক বৃহৎ, প্রায় সর্ব্ব শরীরের অর্দ্ধাংশ। মাথার খুলি বিসদৃশ ও কদাকার।

মাথার উপরে নাসারন্ধ্র একটী কি দুইটী থাকে, ইহার কার্য্য অতি চমৎকার, শ্বাসনালী ঊর্দ্ধগামী হইয়া মস্তকের সম্মুখে না আসিয়া পশ্চাৎ ভাগের গহ্বরের সহিত সংযুক্ত; তথা হইতে নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত টাকরার কতকগুলি দৃঢ় মাংসপেশী দ্বারা বেষ্টিত। ইহাতে মুখ ও মস্তক জলমধ্যে থাকিলেও বাহিরের বায়ুর সহিত শ্বাস যন্ত্রের সাক্ষাৎ যোগ হয়; যখন রাশিপ্রমাণ জল তিমির মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন গলাধঃকরণ না করিয়া উহারা কণ্ঠনালী বন্ধ করিয়া নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত করে। তথাকার মাংসপেশী সকল হঠাৎ সঙ্কুচিত হওয়ায় নাসারন্ধ্র দ্বারা সূক্ষ্ম ধারায় বারি প্রবাহ উৎক্ষেপ করিয়া থাকে। স্তম্ভাকৃতি প্রবাহ ঊর্দ্ধে নির্গমনকালে দূর হইতে প্রস্রবণের ন্যায় লক্ষিত হয়। ইহারা সে সময় এক প্রকার শব্দ করে। এই সমস্ত ঘটনায় উহাদের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুক্ষণ জল মধ্যে থাকার পরে অথবা ভয় পাইলে উহারা অতি সজোরে অধিক পরিমাণে এবং উচ্চ শব্দের সহিত জল প্রস্রবণ প্রবাহিত করে।

তিমি-দন্ত অত্যন্ত বৃহৎ, প্রায় কড়িকাষ্ঠাকৃতি। কলিকাতার চিত্রশালিকার দ্বারদেশে ২ টী তিমিদন্ত আছে। উহারা টাকরার মধ্যস্থলে একটী হাড়ের আলের ন্যায় আছে, উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত খালের ন্যায় নিম্ন স্থান। দন্ত এতৎ সংলগ্ন, দীর্ঘাকৃতি ও চেপটা, তালু ও মুখের মধ্যে ঝুলিয়া থাকে, এগুলি আড়া আড়ি পরস্পর সমান্তরালে থাকে, আর ভিতরের সূত্রাকার লোম সমস্ত মুখটীকে মশারির ন্যায় আচ্ছাদন করিয়া রাখে, ইহা চালুনির ন্যায় কার্য্য করে;

ইহাতে জল বহির্গত হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র মৎস্য, কীট ও পতঙ্গ পর্য্যন্ত উহার মধ্যে আবদ্ধ হয়। তিমি দন্ত সকল সাধারণতঃ ৬।৭ হস্ত লম্বা, আর সংখ্যায় প্রায় ৬০০।৭০০ শত; ইহার এত অধিক মূল্য যে একটী তিমির দন্ত প্রায় ২।৩ হাজার টাকায় বিক্রয় হয়। এই কোমল দন্তগুলি কাঁচকড়া নামে প্রসিদ্ধ। এই কাঁচকাড়তে চুড়ি, কৌটা, বাক্স, ছাতির শলা ইত্যাদি নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

ইহারা ৯।১০ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক কালে একটী মাত্র সন্তান প্রসব করে, সন্তান মাতার স্তনদুগ্ধ পান করে। সন্তানকে নিরাপদে রাখিবার জন্য মাতা সতত সঙ্গে রাখে। বিপদ উপস্থিত হইলে আত্মপ্রাণ দিয়া ও সন্তানকে রক্ষা করিতে চেষ্টা পায়। ইহার শরীরে অম্লজান আছে, মধ্যে মধ্যে উহা বায়ু হইতে সংগ্রহ করে, এজন্য উহার শরীর জল মধ্যে থাকিয়াও উষ্ণ থাকে। গাত্রের চর্ম্ম প্রায় এক বুরুল স্থূল, তাহার নিম্নে দশ বুরুল পুরু চর্ব্বি হয়। এই চর্ব্বির তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। উহাতে জ্বালাইবার বাতিও প্রস্তুত হয়। একাল পর্য্যন্ত সাত প্রকার তিমি দৃষ্ট হইয়াছে। উত্তর সমুদ্রে গ্রীণলণ্ডে যে তিমি জন্মে, তাহার শরীর দীর্ঘে ৫০ হস্ত এবং প্রস্থে প্রায় ২৭ হস্ত। এক একটী তিমি হইতে ৬০।৭০ গ্যালন চর্ব্বি নির্গত হয়, আর তাহার মূল্য ১০৲দশ সহস্র মুদ্রা। ইহারা নিরীহ ও ভীরু বলিয়া অনেক জলচর জন্তু ও অর্থলোভী মালা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আহা, বিশ্ববিধাতার কি অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় কৌশল! এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট সামান্য ধূলি

কণা হইতে অন্তরীক্ষব্যাপী বৃহদায়তন জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যন্ত কি অদ্ভুত নিয়মে সংস্থাপিত ও রক্ষিত, সমুদ্রে এত বৃহদাকার জন্তুর বাস সত্ত্বেও তথায় কীটাণু পর্য্যন্ত নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে।

তিমির ন্যায় শিশুমার ও ডল্‌ফিন এক কালে একটী সন্তান প্রসব করিয়া তাহাকে স্তনদুগ্ধ পান করায়। শুশুক দীর্ঘে চারি হস্ত। ইহারাও শ্বাস প্রশ্বাস জন্য জলের উপরে উঠে। ইহাদেরও শরীর হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। অনেকে উহা বেদনাদিতে মর্দ্দন করেন।

২। উড্ডীয়মান মৎস্য।

এই মৎস্যের পক্ষ তাহার কানকুরা হইতে উৎপন্ন, ৭।৮ খানি সরু হাড়ের উপর স্বচ্ছ ও তৈলাক্ত চামড়ার দ্বারায় উহা নির্ম্মিত। উহার সাহায্যে মৎস্য জল হইতে ২।৩ হস্ত উর্দ্ধে লম্ফ দিতে পারে, এবং ক্রমশঃ ৭।৮ হস্ত স্বচ্ছন্দে গমন করে। জল মধ্যেও উক্ত পক্ষ দ্বারা সন্তরণ দিতে পারে।

সমুদ্রের অধিকাংশ জন্তু ইহার শত্রু। ডোবাল্তো নামক মৎস্য ইহার প্রধান শত্রু ইহারা অত্যন্ত লোভী। ইহারা ৪ হস্ত লম্বা, ও শোল মৎস্যাকৃতি, জলে তীরের ন্যায় গমন করে। ইহারা উড্‌ডীয়মান মৎস্যকে আক্রমণ করিলে উহারা সবল মাংসপেশী ও ডানা দ্বারা অধিকতর বেগে পলায়ন করে। ইহাদের আক্রমণ ও প্রস্থান জনিত বেগে গমন সমুদ্রে দেখিতে অত্যন্ত আনন্দজনক। ডোবাল্তো আক্রমণ করিলে উহারা প্রথমতঃ জলে দৌড়িয়া বেড়ায়, পরে ক্লান্ত

হইলে জলোপরি লম্ফ দিয়া ৬।৭ হস্ত অন্তর উড়িয়া পতিত হয়, অমনি শত্রু অধিক বেগে উহার অনুসরণ করে। এই রূপ বহুক্ষণ সন্তরণ ও উড্ডয়নে শ্রান্ত হইলে পরে ডোবাড়োরা উহাদিগকে বধ করে। আকাশ পথের পক্ষিগণ উহাদিগকে জলোপরি পাইলে গ্রাস করে। জলে ও স্থলে ইহারা ভ্রমণ করিতে পারিলেও শত্রু হস্ত হইতে ত্রাণ পায়না। এত বিপদের মধ্যেও ইহারা দল বদ্ধ হইয়া আকাশ মার্গে বিহার করে এবং সময় সময় জাহাজের উপর পতিত হয়।

৩। সরীসৃপ ।

(১) কুম্ভীর অতিশয় ভয়ানক জন্তু, ইহাদের শরীর দীর্ঘে ২৫।২৬ হস্ত এবং তাহার বেড় চারি পাঁচ হাত পর্য্যন্ত দেখা যায়, সম্মুখের দুই পা মানবের হাতের পাতার ন্যায়, কিন্তু পশ্চাতের পার পাতা অপেক্ষা খর্ব্ব, চক্ষু ক্ষুদ্র, শরীরের উপবিভাগ এমনি একপ্রকার অস্থিময় আবরণে আবৃত, যে তাহতে তীর, বর্শা অথবা বন্দুকের গুলি প্রবেশিত হয় না। আবরণ কৃষ্ণবর্ণ অথচ অল্প লালের আভাযুক্ত উদর ও উভয় পার্শ্বের চর্ম্ম শ্বেতবর্ণ, মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণের রেখা দৃষ্ট হয়। প্রবল স্রোতে ইহারা অধিক ক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না, এজন্য অল্পস্রোতবিশিষ্ট অগাধ জলে বাস করে। সময় সময় তীরে উঠিয়া অবস্থান করে, ইহারা দূর হইতে শীকার লক্ষ্য করে, এবং জল মধ্য দিয়া ঠিক লক্ষিত স্থানে নিঃশব্দে আগমন করত শীকার গ্রহণ করে, নানা উপায়ে মনুষ্য ও পশু গুলিকে শীকার করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করে এবং মৃত জন্তুকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যতনে ও নিভৃতে রাখে। শটিত

হইলে তাহা ভক্ষণ করে। ইহাদের জিহ্বা ছোট এবং স্থূল, এজন্য ভক্ষ্য বস্তু উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া ধরে; বিনা চর্ব্বনে গলাধঃকরণ করে। ইহারা মনুষ্য অথবা অন্য পশু প্রাপ্ত না হইলে মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে, অনেক দিন অনাহারেও থাকিতে পারে।

ইহারা স্থলের উপর উঠিয়া এক কালে দুইশত পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে, এবং মৃত্তিকা দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া রাখে। উক্ত ডিম্ব সকল সূর্য্যের উত্তাপে পুষ্ট ও যথা কালে প্রস্ফুটিত হয়। মৃত্তিকা মধ্যে ডিম্ব স্থাপন করিয়া গেলে বেঁজি, চিল, শকুনি প্রভৃতি উহা ভক্ষণ করে এবং ডিম্ব ফুটিয়া শাবক বাহির হইলে ইহারা নিজেও ভক্ষণ করে, তথাপি ইহাদের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

কুম্ভীর চারি প্রকার আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির মুখ কুকুরের মুখের ন্যায়, অপর কতকগুলির মুখ লম্বা, ঠোঁটের উভয় পার্শ্বে চর্ম্ম নাই, এনিমিত্ত করাতের মত দন্ত-শ্রেণী বাহির হইয়া থাকে. ইহাদের চক্ষুর ভাব দেখিলে বোধ হয়, রাগান্বিত হইয়া রহিয়াছে। এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অবয়বের কুম্ভীর আছে, তাহারা মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে, ইহাদিগকে মেছো কুমীর বলে। মনুষ্যের ন্যায় ইহারা অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। মাডেগাস্কার দ্বীপে কুম্ভীর-পরীক্ষা প্রথা আছে; এখানকার রাজা এসমস্ত ভয়ানক জলজন্তুর আবাস-হ্রদে অভিযুক্তদিগকে নিক্ষেপ করেন। অপরাধীরা কুম্ভীরের মুখ হইতে অব্যাহতি পাইলে, তবে নিরপরাধিতা প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু কুম্ভীর দ্বারা

ভক্ষিত হইলে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। অসুর-রাজ হিরণ্যকশিপু বোধ হয় এ সন্ধান জ্ঞাত ছি-লেন না।

কচ্ছপ।—কচ্ছপের শরীর দুইখানি কঠিন অস্থিময় আবরণে আবৃত; ইহারা পা, মুখ ও লাঙ্গুল ঐ আবরণের মধ্যে লুকাইয়া রাখে; আহার ও গমনের সময় উক্ত অবয়ব সকল বাহির করে। ইহাদের দন্ত নাই, মাড়ি আছে, ঐ মাড়ি দ্বারা কামড়াইয়া ধরিলে মাংস পর্য্যন্ত তুলিয়া লয়। শরীরের বহির্ভাগ দেখিলে বোধ হয়, কচ্ছপের পঞ্জর ও মেরুদণ্ড নাই, কেবল শরীরের ন্যায় অস্থিময় আবরণ মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে; সেই আব-রণের অভ্যন্তরে ইহাদের পঞ্জর, মেরুদণ্ড, বস্তি প্রভৃতি সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পৃষ্ঠের খোলা কুব্জ এবং তাহার মধ্য স্থলে তের খণ্ড ও চারিধারে ২৪ খণ্ড অস্থি আছে ইহারা অতিশয় দুর্ব্বধ্য পা; কিম্বা মস্তকের কিয়দংশ ছেদন করিয়া দিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ইটালীদেশীয় একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উক্ত বিষয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী কচ্ছপের মস্তিষ্ক বহির্গত করিয়া ফেলেন, তাহাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল না; কিছুদিন পরে পূর্ব্ববৎ মস্তিষ্ক হইল দেখিয়া তিনি তাহার মস্তক কাটিয়া দিলেন। কচ্ছপ এই অবস্থায় অনেক দিন জীবিত ছিল, পরে ক্রমে নিস্পন্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ধীবরেরা তপ্ত জলের কটাহে নিক্ষেপ করিয়া ইহাদের জীবন নাশ করে।

একাল পর্য্যন্ত উনসত্তর প্রকার কচ্ছপ দৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থলে পনর প্রকার, সমুদ্রে আট প্রকার এবং নদী ও সরোবরের নির্ম্মল জলে ছচল্লিশ প্রকার কচ্ছপ বাস করে। স্থলবাসী কচ্ছপদিগকে স্থলচর কচ্ছপ কহে। ইহার লাঙ্গুলের শেষ অবধি মুখের অগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণে এক অবধি পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহারা অনেক কাল বাঁচে, বিলাতে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের উদ্যানে একটী স্থলচর কচ্ছপ ২২০ বৎসর জীবিত ছিল।

স্থলচর কচ্ছপের অপেক্ষা সামুদ্রিক কচ্ছপের শরীর বৃহৎ। এক একটী ওজনে বার মণ পর্য্যন্ত হয়। ইহারা লিপ্ত-পাদ; নদীমুখ ও সমুদ্রের অগভীর জলের নীচে দলবদ্ধ হইয়া চরিয়া বেড়ায় এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদ, মৎস্য, ও শম্বু-কাদি ভক্ষণ করে। ডিম পাড়িবার সময় ভিন্ন অন্য সময় ইহারা স্থলের উপর উঠে না।

ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে নির্দ্ধারিত স্থানে রাত্রে উঠিয়া পা দিয়া গর্ত্ত প্রস্তুত করে এবং তাহাতে ৮০।৯০ টী ডিম পাড়িয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক বালুকা দ্বারা এরূপ ঢাকিয়া রাখে যে কোন ক্রমে কেহ অনুসন্ধান পায় না। এইরূপে এক এক পক্ষান্তরে তীরে উঠিয়া তিনবার ডিমপাড়ে; প্রত্যেক বারে ৮০।৯০ টীর অধিক হয় না। ২৪ দিনের পরে ঐ ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। এই কালে চিল, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীরা ইহাদের অনেক নষ্ট করে এবং স্বল্পশক্তিপ্রযুক্ত সাগর তরঙ্গের আঘাতে কতক হত কতক বা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নষ্ট হয়।

ইহাদের চক্ষুর উপর পাতা নাই, নীচের পাতা দিয়া আবৃত করে। সামুদ্রিক কচ্ছপের মধ্যে হাক্‌সবিল নামে এক জাতীয় কচ্ছপ আছে; তাহাদের পৃষ্ঠের অস্থি অতি দৃঢ়, তাহাতে কৌটা, বাটী ও অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়া মহামূল্যে বিক্রীত হয়।

নদী, হ্রদ এবং সরোবরের নির্ম্মল জলে সে সকল কচ্ছপ বাস করে, তাহাদিগকে জলচর কচ্ছপ বলা যায়। উহারা মৎস্য ও জল-কীট ভক্ষণ করে। জলচর কচ্ছপের অঙ্গুলি সকল লিপ্ত এবং পৃষ্ঠের খোলা নরম।

৩। ভেক। ভেক জাতি অতি নিরীহ। ইহাদের অনেক শত্রু। সর্প, বেজি, গোধিকা, চিল ও শকুনি প্রভৃতি দেখিবামাত্র ধরিয়া ভক্ষণ করে এ জন্য ইহারা সর্ব্বদা গর্ত্ত মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, সন্ধ্যার সময় বহির্গত হইয়া কীট পতঙ্গ ধরিয়া খায়। আবার রজনী প্রভাত না হইতেই আবাস-গর্ত্তে প্রবেশ করে, এই সময় সর্প প্রভৃতি ইহাদিগকে শীকার করিবার চেষ্টা করিয়া বেড়ায়। ইহারা লাফাইয়া লাফাইয়া চলে।

ভেকেরা শীত কালে আবাসের বাহির হয় না, পুরাতন বৃক্ষের কোটর, ভূগর্ত্ত এবং জলাশয়ে পাঁকের ভিতর মৃতবৎ নিস্তব্ধ হইয়া থাকে।

সচরাচর এ দেশে চারি প্রকার ভেক দৃষ্ট হয়, কোলা, কটকটে, সোণা ও সেপো। তাহাদের পরস্পরের আকার ও গায়ের বর্ণের ন্যায় স্বভাবেরও অল্প অল্প বিভিন্নতা আছে। কিন্তু চারি জাতিই জলে ডিম পাড়ে; যথাকালে সেই ডিম

ফুটিয়া ছানা বহির্গত হয়। বর্ষার প্রারম্ভে ইহারা ৬০০ অবধি এগার শত পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম প্রসবের চারি ঘণ্টা পরে উহা স্ফীত ও লঘু হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে, একুশ দিন হইলে তাহাদের খোলা ফাটিয়া যায় এবং বেঙাচি বহির্গত হইয়া লাঙ্গুল দ্বারা জলে সন্তরণ করে। এ সময় ইহারা কীটাণু ও জলজ তৃণ লতার পচিতাংশ ভক্ষণ করে। দেড় মাস হইলে বেঙাচিব পশ্চাতের পা দুই খানি হয় দুইমাস পরে সম্মুখের দুই পা বহির্গত হয়, এবং লাঙ্গুলটী ক্রমে খসিয়া যায়।

১। কোলা বেঙ আকারে বড়। ইহাদের গাত্রের চর্ম্ম পীতবর্ণ, তাহার উপর এক একটী পাটলবর্ণ রেখা ও অল্প নীলের আভা আছে। যখন রব করে, তখন ইহাদের গলপার্শ্বস্থ দুইটা নীলবর্ণ গোলার ন্যায় চর্ম্ম-স্ফীত হইয়া বহির্গত হয়।

২। কটকটে বেঙ তাদৃশ বড় হয় না, তাহাদের গাত্রের চর্ম্ম কঠিন ও কপিশবর্ণ। ইহারা শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

৩। সোণা-বেঙের শরীর উজ্জ্বল পীতবর্ণ, পেটের নীচে অল্প শাদা।

৪। সেপোবেঙের শরীর অতি নরম ও পীতবর্ণ, তাহার উপর ঈষৎ নীল ও শাদা শাদা দাগ আছে। পূর্ব্বোক্ত তিন জাতির অপেক্ষা ইহাদের শরীর পাতলা, পশ্চাতের দুই পা লম্বা, মুখ প্রায় সর্পের ন্যায় এবং গলার বিস্তার অত্যন্ত অধিক।

উত্তর আমেরিকায় এক প্রকার ভেক আছে, তাহাদের শরীর, মুখের অগ্রভাগ অবধি পশ্চাৎ পায়ের শেষ পর্য্যন্ত এক হাত। ইহারা নির্ম্মল জলে বাস করে; হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীদিগের ক্ষুদ্র শাবক নিকটে পাইলে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে! ইহারা বৃষের ন্যায় রব করে বলিয়া ইংরাজেরা ইহাদিগকে বুল্‌ফ্রগ্ কহেন। ইহার মাংস কোমল ও সুস্বাদু; এ জন্য উক্ত দেশীয় লোকেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

৪। সর্প।—সর্পের পা নাই। কতকগুলি সর্প স্থলে বাস করে, কতকগুলি জলে থাকে, আর কতকগুলি জল ও স্থল উভয় স্থানে বাস করে। সর্প অনেক প্রকার আছে। সেলিগেল সাহেব লিখিয়াছেন, একাল পর্য্যন্ত দুই শত পঁয়ষট্টি প্রকার সর্প দৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে কেবল আটায় প্রকার সর্প বিষধর; অবশিষ্ট দুই শত প্রকার সর্পের বিষ নাই। ঢোঁড়া, বোড়া প্রভৃতি সর্পগুলি জলে থাকে। ইহারা মৎস্য, জলজন্তু কীটাদি ভক্ষণ করে। ঢোঁড়ার বিষ নাই।

কেউটে প্রভৃতি সর্প জল ও স্থল উভয় স্থানে বাস করে। কেউটে সর্প ইচ্ছানুসারে মস্তক বিস্তৃত করে। তাহাকে ফনা কহে, উহা দেখিতে সুন্দর। কেউটে সর্প অত্যন্ত খল, এবং ইহার বিষও অতিশয় তীক্ষ্ণ।

সর্পেরা দ্বিজিহ্ব। ইহারা সর্ব্বদা জিহ্বা বাহির করে। গাত্রের চর্ম্ম মসৃণ, চিক্কণ এবং নানাবর্ণে চিত্রিত। ইহাদের চিবুকের অস্থিদ্বয় মনুষ্যের ও অন্যান্য জীবের ন্যায় বন্ধনী দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত নহে।

২। নির্মেরু।

১। কোমলাঙ্গ।—শঙ্খ, ঝিনুক যোঙ্গড়া শম্বুক।

১। শঙ্খ, ইহারা জলে ও স্থলে বাস করে। সামুদ্রিক শঙ্খ। ইহাদের শরীর এক খানি কঠিন অস্থিময় আবরণে আবৃত। সমুদ্রতীরবাসীরা ইহাদিগকে সংগ্রহ করত ভূপৃষ্ঠে রাখে এবং কিয়দ্দিবস পরে আবরণ মধ্যস্থিত জীব প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়, তখন উহার অস্থিময় আবরণগুলি হইতে শটিত জীব বাহির করে। আমাদের পূজার সময় এবং নিত্য সায়ংকালে শঙ্খের শব্দ করা হয় এবং সধবা স্ত্রীলোকে শঙ্খের অলঙ্কারাদি পরিধান করেন।

২। ঝিনুক। সমুদ্র, নদী, ও সরোবরে জন্মায়। ইহার শরীর দুই খানি কোমল অস্থিময় আবরণে আচ্ছাদিত, তন্মধ্যস্থ জীব সময় সময় জল মধ্যে মুখ ব্যাদান করিয়া কীটাণু জলজ তৃণ লতা ভক্ষণ করে, স্পর্শ মাত্রেই আবরণ বন্ধ করে। ইহারা নিম্ন জলীয় ভূমিতে স্থানে স্থানে স্তূপাকারে থাকে। ইহাদিগকে জলশূন্য স্থানে রৌদ্রে রাখিলে মধ্যস্থিত জীব মরিয়া যায় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, পরে উক্ত অস্থিগুলি দগ্ধ করিলে উত্তম চুণ হয়।

৩। জোঙ্গড়া। ইহাদের ভিন্ন আকৃতি, অধিকাংশ ঝিনুকের মত। ইহার অস্থি দগ্ধ করিলে উত্তম চুণ হয়; তন্মধ্যে বাপারি গুলি হইতে খাদ্য ও গৃহাদি লেপন যোগ্য চূণ জল দ্বারা প্রস্তুত হয়, এবং শুষ্ক রাখিলে গুঁড়া চুণ হয়, তাহা দ্বারা এমারত প্রস্তুত হয়।

শম্বুক। সরোবর প্রভৃতি নির্ম্মল জলাশয়ে বিস্তর শম্বুক দৃষ্ট হয়।

২। গ্রন্থিল। কাঁকড়া।

কর্কট হিমপ্রধান দেশে অধিক জন্মায় না, উষ্ণপ্রকটি-বন্ধস্থ স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়; সমুদ্র ব্যতীত উহা খাল, নদী ও সরোবর প্রভৃতি সকল জলাশয়েই বাস করে। ইহার বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সময় সময় ইহা শুষ্ক ভূমিতেও বাস করে।

স্থলে যে কর্কট বাস করে তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে মরিয়া যায়। উহার দশ খানি পা, এজন্য উহাকে দশরথ বলে। ইহার শরীর শক্ত খোলায় আচ্ছাদিত এবং দাড়াগুলি অত্যন্ত বলবান ও ধারাল। উহা দ্বারা ইহারা অনেক সময় শত্রুহস্ত হইতে ত্রাণ পায়। কর্কটের কাণকুরা (শ্বাস যন্ত্র) শরীরের মধ্য স্থলে স্থাপিত, দেখিতে যেন কতক-গুলি জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডে বাঁধা পুঁটলি। এই শ্বাসযন্ত্র সর্ব্বদা আর্দ্র না থাকিলে উহাদের জীবন রক্ষা হওয়া ভার, ইহারা প্রধান ভ্রমণকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ, এক স্থান হইতে স্থানা-ন্তরে গমন করিতে ভাল বাসে, এবং সময় সময় বহু দূর পর্য্যটন করে। ইহাদের শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে অনেকগুলি জলের থলিয়া আছে এবং স্থানান্তরে গমন সময় স্ব স্ব থলী জলপূর্ণ করিয়া লয়। ইহাদের শ্বাসযন্ত্র সর্ব্বক্ষণ আর্দ্র থাকে, তজ্জন্য ইহারা রৌদ্র ও উত্তাপের কষ্ট অনুভব করে না।

এক শ্রেণীর কর্কটের একটী দাড় প্রায় সমস্ত শরীরের ন্যায় বৃহৎ; যখন উহারা দ্রুত বেগে যায়, তখন ঐ দাড়টী

মাথার উপর তুলিয়া যাইতে থাকে, যেন কাহাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে সংকেত করিতেছে; এ জন্য ইহাকে নিমন্ত্রক কর্কট বলে। যখন উহারা গর্ত্ত মধ্যে থাকে তখন ঐ দাড়টী আগড়ের মত রাখিয়া দ্বারদেশ অবরোধ করে।

নারিকেল-ভোজী নামে এক জাতীয় কর্কট আছে, ইহারা নারিকেল এত ভাল বাসে যে গাছ বাহিয়া উঠিয়া উহা ভক্ষণ করে। ইহাদিগকে সময় সময় ভূমিপতিত নারিকেল ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে। সম্মুখস্থ দাড়ে এক জোড়া সাঁড়াশী আছে, একটী নারিকেল পাইলে দাড় দ্বারা ছোবড়া ছাড়াইয়া থাকে; এক এক গাছি করিয়া ছোবড়া-সূত্র ছাড়াইয়া পরে নারিকেলের যে তিনটী চোক আছে তাহাতে সজোরে আঘাত করিয়া উহা বিদ্ধ করে, পশ্চাতের দাড়ে যে আর এক জোড়া কোমল সাঁড়াশী আছে তদ্দ্বারা শস্য খুলিয়া ফেলে, এক এক বারে এত বাহির করে যে প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তৃপ্ত হয়। ইহারা যে গর্ত্তে বাস করে, তাহা ছিন্ন নারিকেল ছোবড়ায় গদীর ন্যায় সুসজ্জিত করে। ইহা আহার করিতে বড় সুস্বাদু, ইহা এত হৃষ্ট পুষ্ট হয়, যে ইহার শরীর হইতে এক কোয়ার্ট তৈল বহির্গত হয়। যে দাড় দিয়া নারিকেল কাটে, উহা ভারি শক্ত ও তীক্ষ্ণ। এক জন জাহাজের অধ্যক্ষ এরূপ একটী কর্কট স্বদেশে আনিবার জন্য একটী টিনের বাক্সের মধ্যে বদ্ধ করেন এবং ঢাকুনি লৌহ তার দিয়া জড়াইয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখেন· কাঁকড়া তাহা কাটিয়া বাহির হইয়াছিল, এবং উক্ত বাক্সের নানা স্থানে

ছিন্ন করিয়াছিল। ইহারা অত্যন্ত বিবাদপ্রিয়। কাঁকড়ায় কাঁকড়ায় সর্ব্বদাই ইহাদের যুদ্ধ হয়, যে জয়ী হয় সে পরাজিতের শরীর খণ্ডে খণ্ডে চিরিয়া ভক্ষণ করে।

এক জাতীয় কর্কট আছে তাহার সম্মুখের দিক্ দৃঢ় আবরণে আবৃত এবং দাড়-বিশিষ্ট, কিন্তু পশ্চাতের দিক্ অনাবৃত এবং একটী নরম লাঙ্গুলযুক্ত। একারণে ঐ হতভাগ্য জীব সাঁতার দিতেও পারে না, দৌড়িতেও পারে না। ইহার নাম তপস্বী কর্কট। ইহারা অতি ভয়ঙ্কর ও নৃশংস। এ জন্তুটী যে নিরাশ্রয় তাহা নিজে বুঝিতে পারিয়া সমুদ্রতটস্থ শম্বুকের শরীরে স্বীয় লাঙ্গুলটী প্রবিষ্ট করে এবং তাহাকেই শরীরের আবরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। ভগবানের এমনি আশ্চর্য্য লীলা যে সমুদ্রে এক প্রকার প্রবাল কীট আছে, তাহারা এই প্রকার কর্কট দেখিলেই তাহার পৃষ্ঠের উপর চাপিয়া বসে, এবং সে হাজার চেষ্টা করিয়াও উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ নামক দ্বীপপুঞ্জে কাঁকড়াদিগের অসংখ্য ঝাঁক আছে। তাহাদিগকে বায়লোট কাঁকড়া বলে। তাহারা বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় পাহাড়ের গহ্বর বা বৃক্ষের কোটরে বাস করে। বর্ষাকালে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হয় এবং সমুদ্রতীরে গমন করে; তথায় গর্ভবতী কর্কটীরা ডিম্ব প্রসব করে।

কর্কটসৈন্য যখন সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হয়, তখন তিন মাইল পথ যুড়িয়া সারি দিয়া চলিতে থাকে। পথবর্ত্তী রাস্তা,

বন, উদ্যান কাঁকড়াতেত যেন ছাইয়া ফেলে; তৎকালে তাহাবা এরূপ শব্দ কবে যে তাহা বহুদূব হইতে শ্রুত হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা ইহাবা সমুদ্রে গমনের পথ জানিতে পাবে। সাগবতটে গর্ভিণীরা ডিম্ব প্রসব কবে। একার্য্য শেষ হইলে সমস্ত কর্কটদল তাহাদেব খোলস ছাড়িবার জন্য নিভৃত স্থানে যায়। অনেক কষ্টে খোলষ ছাড়িযা তাহাবা দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং কিছু কাল গত না হইলে কোন কার্য্যই কবিতে পারে না। পরে নূতন খোলস জন্মিলে এবং শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে তাহাবা পুনরায় গৃহাভিমুখে যাত্রা কবে, কিন্তু প্রত্যাগমন-পথ তত সুখকব হয না। কর্কটেরা ক্লান্ত ও দুর্ব্বল থাকে, পথিমধ্যে অনেকগুলি ধৃত ও হত হয়। অল্পসংখ্যক মাত্র নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কবে। কর্কট-শাবকেবা কিছু দিন পবে ফুটিয়া বাহির হয়, কিন্তু তাহাদের আকার কাঁক-ড়ার মত কোন অংশেই বোধ হয় না। মাথাটী শিবস্ত্রাণের ন্যায়, তাহা হইতে এক খানি কুঠার যেন বাহির হই-য়াছে। চঞ্চু দীর্ঘাকৃতি, এক যোড়া উজ্জ্বল চক্ষু। ইহাদিগকে বড় ককটের আকার ধারণ করিতে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তনের পর তাহা হয় এবং তখন ইহারা সন্তরণ ত্যাগ করিয়া স্থল পথে ভ্রমণ কবে। ঐ সময় স্বাভাবিক সংস্কারানুসারে তাহারা পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করে।

৩। অণ্ডকায়। তারামৎস্য।—ইহার শরীরমধ্যস্থল

গোলাকৃতি, তাহার চারিদিকে সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বাহু সকল কিরণের ন্যায় বহির্গত হইয়াছে। শরীরের মধ্যবর্ত্তী গোলাকার অঙ্গটীতে এক বৃহৎ গহ্বর আছে, তাহাই ইহার মুখ। বাহু সকল দ্বারা খাদ্য জন্তু সকল ধরিয়া সেই গহ্বরের মধ্যে পূরিয়া দেয়। যখন খাদ্য জন্তু নিকটে আইসে তখন এই বাহু সকল একত্র হইয়া যেন কুণ্ডলীবদ্ধ হয় এবং শীকার তাহা হইতে পলাইতে পারে না। ইহাদের গহ্বরমধ্যে এক প্রকার রস থাকে, তাহার স্পর্শে শীকার সকল অচৈতন্য হইয়া পড়ে। তারা মৎস্য এই রস স্পর্শে শামুক, ঝিনুক প্রভৃতিকেও অচৈতন্য করে এবং বধ করিয়া ভক্ষণ করে।

তারা মৎস্য তিন প্রকার। পালক তারা, পদ্মতারা, ভঙ্গপ্রবণ তারা। পালক তারা দেখিতে একটী সুন্দর পুষ্পের ন্যায়, স্বর্ণ রেখায় গোলাপী। ইহার কঙ্কালটী সহস্র সহস্র প্রস্তরের ন্যায় অস্থিখণ্ডে রচিত এবং বহিঃস্থ চামড়ার দ্বারা আবৃত।

পদ্ম তারা দেখিতে আরো সুন্দর। এজাতি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

ভঙ্গপ্রবণ তারা দেখিতে একটী ঝাড় লণ্ঠনের ন্যায়। ইহার শরীরে এত বিচিত্রবর্ণ, যে দুইটী রঙ প্রায় এক সমান নয়। ইহাকে স্পর্শ করিলে এক এক করিয়া সকল বাহুগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং আপনা আপনি শরীর এমন মোচড়াইতে থাকে যে কোন অংশ অভগ্ন থাকে না।

২। প্রবাল কীট। লোহিত সাগর অসংখ্য প্রবাল কীটে পরিপূর্ণ, তাহাদেরই রক্তিম বর্ণে সাগরজল লাল দেখায়।

এই সাগরের জল অন্ধকার রাত্রে আলোক রাশির ন্যায় জ্বলিতে থাকে। ভ্রমণকারিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এই উজ্জ্বলতা মৎস্যের ডিম পাড়িবার সময় অর্থাৎ পৌষ হইতে ফাল্গুণ পর্য্যন্ত দেখা যায়; ইহা দ্বারা এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, মৎস্য ডিম্বই এইরূপ আলোকময় দেখায়।

১। ভেক্ মৎস্য। ইহার মুখখানি শরীরের প্রায় অর্দ্ধেক এবং হাঁটীও তদনুরূপ, উপর অপেক্ষা নিম্ন চোয়ালটী অনেক লম্বা, দুই পাটি সরু সরু দাঁত আছে। মস্তকে উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়, নাসিকার ভিতরের দিকে ছিদ্র বাহিরে ছিদ্র নাই। শরীরের উপরিভাগ পাঁশুটে, নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ, লাঙ্গুল কৃষ্ণবর্ণ, দৈর্ঘে সচরাচর ২ হস্ত; ৩৷৹ হাত চারি হাত পর্য্যন্তও দেখা যায়। উদর মধ্যে জীবন্ত মৎস্য অনেক পাওয়া যায়। সমুদ্র তীরবাসী ধীবরেরা দর্শকগণকে উহা দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহারা সন্তরণে পটু নহে। ইহাদের ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল, ইহারা ধূর্ত্তের শিরোমণি, পেটের দায়ে নানা প্রকার চাতুরী করে, সময় সময় বিশ্বাসঘাতকতাও করে। প্রথমে আস্তে আস্তে বালির বা মাটীর ভিতর লুকায়, পরে জল ঘোলাইয়া চারিদিক্ অন্ধকার করে, তখন শুঁড়টী বাড়াইয়া চারিদিকে ঘুরাইতে থাকে আর তাহার চকচকে ভাগটী মৎস্যেরা দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে এজন্য নাড়িতে থাকে। এরূপ অবস্থায় অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না, মৎস্যশিশুরা ঐ চারা দেখিয়া সাঁতরাইয়া কোন খাদ্য বা পোকা ভ্রমে আহার বাসনায়, যেমন বেগে উহার নিকটস্থ হয় এবং উহা খুঁটিতে থাকে, অমনি চারা ক্রমান্বয়ে চালিত হয়,

আর দুর্ভাগ্য মৎস্য উহার করাল কবল মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই ভাবে ইহারা যাহা পায় তাহাই গ্রাস করে এবং অজগর সর্পের ন্যায় একস্থানে থাকিয়া উদর পূরণ করে।

২। করাত-মৎস্য হাঙ্গর জাতীয়; ইহার মুখে এক খানি করাত আছে, উহা অত্যন্ত ধারাল, উহা দ্বারা কাহাকে কামড়াইয়া ধরিলে হাড় অবধি কাটিয়া যায়। ইহা দ্বারা সে কখন কখন জাহাজ বিঁধে এবং তিমি মৎস্যের বৃহৎ শরীরও ক্ষত বিক্ষত করে। এই মৎস্যের মুখ যেরূপ ক্ষুদ্র এবং সরু, তাহাতে এই অস্ত্রখানি না থাকিলে'এ কোনরূপে আহার সংগ্রহ করিতে পারিত না।

৩। কিরীচ মৎস্য অতি ভয়ঙ্কর; ইহার উপরের ঠোঁট ক্রমশঃ সূচাল হইয়া কখন কখন ২।৩ হাত দীর্ঘ হয়, ইংলণ্ডের উপকূলে কখন কখন ইহা ধৃত হয়। ডানিয়াল নামে এক সাহেব বলেন, সেবর্ণ নদীতে একব্যক্তি স্নান করিতেছিল, কিরীচ মৎস্য কর্ত্তৃক আহত হইয়া সে ক্ষণকাল মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল। এই মৎস্য দীর্ঘে ৮।১০ হাত দেখা যায় এবং ওজনে ৫ মণেরও অধিক হইয়া থাকে। তিমি মৎস্যের প্রতি ইহারা যার পর নাই অত্যাচার ও শত্রুতা করে; তিমি দেখিলেই ইহারা আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়। কখন ৫।৬ টা একত্র হইয়া তিমিকে আঘাতে আঘাতে অস্থির করিয়া ফেলে।

৪। শিরোভুজ মৎস্য। এমন ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত জন্তু পৃথিবীতে আর দৃষ্ট হয় না। ইহার মস্তক হইতে অনেকগুলি লতার মত বাহু নির্গত হয়, এজন্য ইহার

নাম শিরোভুজ মৎস্য। ইহারা দীর্ঘ বাহুদ্বারা জলমধ্যস্থিত জন্তু সকলকে জড়াইয়া ধরে এবং সহজে গ্রাস করিয়া ফেলে। সময় সময় ইহারা বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সকলও আক্রমণ করিয়া ডুবাইয়া দেয়। কোন কোন জাতীয় শিরোভুজের অন্যান্য বাহু অপেক্ষা দুইটী বাহু অত্যন্ত বৃহৎ থাকে এবং তাহাদের প্রত্যেকের অগ্রভাগ বড়িশীর মত বক্র দেখা যায়; ইহারা এই বড়িশী দিয়া শীকার গাঁথিয়া তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদন করিয়া গিলিয়া ফেলে। শীকারের অঙ্গের আবরণ যদি শক্ত হয়, তাহা হইলে আপনাদিগের কঠিন দাড় দিয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে। ইহাদের উপরের চোয়াল অপেক্ষা নীচের চোয়াল বড়, ইহারা জিহ্বা দ্বারা আহার আস্বাদন ও শীকার ধারণ করে, জিহ্বার এক দিকে কতকগুলি হাড়ের বড়িশীর মত আছে, তদ্দারা আহার্য্য বস্তু ঠেলিয়া গলাধঃকরণ করে। চক্ষুর সহিত কতকগুলি মাংসপেশী সংযুক্ত থাকাতে তাহা সকল দিকে ঘুরাইতে পারে। শরীরে অস্থির ঠাট নাই, শরীরের বাহিরে কচ্ছপের খোলার ন্যায় শক্ত খোলা জন্মে, ইহা দেখিতে ছোরার ফলার অগ্রভাগের ন্যায়, তাহা দ্বারা পশ্চাৎ ভাগ ঢাকিয়া রাখে। মৎস্যের ন্যায় ইহাদের কানকুরা আছে, তদ্দারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে। এই কানকুরায় দুইটী ছিদ্র আছে, একটী দিয়া জল ইহার শরীরের ভিতরে যায়, অন্যটী দ্বারা বাহির হইয়া আইসে। এক এক সময় ইহারা অতিবেগে জল বাহির করিতে থাকে এবং তখন জলমধ্যে তীরের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়। ইহারা কখন কখন

উড্‌ডীয়মান মৎসের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত লোভী, ক্ষুদ্র মৎস্য দল এক কালে খাইয়া ফেলে। বৃহৎ জাতীয় মৎস্য এবং সমুদ্র বিহারী পক্ষিগণ ইহার বিপক্ষ। ইহারা মৎস্য বা কর্কট ধরিবার আশয়ে যখন ভুজ প্রসারণ করিয়া থাকে, মনুষ্যেরা কিরীচ আঘাতে তাহাকে বিদ্ধ করে। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসীরা এই মৎস্য ভোজন করে ও ইহা ধরিবার জন্য চমৎকার কৌশল করিয়া থাকে। এক ফুট লম্বা এক খণ্ড মসৃণ তক্তার এক ধারে উপর উপর কতকগুলি শামুক ডিম্বাকৃতি করিয়া সাজায়। এই তক্তার অন্য ধারে একটা লম্বা দড়ি বাঁধে। ধীবরেরা সমুদ্রে গিয়া সেই দড়ী যোগে তক্তা খানি জলে নিক্ষেপ করে, ইহা তলদেশে যাইবামাত্র কোন না কোন শিরোভুজের অঙ্গ স্পর্শ করে। সে শামুকের শাঁস খাইবার জন্য শামুক কসিয়া ধরে, ধীবরও দড়ী টানিয়া তাহাকে শুদ্ধ নৌকার উপর আনিয়া ফেলে।

ইহার শরীরে কালীর মত এক প্রকার কালরঙে পরিপূর্ণ একটী থলিয়া আছে, যখন ইহা ভয় পায়, তখন সেই কালী কতকটা বাহির করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ জল কাল করিয়া ফেলে। এই কালীকে "সেপিয়া" বলে। ছবি সকল চিত্র জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়, এবং শুকাইলে যত দিন ইচ্ছা রাখা যায়, নষ্ট হয় না।

ইহাদিগের ডিম্ব সকল আঙ্গুরের মত থলো থলো হয় এবং একটী সামুদ্রিক আগাছায় সংলগ্ন থাকে। কিন্তু মৎস্য তীর হইতে অধিক দূরে থাকিলে ডিম্বের থলো সমুদ্রের

উপর ভাসিতে থাকে। সূর্য্যের উত্তাপে ডিম্ব ফুটিলে ছোট ছোট শিরোভুজ ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া জলে সন্তরণ করে। মহাকবি মিল্‌টন তাঁহার "প্যারা-ডাইজ লষ্ট" নামক পুস্তকের এক স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্তু নরওয়েজীয় ক্রাকিন নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পৃষ্ঠদেশ একটী দ্বীপের ন্যায় এবং তাহা গাছগাছড়ায় এরূপ আবৃত যে অনায়াসে ভূমিখণ্ড বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। ক্রাকিন সূর্য্যোত্তাপ এবং বায়ু সেবনার্থ মধ্যে মধ্যে জলের উপরিভাগে আসিত, কোন জাহাজ তাহার নিকটে আসিলে নাবিকগণ দ্বীপভ্রমে তাহার উপর নঙ্গর করিত। তাহারা তদুপরি অগ্নিও প্রজ্জ্বলিত করিত। আগুণে ইহার পিঠ পুড়িতে আরম্ভ হইলে সমুদ্র-গর্ভে সে নিমগ্ন হইত, এবং দুর্ভাগ্য নাবিকেরা জলসাৎ হইত।

৫। সিল মৎস্য। ইহা তিমি মৎস্যের ন্যায় স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাকে মকর জাতির মধ্যে গণনা করা যায়, ইহার পশ্চাৎ ভাগ দেখিতে ঠিক মৎস্যের ন্যায়, কিন্তু সম্মুখভাগ স্থলচর জন্তুর অনুরূপ। ইহার চারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে, পায়ের অঙ্গুলিগুলি চর্ম্ম দ্বারা সংযুক্ত। গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন ঘন চিক্কণবর্ণ লোম আছে, ইহারা জলে বাস করে, কিন্তু সময়ে সময়ে স্থলে উঠিয়া বিচরণ করে। ইহারা এক কালে দুইটী শাবক প্রসব করে ও স্থলে উঠিয়া স্তন পান করায়। মকর নানা জাতীয়। ইহারা উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্রে সচরাচর বাস করে; কিন্তু ভূমধ্য ও ভারত সাগরেও

ইহাদের সমাগম দৃষ্ট হয়। ইহাদের আকার দীর্ঘে ২।৩ হাত হইতে ১৫।২০ হাত পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।

পুরাণের বর্ণনানুসারে মকর গঙ্গার বাহন, ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বে গঙ্গাতে সচরাচর মকর প্রাপ্ত হওয়া যাইত। গ্রীনলেণ্ড প্রভৃতি হিম প্রধান স্থানের লোকেরা মকরকে উপাদেয় মৎস্য জ্ঞান করে। তাহারা ইহার মাংস খায়, চর্ব্বিতে তৈল প্রস্তুত করে, চামড়াতে নানা প্রকার থলিয়া ও খেলনা প্রস্তুত করে এবং তাঁবু ও নৌকার তলা প্রভৃতি আচ্ছাদন করে, নাড়ীতে জানালার পরদা ও জামা প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং সুগন্ধি মসলা দিয়া শোণিতের যুস প্রস্তুত করিয়া পান করে। সিলকে পুষিলে পোষ মানে এবং কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত হইয়া গৃহে বাস করে।

দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্রে এই মৎস্য বাস করে। ইহারা সুন্দর শ্বেতবর্ণ। ইহাদের অধরের কাছে এক একটা থুবনী আছে, অতি সূক্ষ্ম তারের ন্যায় মাংসসূত্র তাহাতে শ্রেণী বদ্ধ রূপে সজ্জিত থাকে। এই অধরের উপরে ওষ্ঠের চাপ দিয়া মাছেরা শিষ দিতে থাকে, ইহাতে সুস্বর লহরী বহির্গত হয়। প্রতি দিন সন্ধ্যা হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত ইহারা সুন্দর গান গায়।

৭। স্বর্ণ মৎস্য। রৌপ্য মৎস্য। এই মৎস্য চীন দেশে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের রঙ পাটলবর্ণ। তাহার উপরে যেন কে সোণার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াছে। কতকগুলি মৎস্য সাদা রূপার ন্যায় উজ্জ্বল। আর কতকগুলির গায় সাদার উপরে লাল লাল

চিহ্ন আছে। মরিয়া গেলে ইহাদের উজ্জ্বলতা থাকে না। ইহাদিগের পুরুষ ও স্ত্রী প্রভেদ করিবার লক্ষণ এই যে মৎস্য-রমণীদিগের কানকুরা ও সম্মুখের ডানায় শ্বেত-বর্ণ চিহ্ন আছে। এই জাতীয় পুরুষদিগের সেই সেই স্থান অতি উজ্জ্বল ও প্রভাময়। সুবর্ণ মৎস্য প্রথমতঃ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, তার পর রঙ বদলাইয়া সাদা হয়, অবশেষে স্বর্ণবর্ণ হয়। সোণার বর্ণ প্রথমে লাঙ্গুলে দেখা যায়, পরে তাহা সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

চীনেরা বড় অপেক্ষা ছোট সুবর্ণ মৎস্য অধিক ভাল বাসে, চীন দেশে ধনবান ব্যক্তি মাত্রেই ডোবা কাটিয়া বা জল পূর্ণ চীনের পাত্রে করিয়া এক এক ঝাঁক মৎস্য পুরিয়া রাখেন।

৮। উদ্বিড়াল (ধেড়ে, ভোঁদড়)। ইহারা ভূ-জলচর পশু ও লিপ্তপাদ। যখন মৎস্য, ভেক, জলমূষিক প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য না পায়, তখন জলজ বৃক্ষাদির কোমল শাখা ও বল্কল খায়। ইহারা নয় সপ্তাহ গর্ভ ধারণ করিয়া গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে তিন চারিটী সন্তান প্রসব করে। পুষিলে পোষ মানে এবং জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া প্রতি-পালককে আনিয়া দেয়।

৯। সিন্ধু ঘোটক। ইহাদের শরীর দীর্ঘে বার হাত; মস্তক ছোট এবং গোল। অধর ও ওষ্ঠ স্থূল। ওষ্ঠে বড় বড় লোম আছে। চর্ম্ম অতিশয় পুরু ও স্থানে স্থানে বলিত এবং কপিশবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত। চক্ষু রক্তবর্ণ; পা খর্ব্ব; তাহাতে পাঁচ পাঁচটী অঙ্গুলি আছে। অঙ্গুলি সকল পরস্পর যুক্ত। ইহাদের

পশ্চাতের পা চেপটা, এ নিমিত্ত ইহারা অনায়াসে জলে সাঁতার দিতে পারে। ইহাদের কর্ণ নাই, কর্ণের স্থানে কেবল দুইটী ছিদ্র আছে। হস্তীর ন্যায় ইহাদের দুই কশে দুইটী দন্ত বহির্গত হয়। ঐ দন্ত লম্বে দেড় হাত এবং ওজনে ১৫।১৬ সের পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। হস্তিদন্তের ন্যায় এই দন্ত দৃঢ় এবং শুভ্র; ইহাতে কৌটা, বাটি, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

উত্তর মহাসাগরস্থ তুষারাবৃত দ্বীপে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এক কালে শতাধিক সিন্ধু ঘোটক জল হইতে তীরে উঠিয়া বিচরণ করে এবং দন্ত দ্বারা বেলা ভূমি হইতে শঙ্খ শম্বুক প্রভৃতি খুঁড়িয়া খায়।

সিন্ধুঘোটকী একবারে একটী কখন দুইটী সন্তান প্রসব করে এবং স্থলের উপর উঠিয়া তাহাদিগকে স্তন্যপান করায়। ইহাদের অপত্যস্নেহ অতি প্রবল।

সিন্ধুঘোটকের শরীর ওজনে ২৫।৩০ মণ। চর্ম্ম দন্ত ও বসার নিমিত্ত লোকে অনেক কষ্টে তাহাদের প্রাণ বধ করে।

১০। জল হস্তী। ইহারা স্থল ও জল উভয়েই চরিয়া বেড়ায়। যখন জলে থাকে, কুম্ভীর, মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তু ধরিয়া ভক্ষণ করে এবং স্থলে উঠিলে ক্ষেত্রস্থ ধান্য, যব প্রভৃতি শস্য খায়। লোহিত সাগর এবং আফ্রিকাস্থ প্রায় সকল নদী ও হ্রদে ইহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এই পশু ছিল, তাহার প্রমাণ সংস্কৃত গ্রন্থে জলকুঞ্জর উল্লেখে পাওয়া যায়।

জলহস্তীর শরীর নাসিকার অগ্রভাগ অবধি লাঙ্গুলের

মূল পর্য্যন্ত দীর্ঘে বার হাত, এবং উর্দ্ধে পাঁচ হাত। তাহার বেড় দশ এগার হাত, পা দুই হাত, মস্তক আড়ই হাত এবং তাহার বেড় প্রায় ছয় হাত; মুখের বিস্তার এক হাতেরও অধিক। ইহাদের সম্মুখের দন্ত অতি দীর্ঘ ও শুভ্র কিন্তু বিরল। কশের দন্ত চতুষ্কোণ, এক একটা ওজনে দশ সের; কিন্তু ইহাদের গজদাঁত সর্ব্বাপেক্ষা শুভ্র ভারি এবং দীর্ঘ; এক একটা লম্বে এক হাত ও ওজনে সাত সের পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। এই দন্ত এমন দৃঢ় যে, তাহাতে লোহার আঘাত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়। অনেকে দাঁত পড়িয়া গেলে এই দাঁতে দাঁত প্রস্তুত করিয়া লন। ইহাদের গাত্রের চর্ম্ম অতি স্থূল এবং এমন দৃঢ় যে শুষ্ক হইলে তাহাতে গুলি প্রবিষ্ট হয় না।

ইহারা স্বভাবত ধীর ও মন্থরগতি। ইহারা ঘোটকের ন্যায় রব করে বলিয়া লোকে ইহাদিগকে হিপোপোটেমস্ অর্থাৎ নদ্যশ্ব কহিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইহাদের রব বৃষ ও শূকরের ন্যায়, গভীর অথচ কর্কশ।

জলহস্তিনী উপরে উঠিয়া এক কালে একটী সন্তান প্রসব করে এবং সস্নেহে তাহাকে স্তন্য পান করায়।

কাফ্রিরা জলহস্তীর মাংস খায়; চর্ম্মে ঢাল, চাবুক, প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তৈল ও মাখনের পরিবর্ত্তে চর্ব্বি ব্যবহার করে এবং রক্তে এক প্রকার রঙ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

১১। জল মূষিক। ইহাদের আকৃতি ইন্দুরের ন্যায়। মুখ সরু, কান ছোট, চক্ষু রক্তবর্ণ, লাঙ্গুল

ভিন্ন সমুদায় শরীর গাঢ় ধূসর বর্ণ লোমে আচ্ছাদিত, দন্ত সকল ক্ষুদ্র, শক্ত ও ধারাল। ইহারা নদী, খাল অথবা সরোবরের তীরে বাস করে এবং মৎস্য ভেক, জল-কীট ধরিয়া খায়, যখন তাহা না পায় তখন জলজ বৃক্ষ লতার মূল ও কোমল পাতা ভক্ষণ করে। জল মূষিক লিপ্ত-পাদ নহে, তথাপি উদ্বিড়ালের মত অক্লেশে জলে সাঁতার দেয়।

১২। বীবর। বীবরের পশ্চাৎ পায়ের অঙ্গুলি চর্ম্ম-দ্বারা লিপ্ত এজন্য সে জলে উত্তমরূপে সাঁতার দিতে পারে। লাঙ্গুল বাদামে আকারের গোল, এবং শল্কের ন্যায় এক প্রকার চর্ম্মে আবৃত। সন্তরণ কালে ইহারা এই লাঙ্গুল দিয়া হাইলের কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহারা সম্মুখের পা দিয়া কাঠ বিড়ালের ন্যায় মুখে আহার তুলিয়া খায়।

চারিমাস গর্ভধারণ করিয়া বীবরী শীত কালের শেষে তিন চারিটী সন্তান প্রসব করে। এই কালে বীবরী গৃহত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে এক এক বার আসিয়া সন্তানকে দেখিয়া যায়। কিছুদিন স্তন্য পান করিয়া যখন ছানাগুলি সঙ্গে যাইবার উপযুক্ত হয়, তখন বীবরী তাহাদিগকে লইয়া চরিতে যায়, বৃক্ষের কোমল ছাল ও মৎস্যাদি ধরিয়া খাওয়ায়, এবং সর্ব্বদা জলের উপরে থাকে; কখন কখন স্থলে উঠিয়া জঙ্গলের মধ্যে চরিয়া বেড়ায়।

১৩। সন্তারক পক্ষী। ইহারা জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়। যেমন হংস, সারস, পানকৌড়ি। সন্তারকদিগের পাদাঙ্গুলি পাতলা চর্ম্মে লিপ্ত এ নিমিত্ত উহারা জলে সাঁতার দিতে পারে।

১৪। ব্লীক মৎস্য। ইংলণ্ডে ব্লীক নামক এক প্রকার মৎস্য আছে, ইহা আহার করিতে বড় সুমিষ্ট, এজন্য তথাকার লোকে অত্যন্ত চেষ্টা করিয়া ইহাদিগকে ধৃত করে। ইহারা অত্যন্ত অস্থির, জলের কিনারার নিকটে নিকটে বৈকাল বেলা ছোট ছোট মাছি ও অন্যান্য পতঙ্গ ধরিয়া খায়। ইহাদের আঁইসের গোড়ায় শ্বেত ও রৌপ্য চূর্ণের ন্যায় একরূপ পদার্থ আছে, তজ্জন্য মৎস্যের আরো আদর। বিলাতি শিল্পকারেরা তদ্দারা অতি উত্তম ঝুঁটা মুক্তা প্রস্তুত করে। এতভিন্ন আরও কয়েক প্রকার মৎস্যের আঁইস হইতে মুক্তা প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে "হোয়াইট মৎস্য" প্রধান। ধীবরেরা এই সকল মীন ধৃত করিয়া তাহাদের আঁইস গ্রহণ করতঃ মুক্তা-প্রস্তুত-কারীর নিকট বিক্রয় করে। মুক্তা-প্রস্তুত-কারীরা ঐ আঁইস অতি সাবধানে ধৌত করিয়া পৃথক জলে উহা ভিজাইয়া রাখে। দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত উহা জলে ভিজিলে রূপার ন্যায় একরূপ শ্বেত চূর্ণ বাহির হয়, তাহাতে গঁদের জল বা শিরীস মিশ্রিত করিয়া তবকে ঢালিলে শুকাইয়া জমিয়া মুক্তা হয়। মুক্তা প্রস্তুত হয়, এজন্য ব্লীক মৎস্যের আঁইস ১ টাকা হইতে ১॥০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি তোলা বিক্রয় হয়। এই মৎস্যের আকৃতি দেখিতে ভাকুট মৎস্যের ন্যায়।

১৫। এষ্টিপল বেক মৎস্য। বিলাতের পেলমেল গেজেটে সে দিবস এই মৎস্যের আশ্চর্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মেরুদণ্ডের পৃষ্টে ৩ হইতে ১৫টী পর্য্যন্ত কাঁটা দেখা যায়। ইহারা যদিচ ক্ষুদ্র মৎস্য তথাপি এরূপ কাঁটা থাকায়

ইহারা অন্য মৎস্য হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহারা অনেকগুলি স্ত্রীমৎস্য সমভিব্যাহারে এক স্থানে বিহার করিয়া বেড়ায়। ইহারা সবিশেষ কৌশল ক্রমে জলজ তৃণাদি দ্বারা জলমধ্যে গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করে এবং নিজে দ্বারদেশে পাহারা দেয়। স্ত্রী-মৎস্যেরা এক কালে ২।৩ টী ডিম্ব প্রসব করিয়া সযত্নে উহা রক্ষা করে এবং ডিম্ব হইতে মৎস্য শাবক বহির্গত হইলে শিশুসন্তানগুলিকে লইয়া সাবধানে চরিতে শিক্ষা দেয়। ক্রমে উহারা সবল হইলে আপনারা স্থানান্তরিত হয়।

১৬। কড় মৎস্য। কড় জাতীয় অনেক মৎস্য আছে। কতকগুলি ক্ষুদ্র, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহাদের মস্তক পরিষ্কার, ইহাদের মাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তপংক্তি দৃষ্ট হয়। বর্ণ ধূসর, কিন্তু কোন কোন জাতির পেট শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহার লিভার (যকৃৎ) হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাকে কড়লিভার অইল বলে এবং তাহা ব্যবহার করিলে অনেক রোগ উপশম হয়।

১৭। নৃ-মৎস্য।—বোম্বাইয়ে একটী অদ্ভুত প্রাণী প্রদর্শিত হইয়াছে। ইংরাজি কাব্যে যে নৃ-মৎস্যের বিবরণ পাঠ করা যায় ইহার আকার প্রায় তাহার মত। এই প্রাণী দীর্ঘে ৬ হাত হইবে, দেহের প্রথমার্দ্ধ বানরের মত, অপরার্দ্ধ মৎস্যের ন্যায় ক্রমে সরু হইয়াছে, বানরের মত ইহার মাথা, নাক, মুখ, হাত, অঙ্গুলি, কিন্তু মৎস্যের মত লেজ। দুই জন তুর্কী রুবিটিনে ষ্টীমারে ইহাকে বোম্বাই আনে, ইহারা ঐ জীবকে

জীবদ্দশায় লোহিত সাগরের উপকূলে জেডার নিকটে ধৃত করে। ঘটনাক্রমে নৃ-মৎস্য অল্প জলে আসিয়া পড়ে এবং তাহারা অতি কষ্টে উহাকে ধরে। ইহাকে পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। মস্তক প্রভৃতি বানরের মত, মস্তকোপরি কঠিন লোম অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। জালে আবদ্ধ হইলে নৃ-মৎস্য আশ্চর্য্য কৌশলে হস্ত দ্বারা জাল হইতে বহির্গত হয়, এজন্য এই মৎস্য সচরাচর ধৃত হয় না। ইহারা অগাধ জলধিতে বিচরণ করে।

আমাদের কোন পরমাত্মীয় স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বসু মহাশয়ের ডোবাজাহাজ হইতে মাল উঠাইবার কারবার ছিল, এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে সাগরনিকটস্থ নদীতে বাস করিতে হইত। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিনি ডুবুরি প্রভৃতি লোক জন সহ সমুদ্র সমীপস্থ নদীতে বড় বড় বজরায় বাস করিতেন এবং মাল উঠাইবার তত্ত্বাবধান করিতেন। এক দিবস অতি গভীর-রজনীতে যখন বজরাস্থ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাস্থ লোকেরা নিদ্রিত ছিল, এমত সময় তাঁহার বজরার পশ্চাৎ ভাগ হইতে অতি মৃদু অস্ফুট শব্দ শ্রুত হইল। উক্ত শব্দ শ্রবণে তিনি ক্ষণিক ভীত হইয়া জলদস্যু ভ্রমে মাজী মাল্লাদিগকে জাগরিত করিলেন, এবং তাহারা চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না, তখন ডুবুরিদিগের মধ্যে এক জন প্রাচীন ডুবুরি বলিল যে নররূপী মৎস্যেরা নিশীথে বিহারকালে এরূপ শব্দ করে এবং মনুষ্যের স্বর শুনিলে প্রস্থান করে, ইহাতে ভীত হইবার আবশ্যক নাই।' পর দিবস রজনীতে এই

রহস্য ভেদ বাসনায় তিনি কয়েক জন মাল্লাকে লইয়া জাগরিত থাকিলেন। ক্রমে রাত্রি ২ টার সময় পূর্ব্ব রজনীর ন্যায় অতি মৃদু শব্দ শ্রুতি-গোচর হইল, এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে দুই জন মনুষ্য যেন নদীবক্ষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং এক জন অপর ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে ও কোন কথা বলিতেছে। পরে উভয়ে একত্র হইয়া তীরসমীপে আগমন করিয়া হস্ত দ্বারা মৎস্য ধৃত করিতে লাগিল। ক্ষণ কাল পরে উভয়ে কি বলিতে বলিতে বজরা ও তীর মধ্যস্থ জল দিয়া গমন করিল। তখন তিনি ইহাদিগকে নিশ্চয়ই যক্ষ বোধ করিয়া তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিলেন। আমরা বাল্য কালে অনেক সময় তাঁহার প্রমুখাৎ এই গল্প আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইতাম।

সমাপ্ত।